প্রথম সংস্করণ

১৩৬০

প্রকাশক :—

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

ও

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সজ্ঘ প্রেস চন্দননগর হইতে

কুমারী নির্ম্মলা ঘোষ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

সে অনেকদিনের কথা (সম্ভবতঃ ১৩৪০ সাল), ৺দয়াল মহারাজ তখন ৺কাশীধামে ছিলেন। তাঁহার নিকটে যাইয়া শ্রীশ্রীসীতারাম-লীলামৃত পাঠ করি। তাহা শুনিয়া তিনি যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, দেখ তোমার এই রামায়ণের নাম "কথা-রামায়ণ" রাখিলাম। আমি 'কৃতার্থ হইলাম' বলিয়া প্রণাম করিলাম। সেখানে তাঁহার মানসী কন্যা তিনটি শ্রীমানময়ী দেবী, শ্রীমৃণালিনী দেবী, শ্রীলীলাময়ী প্রভৃতি ছিলেন, তাঁহারাও আনন্দিত হইলেন। তন্মধ্যে শ্রীভরত-লেখিকা শ্রীমানময়ী দেবী বলিলেন, "আমি শ্রীভরত লিখেছি কিন্তু আপনার মত সীতা চরিত্র ফোটাতে পারিনি। আমি যদি কোন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ হতাম, তাহলে আপনার রামায়ণ অভিনয় করতাম।"

তখন মাত্র আট দশটী দৃশ্য লেখা হইয়াছিল। পরে সমস্ত লেখা হয়। ১৩৪৪ সালে যখন কলিকাতা ভবানী-পুরে প্রথম চাতুর্ম্মাস্য, তখন ভগবদিচ্ছায় দয়াল মহারাজও আশ্রমের নিকটে অবস্থান করিতেন। প্রত্যহ বৈকালে যাইয়া তাঁহাকে কথা-রামায়ণ শুনাইতাম। একদিন, বিখ্যাত শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুর মাতা সেখানে উপস্থিত হন। পাঠ করিতে করিতে পাঠ বন্ধ হইয়া গেল, তিনি বলিলেন—বাবা আশা ত মিটিল না। তাঁহার প্রার্থনায়,

পরে তাঁহাদের বাটীতে একদিন পাঠ করিতে গিয়াছিলাম

পরমগুরুদেবের পুত্র ১০৮ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহাবাজ এই কথা-রামায়ণ শুনিতে বড় ভালবাসেন। তিনি দিগ্‌সুই-এ আসিলে তাঁহাকে প্রায়ই শুনাইতাম। দুই একটী দৃশ্য তাঁহাকে লিখিয়া দিয়াছিলাম। কথা-রামায়ণ মুদ্রিত হউক তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা পর্য্যন্ত করেন।

কলিযুগে নাম ও লীলাচিন্তা লঘূপায়, শাস্ত্র ও সাধু মুখে শুনিয়া সীতারামের লীলা চিন্তা করিতাম। লীলাচিন্তাই "কথা-রামায়ণ" আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই "কথা-রামায়ণ" এই অধমাধমকে আনন্দ পারাবারে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আশা করি যিনি কথা-রামায়ণ শ্রবণ মনন করিবেন তিনিও কৃতার্থ হইবেন।

শ্রীবৈষ্ণব
শ্রীসীতারামদাস।

ॐ৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মঙ্গলাচরণম্

শ্রীগণেশায় নমঃ　　　　　　　　　　শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

ওঁ নমো ভগবতে ওঙ্কারায় নিখিলবেদবিদিতায় বেদস্বরূপিণে অখিলবাগ্রূপিণে বাগভিন্নপ্রপঞ্চরূপায় পরব্রহ্মণে করুণাকরবিগ্রহায় শব্দব্রহ্মণে প্রতীচে পরাচে সংসারপারাবার-তারকায় সকলকর্ত্রে সকলভোক্ত্রে সুরাসুরস্বরূপায়, চরাচরকলেবরায়াত্যন্তপুরুষার্থায় সমস্তমুনিপ্রাপ্যায় প্রণবায় সর্ব্বভূতহৃদয়ায় অরূপিণে অদেহায়াদ্বৈতাত্মনে। ভো ভো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বরূপ! ভেদবুদ্ধিপ্রদায়িনীং গ্রহণাগ্রহণরূপিনীং সকার্য্যাং সবিলাসিনীং মহামায়াং বিনাশয় বিনাশয়, কামক্রোধলোভাদিশত্রূন্ মারয় মারয়, শমদমাদীন্ সচিবান্ সংযোজয় সংযোজয়, সুধর্ম্মিনীং মহাজায়াং মোক্ষলক্ষ্মীং বিবাহয় বিবাহয়, অপবর্গসাম্রাজ্যে মামভিষেচয়াভিষেচয়, স্বরূপং প্রকটয় প্রকটয়, জরামরণাদিপিশাচানুচ্চাটয়োচ্চাটয়, শব্দাদিবৃশ্চিকভয়ং নিবারয় নিবারয়, মাতৃযোনিযন্ত্রপীড়নং নিবর্ত্তয় নিবর্ত্তয়, মহাভাবৈকগম্য! নিরুপদ্রব! নিরতিশয়ৈশ্বর্য্য! বহুভয়সংরক্ষক! সান্তং সলক্ষণং সাঙ্গোপাঙ্গং সোপনিষৎকং সরহস্যং বেদং বোধয় বোধয়, মূর্ত্তিত্রয়! মূর্ত্তিরহিত! শক্তিত্রয়! শক্তিরহিত! আশাপাশং ছিন্ধি ছিন্ধি

ত্রিলোচনস্যাপিব্যামোহৈকনিদানং ভগবন্তং মকরধ্বজং ভিন্ধি ভিন্ধি, চতুর্দ্দশভুবনাত্মক! নিঃসীমদর্শনদরীদৃশ্যমান! চতুঃষষ্টিকলাপরাঙ্মুখ! নিখিলমন্ত্রযন্ত্রপ্রবর্ত্তক! মাতৃকা-বর্ণস্বরূপ! কলিমলপ্রধ্বংসিন্! কালভয়পরাবর্ত্ত! বিষয়-বিপিনে পতন্তং মার্গাদর্শিনং মার্গমাণং ত্রাতারমাক্রোশন্তং ক্ষুত্তৃষ্ণাব্যাঘ্রাদিভিঃ পেপীয়মানমার্ত্তং মুমুক্ষুং মামুদ্ধ-রোদ্ধর, আত্মন্! প্রত্যক্ শব্দবাচ্য! নিরুপমবৈভব! নিত্যোৎসব! অতীতদ্বন্দ্বদুঃখ! মূঢ়জনদুঃখপ্রদ! ভক্তজন-কল্পদ্রুম! উপনিষদেকবেদ্য! সমস্তবেদবন্দিস্তুত্য! ব্রহ্মাদি-সমারাধ্য! স্বাত্মানং মাং প্রাপয় প্রাপয় স্বাহা। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

শ্রীরামঃ শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতী
রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্য্যং নমঃ।
রামাৎ ত্রস্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্ব্বংবশে
রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ॥

চিত্রকূটালয় রামমিন্দিরানন্দমন্দিরম্।
বন্দে চ পরমানন্দং ভক্তানামভয়প্রদম্॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ যস্যাংশালোকসাধকাঃ।
তমাদিদেবং শ্রীরামং বিশুদ্ধং পরমং ভজে॥
শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥

সরসিজহারা ত্রিভুবনসারা।
মম হৃদিবাসা ভবতু বিকাশা॥

সিতকমলাসা কমলবিলাসা।
তিমির বিনাশা ভবতু হৃদাশা ॥
অমলং কমলং তব পাদযুগং
নমিতং লষিতং বিধিবিষ্ণুশিবৈঃ।
প্রভৃতং সততং শতহংসসমং
কমলং বিকচং কুরুতাং হৃদিজম্ ॥

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্ ॥
বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্ ॥
যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।
অতৃপ্তস্তং সদা বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্ ॥

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্ ॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥

আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং
কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং
ভাবয়ামি পবমানন্দনম্ ॥

যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং
তত্র তত্র শিরসা কৃতাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥

মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি॥

যঃ কর্ণাঞ্জলিসংপূটে রহরহঃ সম্যক্ পিবত্যাদরাদ্
বাল্মীকের্বদনারবিন্দগলিতং রামায়ণাখ্যং মধু।
জন্মব্যাধিজরাবিপত্তিমরণৈরত্যন্তসোপদ্রবং
সংসারং স বিহায় গচ্ছতি পুমান্ বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামসাগরগামিনী।
পুনাতু ভুবনং পুণ্যা রামায়ণমহানদী॥
বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীদ্ সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মনা॥

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সুস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরম্
ব্যাখ্যান্তং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্॥

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমরুদ্গণেভ্যঃ॥

অথ রামায়ণকবচম্

ওঁ নমোঽষ্টাদশতত্ত্বরূপায রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায় মা নিষাদেতিমূলঃ শিবোঽবতু অনুক্রমিকাবীজমুখমবতু, ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানমৃষির্জিহ্বামবতু, জানকীলাভোঽনুষ্টুব্ ছন্দোঽবতু গলং, কৈকেয়্যাজ্ঞা দেবতা হৃদয়মবতু, সীতা লক্ষ্মণানুগমনশ্রীরামহর্ষাঃ প্রমাণং জঠরমবতু, ভগবদ্ভক্তি-শক্তিরবতু মে মধ্যং, শক্তিমান্ ধর্ম্মো মুনীনাং পালনং মনোরূ রক্ষতু, মারীচবচনং প্রতিপালনমবতু পাদৌ, সুগ্রীবমৈত্র্যমর্থোঽবতু স্তনৌ, নির্ণয়হনূমচ্চেষ্টাবতু বাহূ, বার্ত্তাসম্পাতিপক্ষোদ্গমোঽবতু স্কন্ধৌ, প্রয়োজনং বিভী-ষণায় রাজ্যং গ্রীবাং মামবতু, রাবণবধঃ স্বরূপমবতুকর্ণৌ, সীতোদ্ধারো লক্ষ্মণমবতু নাসিকে, অবগম্য মমোঘস্তবো-ঽবতু জীবাত্মানং, নয়ঃ কাললক্ষ্মণসংবাদমবতু নাভিং, আচবনীয়ং শ্রীবামাদিধর্ম্মং সর্ব্বাঙ্গমমাবতু ইতি রামায়ণ-কবচং বামায়ণবাচকাঃ পঠেয়ুস্ত্বঞ্চেদং জপ্তা রামায়ণং কুরু সপ্তকাণ্ডম্। —বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

নমামি রামানুজপাদপঙ্কজং
বদামি রামানুজনাম নির্ম্মলম্॥
স্মরামি রামানুজদিব্যবিগ্রহং।
রোমি রামানুজদাসদাস্যম্॥

যৎপাদাম্বুজ সেবনেন বহবঃ সংসারপারং গতা
বিস্তার্য্যেব ধরাতলে স ভগবদ্ভক্তিঞ্চ কাশীংগতঃ।
যৎকীর্ত্তির্বিমলা হ্যভূচ্চ ভুবনে গঙ্গেব সম্পাবনী
রামানন্দ স্বদেশিকো বিজয়তে সদ্ধর্ম্মসংবর্দ্ধকঃ॥

কথা-রামায়ণ

প্রস্তাবনা

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা। সত্যই কি শ্রান্ত তুমি
সংসার ভ্রমণে ?
সত্যই কি চাহ সখে
পরম নির্ব্বাণ ?

মন— কত শ্রান্ত আমি সখে,
নারি বুঝাইতে তাহা ভাষার ভাষিয়া।
অনন্ত অনন্তকাল
কক্ষচ্যুত গ্রহসম বেড়াই ভ্রমিয়া।
হেরিলাম কত যোনিদ্বার,
সহিলাম কত গর্ভ কারাবাস,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আসে
হারাইয়া জ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের পিছু পিছু
ছুটে যাই পাগলের মত।
নাহি তৃপ্তি, নাহি শান্তি,
শুধু হাহাকার, শুধু জ্বালা।
রূপ আশে আকুল হইয়া
কতবার ছুটিয়াছি নারীর পশ্চাতে—
অশনি সমান তার নির্ম্মম প্রহারে
দীর্ণ হ'য়ে গেছে বক্ষ মোর।

তবু সখে, নাহি যায়
রমণী রূপের তৃষা।
রস লোভে কতবার পেয়েছি দুর্গতি,
তথাপি রসের আশে আকুল রসনা।
পরশের কত যে যন্ত্রণা
বুঝিয়াছি কত শতবার,
তবুও ছাড়িতে নারি পরশবাসনা।
কত দুঃখ লভিয়াছি গন্ধের আশায়,
তথাপি
ক্রীতদাস সম বদ্ধ থাকি
গন্ধ আশে। কত শত বার
শব্দ মোরে করে পদাঘাত,
তবুও না যায় মোর
শব্দ-লোলুপতা। জানি না
কোন পুণ্যবলে, সখে
লভেছি তোমায়।
লয়ে চল হাত ধরে
সেই মহাপুণ্য-পারাবারে,—
যেথা গেলে
হব চির শান্ত আমি
লভিয়া পরম নির্ব্বাণ।

জীবাত্মা— এস সখে মোর সাথে।
নেহার সম্মুখে তব
পরম ব্যোম,—
নাহি আলো, নাহিক আঁধার,
নাহি রবি, শশী, চন্দ্র, তারকা।
কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিয়া বিরাট বিশাল।
বাক হেথা নীরব নিয়ত,
ঋত সত্য
পরব্রহ্ম ইনি।

মন— নারিনু স্পর্শিতে সখে।

জীবাত্মা - জানি তুমি নারিবে স্পর্শিতে,
হের ওই —
জলদে চঞ্চলা প্রায় মায়ার বিকাশ,
এক পাদে ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী
খেলিয়া বেড়ায়।

মন — কিছুই বুঝিতে নারি।

জীবাত্মা— আচ্ছা ওই শুন
ব্যোম্‌পথে প্রণবের ধ্বনি।

মন— সখে। সখে। কি গম্ভীর প্রণব ঝঙ্কার।
ধর সখে, ধর মোরে দৃঢ় ক'রে,
প্রণবের ধ্বনি মাঝে
আমি বুঝি আমারে হারাই।

জীবাত্মা কিবা ক্ষতি তায়
সখে। হারাইয়া
যাও যদি প্রণব মাঝারে।

মন— কি জানি কিছুই যেন
না পারি বুঝিতে।

জীবাত্মা— কোটী সূর্য্য সম
হের প্রণবের পরম প্রকাশ।
ধ্বনিতে, আলোকে কিবা অপূর্ব্ব মিলন।
কি হেরিছ সখে ?

মন— ওঙ্কার ধ্বনিতে পূর্ণ বিশ্বচরাচর।
তা'র মাঝে বিজলীর প্রায়
ত্রিলোক ব্যাপিয়া হেরি
প্রণবের অপূর্ব্ব আকার।
নাহি আর কিছু
ওম্ ওম্ ওম্।
ঊর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে—
শুধু— ওম্—ওম্—ধ্বনি।
অন্তরে বাহিরে মোর
কেবল ওঙ্কার,
ওম্— ওম্—ওম্—
শুধু—ওম্—ওম্—ওম্।

জীবাত্মা— বিষয়লোলুপ মন! বারেকের তরে
ভাব দেখি বিষয়ের কথা।

মন— ওম্ ওম্ ওম্ ওম্
ওম্ ওম্ ওম্ ওম্।

জীবাত্মা— হের সখে! প্রণবের মাঝে,
সীতারাম যুগল মূরতি।
মূরছিত কোটী শশী চরণ নখরে।

মন— সখে! সখে!
এ কোন্ অপূর্ব্ব রাজ্যে

ল'য়ে এলে মোরে ?
করুণাময়ি জননি আমার !
কোন অপরাধে দাসে ছিলিগো ভুলিয়া ?
মা ! মা ! মা !
আশৈশব কাঁদিতেছি হাহাকার ক'রে,
কেমনে নীরবে তুই ছিলিগো পাষাণি ?
অভাগা সন্তান ব'লে
মনে কি ছিল না মাতঃ ?
রঘুমণি ! জানিতাম যদি
এত কঠিন হৃদয় তোমার—
তাহ'লে ছাড়িয়া তোমায়
না আসিতাম জগৎ মাঝারে।
হে মোর আরাধ্যনিধি
প্রাণের দেবতা !
কাছে এস, কথা কও,
দূরেতে থেক না আর।
একি ! কৈ সখে, সীতারাম ?

জীবাত্মা। আজিও মালিন্য সখে রয়েছে তোমাতে।
এখনও বিলম্ব আছে
পূর্ণরূপে পাইতে প্রাণেশে।
কি হেরিছ এবে ?

মন— শুধু আলোক মাঝারে শুনি
প্রণবের ধ্বনি।

জীবাত্মা— হের সখে ! প্রণব হইতে,
ধীরে ধীরে হইছে প্রকাশ
মাতৃকাবর্ণ পঞ্চাশৎ।

যথা জ্যোতিঃপিণ্ড হ'তে
জ্যোতিঃকণা হয় বিচ্ছুরিত।

মন— সখে! সখে!
মাতৃকাবর্ণের মালা
শোভে প্রণবের গলে
অতি মনোহর রূপ হের প্রণবের।

জীবাত্মা— ভক্তিভরে কর প্রণিপাত
এই প্রণবেরে। ইনিই
আদিবীজ শব্দ-ব্রহ্ম।
ইনিই পরম ব্রহ্মের
পরম প্রতীক বাচ্য-ব্রহ্ম,
প্রণব বাচক তাঁহার।
বেদ চতুষ্টয়, বিবিধ ছন্দ নিকর
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ, নিরুক্ত
জ্যোতিষ, আর দর্শন পুরাণতন্ত্র
সংহিতা সকল
ভারত রামায়ণ আদি
শাস্ত্র সমুদয় হইল প্রকাশ
ইঁহার স্পন্দনে।
শুধু শাস্ত্র কেন?
এই নিখিল জগতের উৎপত্তি
প্রণবের বিকৃত স্পন্দনে।
সৃষ্টির প্রথম দিনে
প্রণবের বিকৃত স্পন্দনে
বিশ্ব হইল প্রকাশ; আবার
শেষ দিনে হবে সব লয়
প্রণব মাঝারে। যাহা

নেহারিছ সখে নাহিরবে কিছু,
সকলই ডুবিয়া যাবে প্রণব পাথারে।
গায়ত্রীচ্ছন্দ জড়িত এই প্রণবেরে
দেখেন প্রথমে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
তাই ব্রহ্মা ঋষি প্রণবের
ছন্দ গায়ত্রী, পরমাত্মা দেবতা ইহার
ইনি প্রিয়তমের প্রিয়নামে, যদি
কোনজন প্রিয়নামে
আহ্বান করে প্রিয়জনে,
সে যেমন অবিলম্বে
আসে সেই স্থানে,
তেমতি এনামে যেই ভাগ্যবান
গুহাশায়ী অন্তরের ধনে
ডাকে তারস্বরে,
অচিরে প্রাণের নিধি
পায় সেই প্রাণের মাঝারে।
সখে! অনন্ত অনন্ত কাল
অনন্ত বদনে তাঁহার
করেন যদি প্রণবের স্তুতিগান,
তথাপি বিন্দুমাত্র
প্রণবের গুণ বর্ণিবার
সামর্থ্য নাহি হবে কোনরূপে।
প্রণবই পরমাত্মা, পরমাত্মাই প্রণব
শুন এই শ্রুতির সিদ্ধান্ত॥

মন— নমো নমো নমো
প্রণাম প্রণবে।
পুনঃ নমি কোটি কোটি বার।

জীবাত্মা— ইনি ব্রহ্মারূপে
এ সংসার করিয়া স্বজন
বিষ্ণুরূপে করেন রক্ষণ,
আবার মহাকাল রূপে
গ্রাসিয়া বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড,
গজচর্ম্ম উত্তোলিয়া, করেন
তাণ্ডব, মহা প্রলয়েতে।
ইনি কালী, ইনি দুর্গা,
ইনি সীতা সতী,
ইনি রাধারূপে শ্যাম—সোহাগিনী।

মন— অদ্ভুত বারতা
সখে, অপূর্ব্ব কাহিনী।

জীবাত্মা— প্রলয় পয়োধিজলে যবে
এবিশ্ব হ'য়েছিল অবসান,
মৎস্যরূপ ধরি বেদ
রক্ষিলা এ মহান্ প্রণব ;
সমুদ্র মন্থন কালে
কূর্ম্ম রূপে ইনি,
পৃষ্ঠদেশে করিলা ধারণ
সে মন্দর গিরিবরে।
কারণ সলিলে ধরি শূকর মূরতি
রসাতল-গতা পৃথিবীর
ইনিই করিলেন উদ্ধার সাধন।
মহাভক্ত প্রহ্লাদের
বাক্য রক্ষা করিবার তরে
স্ফটিকের স্তম্ভমাঝে
অদ্ভুত নৃসিংহরূপে

হ'য়ে আবির্ভূত
নাশিলেন হিরণ্যকশিপু মহা দানবেরে
ইনিই বামনরূপ করি পরিগ্রহ
ত্রিপাদ ভূমিচ্ছলে, বলি নৃপতির
ত্রিভুবন-আধিপত্য করিলা গ্রহণ।
ক্ষত্রিয়ের ঘোর অত্যাচারে
রক্ষিবারে বিপ্রকুলে
ভৃগুরাম রূপ করিয়া ধারণ
একবিংশবার সংহারিয়া ক্ষত্রকুলে
নিঃক্ষত্রিয়া করিলা পৃথিবী।
দশানন আদি রাক্ষসের
প্রবল পীড়নে, দেবদ্বিজ
নারীকুল হইলে আকুল
প্রাণারাম নবদূর্ব্বাদল শ্যাম
রামরূপে ধরাধামে অবতরি
নাশিলেন ত্রিলোক কণ্টকদলে।
যমুনা-পুলিনে কদম্বের তলে
নবঘন শ্যামরূপে
রাধা রাধা রবে, বাজায়ে
মোহন মুরলী, ইনিই
করিলেন কেলি গোপবালা সনে।
ইনিই কুরুক্ষেত্র রণে
সাজিয়া অর্জ্জুনের রথের সারথি
কর্ত্তব্য-বিমুখ কিরিটীরে
করেছেন গীতা উপদেশ।
শুনিছ সখে প্রণবের কথা?

মন— স্তব্ধ হ'য়ে গেছে ভাষা মোর
যেন কোন্ অজানা আনন্দ রাজ্যের

লভিয়াছি রাজ সিংহাসন।
বল সখে! কেমনে নিত্যস্থিতি
হবে মোর, প্রণব মাঝারে ?

জীবাত্মা — ক্ষুদ্র বট বীজ মধ্যে বটবৃক্ষ প্রায়,
সৃষ্টিকালে প্রণব হইতে
বাহিরায়
বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড। আবার
প্রলয়ে ঘুমায় বিশ্ব প্রণবের বুকে।
স্মরণে, মননে আর প্রণবের ধ্যানে,
ঘুচে যাবে দ্বৈত ভ্রান্তি।
চিরশান্তি লভিবে তখন।

মন — বল সখে, কেমনে
করিতে হয় ধ্যান প্রণবের ?

জীবাত্মা— জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির সাক্ষী
অ'কার উ'কার ম'কার
ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর নাদ, বিন্দু,
কলা ও কলাতীতার অতীত
পরমাত্মারূপী প্রণবেরে
হৃদয় কমলে, সূর্য্য চন্দ্র
বহ্নি মণ্ডল মাঝারে
ধ্যান করিবারে কত মুনিজন।
চিন্তা নাই প্রিয়তম
ক্রমে সব দিব বুঝাইয়া।

মন— তোমারে করিনু আমি আত্ম সমর্পণ
যা করিলে ভাল হয়, কর তুমি মোর

জীবাত্মা— ভাল ভাল দেখো যেন সখে
এই কথা যেন না ভুলিয়া।
ওই শুন কি গভীর গর্জ্জনে
ছুটিয়াছে বারিরাশি, বিশ্বনাশিবারে।
নেহার সম্মুখে তব
প্রলয় পয়োধিজল।

মন— একি! একি!
ব্রহ্মাণ্ডের কোন চিহ্ন না পাই দেখিতে।
উর্দ্ধে, অধে, সম্মুখে, পশ্চাতে
শুধু বারি—শুধু বারি।
হরি হরি!
কোথায় লুকালো বিশ্ব, খুঁজিয়া না পাই।
অনন্ত অনন্ত বারি রাশি
ছুটিয়াছে তীব্রবেগে, গভীর হুঙ্কারে।
দিক দেশ ঊর্দ্ধ অধ কিছুই
নির্ণয় করিতে নারি, ঐ ঐ
প্রবল তরঙ্গ আসে
ডুবাতে আমারে।
সখে সখে রক্ষ মোর প্রাণ।

জীবাত্মা ভয় নাই, শরণ লয়েছ যাঁহার
তিনিই সযতনে সবাকারে
অনুক্ষণ করেন রক্ষণ।
সখে, এমন প্রলয় আর
কভু কি ক'রেছ দর্শন তুমি?

মন— না সখে, জগতের
এই শেষ পরিণাম।

কোন চিহ্ন নাহিক তাহার।
হেরিতেছি আমি
সীমাশূণ্য কারণ সলিল
আব শুনি শুধু প্রলয়ের ভীম হুহুঙ্কার

জীবাত্মা— জলও মিশায়ে যাবে
অনল মাঝারে, মরুতের
মাঝে অগ্নি আপনা হারাবে
বাতাসও মিশে যাবে
আকাশের মাঝে, তন্মাত্র সহ
পঞ্চভূত মিশিবে তামস
অহঙ্কারে। রাজস অহঙ্কারে
মিশে যাবে ইন্দ্রিয় নিচয়।
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবদল
মিশাবে সাত্বিক অহঙ্কারে।
অহংতত্ত্ব মিশে যাবে
মহত্তত্ত্ব মাঝে, মহৎও
মিশায়ে যাবে প্রকৃতির সাথে।
ধীরে ধীরে প্রকৃতি সুন্দরী
পরম পুরুষে করি আলিঙ্গন
ভুলিবেন অস্তিত্ব আপন।
সে মহাপ্রলয়ে রহিবেন শুধু
মায়ার অতীত অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়
অবাঙ্‌মনসোগোচর নির্গুণ, নির্ব্বিকার,
নিরাকার, অপরিচ্ছিন্ন বিরাট্ মহান্।

মন— দেখ সখে, দেখ সখে
যেন কোন আনন্দ রাজ্যের
পেয়েছি সন্ধান! যেন একদিন সে রাজ্যের

ছিনু আমি রাজ্যেশ্বর।
ওই যা—সব হইনু বিস্মৃত।
আচ্ছা—বল তারপর।

জীবাত্মা— নেহার সম্মুখে তব
ক্ষীরোদ সাগর।

মন— আহা মরি মরি
কি সুন্দর কি মনোহর
ক্ষীর-পয়োনিধি!
শান্ত, স্তব্ধ নাহিক তরঙ্গ,
যেন শুদ্ধ সত্ত্বগুণ, ধরিয়া সাগর—
রূপ বিরাজে হেথায়।
শুনিযাছি লোকমুখে অনন্ত শয়নে
থাকেন মাধব।
সখে! পাবনা কি দর্শন তাঁহার?

জীবাত্মা— নেহার সম্মুখে তব
ভক্তবর অনন্ত নাগেরে।

মন— আহা! কি মাধুরী হেরি
অনন্তের। সহস্র শিরেতে,
ঐ ঝলকিছে রতন নিচয়
ক্ষীরোদের প্রতিবিম্ব পড়িয়া মণিতে
হ'য়েছে অপূর্ব্ব শোভা।

জীবাত্মা— হের সখে!
অনন্তের ভোগতল্পে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ

করেন বিশ্রাম, আর
কমলা, কমলকরে
সুকোমল চরণযুগল তাঁর
সেবিছেন আনন্দিত মনে।
নারায়ণ শিরে, অনন্তের
শির সমুদয়, ছত্র সম
শোভে মনোরম। হের ওই
কমলার প্রতিচ্ছবি পড়িয়া
তাহার শিরোমণি পরে
সহস্র কমলারূপ করেছে ধারণ।

মন— নারায়ণ! নারায়ণ!
এতদিনে দিলে দরশন
প্রভো দয়াময়! বারেকের তরে-
করুণা নয়নে
কর বিলোকন! মরি মরি
কি রূপ মাধুরী,
যাও ডুবে এ রূপ সাগরে
চিরতরে মানস আমার।
দীননাথ! দাও দাও মোরে—
সেবা অধিকার।
দুর্গতিনাশন! পাতকীপাবন!
আর দূরে দূর ক'রে
দিও না প্রাণেশ! মাধবপ্রিয়া
জননী আমার, তোর ওই
চরণের পাশে, দে গো স্থান
মোরে; আমিও তোর মত
সেবা করি চরণকমল। সখে
মাধব নীরব কেন?

জীবাত্মা— হয়োনা চঞ্চল সখে !
হবেনা অপূর্ণ তব
মনের বাসনা
অবশ্যই হবে ধন্য সেবিয়া
চরণ তাঁহার।
হের ঐই ক্ষীরোদের তীর।

মন— কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ সখে !
জ্যোতির মাঝারে হেরি
শ্বেতকায় দেবতাবতনে।
অঙ্গের কিরণে নাশিয়া আঁধার
বসি বৃষোপরে অবিরাম পঞ্চমুখে
গাহিছেন রাম নাম
কে উনি পুরুষ প্রধান ?

জীবাত্মা— উনি দেবদেব মহেশ্বর,
রাম নামে আপনহারা
ক্ষেপা, ভোলা, হর
শ্মশানে মশানে ভূতগণ—
সাথে, বাজায়ে ডমরু
পঞ্চমুখে রাম নাম
গাহেন নিয়ত। শুন সখে !
ডমরুর ধ্বনি সহ
সুমধুর রাম নাম গান।

মন— মরি মরি মরি মধুর মধুর
রাম রাম রাম রাম রাম।

জীবাত্মা— ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, অনিল, অনল,
বরুণ, কুবের, আদি

দেবতানিকর; এসেছেন
ক্ষীরোদ সাগর তীরে
জানাইতে নারায়ণে
জগত পীড়ন। ঐ শুন
ব্রহ্মার স্তুতিবাণী।

ব্রহ্মা— হে নাথ!
মুক্তি লভিবার তরে মুমুক্ষু সকল
হৃদয় কমল দলে
যে চরণ করেন স্মরণ,
আজি মন-প্রাণ-বুদ্ধি
ইন্দ্রিয়গণের সহ
সে চরণে করি কোটি
কোটি নমস্কার। গুণময়ী
মায়ার আশ্রয়ে, করিতেছ
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, নাশ।
কিন্তু তুমি নাহি হও
লিপ্ত তাহে কভু।
সেরূপ লভে না শুদ্ধি
দুষ্টজনগণ দান অধ্যয়ন আদি
কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান
যেমন হয় শুদ্ধ
তব গুণ গানে সদা অবহিত জন
কমলা হ'তেও সমধিক প্রীতি তব
একান্ত শরণাগতে,
এ কারণ জ্ঞানী সমুদয়
তব চরণ যুগলে
ভক্তিই করেন কামনা।
হে নাথ। ওই নলিন চরণে

যেন সদা ভক্তি থাকে মোর।
কায়মনোবাক্যে করি
ইহাই প্রার্থনা।
সংসার ব্যাধি-পীড়িতের
ভক্তিই একমাত্র মহারসায়ন।

নারায়ণ— কিবা প্রযোজনে দেববৃন্দ সহ
আসিয়াছ পদ্মাসন? .
বল, কোন্ কার্য্য করিব
সাধন তোমা সবাকার?

ব্রহ্মা— হে প্রভো! জান তুমি সব,
তথাপি তোমার আদেশ
শিরে করিয়া ধারণ নিবেদি চরণে,
দেবতার মরম বেদনা।
বিশ্রবাতনয়, রক্ষোপতি রাবণের
ঘোর অত্যাচারে,
হইয়াছে আকুল সংসার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে
করিতেছে মহা উৎপীড়ন।
নিদারুণ দুর্দ্দশা ভোগ
করিছেন দেবতা নিকর।
যাগযজ্ঞশূন্য এবে হয়েছে ধরণী।
মুনি ঋষিগণে করে
শত অপমান, রমণীর
নাহিক দুর্গতির সীমা,
পতি কোল হ'তে ল'য়ে যায়
কাড়িয়া কামিনীগণে।
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে দিয়াছিনু বর,

দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নাগগণ
কেহ না পারিবে করিতে সংহার।
মানুষের করে তার হইবে মরণ,
ইহাই বিধান মোর।
রাবণ ও কুম্ভকর্ণ,
বৈকুণ্ঠের দ্বারী তব জয় ও বিজয়,
তুমি বিনা আর কেহ
নারিবে নাশিতে তাদের।
ধরিয়া মানুষ রূপ,
কর বধ দুষ্ট দশাননে।
নচেৎ রবে না নাথ
তোমার সাধের ধর্ম্ম সংসার মাঝারে।

নারায়ণ— যাও হে দেবতাবৃন্দ,
অচিরে নরকায় করিয়া গ্রহণ
বিনাশিব সেই সে রাবণে।
কশ্যপের তপে তুষ্ট হয়ে
দিয়াছিনু বর, হইব তনয় তোমার।
সূর্য্যবংশে দশরথ রূপে
কশ্যপ ল'য়েছে জনম। তাঁরি গৃহে
কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রার গর্ভে
চারি অংশে হ'য়ে অবতীর্ণ
পূরাব বাসনা সবাকার।
যোগমায়া সীতারূপে
জনক নিলয়ে হইবেন আবির্ভূতা।
শ্রবণ-মঙ্গল লীলাকথা মোর
শ্রবণে মননে ভক্তগণ
লভিবে পরমা শান্তি।
লঘুপায়ে জীবদল পাইবে নিস্তার।

ব্রহ্মা— স্বরগণ! প্রভুর সহায় তরে
হও সবে অবতীর্ণ বানর রূপেতে

দেবগণ— যথা আজ্ঞা প্রভো।

নারায়ণ— কমলা! শুনিলে সব?
সীতারূপে মরত মাঝারে
হয়ে অবতীর্ণা—

কমলা— কাঁদিতে হইবে শুধু
রাম রাম রবে,
এই ত?

নারায়ণ— তাই বটে দেবি।

কমলা— আমার রোদনে যদি
ঘুচে মোর তনয়গণের
অপার বেদনা, একজন্ম কেন,
শতজন্ম পারি কাঁদিবারে।
নিরখিয়া বাছাদের মলিন বয়ান,
ফেটে যায় বক্ষ মোর,
আমি যে জননী তাদের।
রাম রাম রবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
দেখাইব সবাকারে
সরল পথের সন্ধান।
বৎসগণ! আর না কর ক্রন্দন,
অচিরেই দূর হবে
ব্যথা সবাকার।

মন— সখে! সখে! একি হোলো!
কৈ কৈ জননী আমার?

কোথায় দেব্‌তাগণ, কোথা নারায়ণ !
একি দৃশ্য দেখালে সুহৃদ ?
ডুবাইয়া রাখ মোরে
এ আনন্দ মহা পারাবারে।

জীবাত্মা— ভয় কি সখে,
শুনিলে ত জননীর অভয় আশ্বাস ?
হেলায় শ্রদ্ধায় শুধু বল রাম রাম।
এস মোর সাথে।

—(*)—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

রাবণ সভায় দশরথ

(আনন্দ রামায়ণ সার কাণ্ড ১ম অধ্যায়ের ভাবালম্বনে)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!
উত্তালতরঙ্গপূর্ণ সাগর সলিলে,
কাষ্ঠ খণ্ড করিয়া আশ্রয়,
চলেছে ভাসিয়া
রাজা দশরথ আর সুমন্ত্র সারথি।

মন ও কে! পেটিকা এক
তিমিঙ্গিল মৎস্য মুখে
করিছে অর্পণ?

জীবাত্মা— নহেক সামান্য জন,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল যার ভয়ে
সদা কম্পমান্,
ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ যাহার কিঙ্কর;
ওই সেই দশানন
কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা দেবীরে,
বন্দি করি পেটিকা মাঝারে,
সমর্পিল তিমিঙ্গিল মুখে।

মন— কেন সখে?

জীবাত্মা— হের স্বর্ণলঙ্কাপুরী
মাঝে, রাবণের সভাগৃহ।
অচিরে সকল রহস্য
হইবে প্রকাশ।

লঙ্কাপুরী—রাজসভা

সিংহাসনে সমাসীন রাবণ, অন্যান্য সভাসদগণ ও ব্রহ্মা

রাবণ—(ব্রহ্মার প্রতি) দেব! আপনার বিধান অখণ্ডনীয়; ইহা সাধারণের ধারণা; বস্তুতঃ এ ধারণা অলীক। পুরুষার্থ প্রয়োগের দ্বারা আপনার বিধিও লঙ্ঘন ক'রতে পারা যায়।

ব্রহ্মা—এ কথা কেন ব'ল্‌ছ রাবণ? আমার বিধান অন্যথা কর্‌তে পারে এমন সাধ্য তো কারও নাই।

রাবণ—অপরের না থাক্‌লেও রাবণের আছে। রাবণ স্বতন্ত্র পুরুষ, তার কাছে বিধাতার বিধানও চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল।

ব্রহ্মা—আমার কোন্ বিধান তুমি খণ্ডন ক'রেছ বৎস?

রাবণ—সে দিন আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর কারও হস্তে যখন আমার মরণ নাই, তখন আমি অমর। নর-বানর তো আমাদের ভক্ষ্য, কৌশলে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে আমি অমর হ'য়েছি; আপনি বল্‌লেন না রাবণ, 'মানুষই' তোমাকে বিনাশ করবে। আমি বল্‌লাম, কে সে? কার পুত্র? আপনি বল্‌লেন, অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ কোশল-রাজকন্যা কৌশল্যাকে বিবাহ করবেন। কৌশল্যার গর্ভে 'রাম' নামে একটী পুত্র জন্মাবে, সেই রাম আমায় সংহার কর্‌বে। আমি আপনার কথা শুনে অযোধ্যায় গমন ক'রে দেখলাম, যুবক দশরথ সরযূতে নৌকার উপর অবস্থান কর্‌ছে। পাঁচদিন পরেই কোশল রাজকন্যার সহিত তার বিবাহ

হবে। রাজ্যে আনন্দোৎসব চল্‌ছে। আমি যুদ্ধ ক'রে সকলকে পরাস্ত কর্‌লাম। দশরথ সরযূ সলিলে নিমজ্জিত হ'য়ে গেছে; তাকে দেখতে পেলাম না। তারপর কোশলদেশে এসে কোশল রাজকন্যাকে হরণ ক'রে পেটিকা বদ্ধ করত এক তিমিঙ্গিল মৎস্যের মুখে দিয়ে এলাম। তাই বল্‌ছিলাম, লোক-পিতামহ! আপনার বিধানের আমার উপর প্রভুত্ব কর্‌বার শক্তি নাই, আমি আপনার বিধানেরও বিধাতা।

ব্রহ্মা—ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।

রাবণ—এ কি! সহসা আপনি পুণ্যাহ বাচন ক'র্‌ছেন কেন?

ব্রহ্মা—গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হচ্ছে।

রাবণ—কার? কোথায়?

ব্রহ্মা—পেটিকার মধ্যে রাজা দশরথের সহিত কৌশল্যা দেবীর গন্ধর্ব্ব বিবাহ হ'চ্ছে, তাই পুণ্যাহ বাচন কর্‌ছি।

রাবণ—সে কি! সে কি! রাজা দশরথ ও কৌশল্যা তো ইহজগতে নাই, আমি যে উভয়কে বিনষ্ট ক'রেছি।

ব্রহ্মা—কেহই বিনষ্ট হয় নাই রাবণ! দশরথ ও সুমন্ত্র এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন ক'রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সমুদ্র মধ্যে যে দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন, সেই দ্বীপে তোমার কৌশল্যা পূরিত পেটিকা গ্রাহক তিমিঙ্গিল পেটিকা রেখে অন্য প্রতিপক্ষ তিমিঙ্গিলের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, ইত্যবসরে দশরথ ও সুমন্ত্র সেই পেটিকা উদ্ঘাটন ক'রে তাতে কৌশল্যাকে দেখ্‌তে পান, সেই পেটিকা মধ্যে দশরথের সহিত কৌশল্যার গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হচ্ছে। ওই দ্বীপে ওইভাবে তাঁদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হবে ইহা আমার বিধান, তুমি রামজননী কৌশল্যাকে বহন ক'রে আন্‌বে এও আমারই বিধান, বুঝলে রাবণ?

রাবণ—আপনি অসম্ভব কথা বল্‌ছেন!

ব্রহ্মা—আমার বিধানে সম্ভব অসম্ভব কিছু নাই, সকলই সম্ভব, আবার সকলই অসম্ভব, ইচ্ছা কর্‌লে আমার কথার পরীক্ষা কর্‌তে পার।

রাবণ—উত্তম—নিকুম্ভ! তুমি সত্বর, দ্বীপ হ'তে সেই পেটিকা ল'য়ে এসো।

নিকুম্ভ—আর্য্য! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (গমন)

রাবণ—দেব! আপনার এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছি না, কোথায় সরযূ আর কোথায় সমুদ্র। কি ক'রে এরূপ যোগাযোগ হ'তে পারে? পিতামহ! আপনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন—বোধ হয়—

ব্রহ্মা—বেশ ত, একটু অপেক্ষা কর, এখনি সব সংশয় দূর হবে।

রাবণ—অসম্ভব, অসম্ভব।

(নিকুম্ভ পেটিকা মস্তকে লইয়া প্রবেশ করিয়া স্থাপন করিল)
(পেটিকা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে দশরথ প্রভৃতিকে দেখিয়া চমকিতভাবে)

এ কি! এ কি! সত্যই তো! সত্যই তো! দশরথ কৌশল্যা। এ কি আশ্চর্য্য!

(দশরথ, কৌশল্যা, সুমন্ত্র উত্থিতহইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন)

রাবণ—দেখি এবার কে রক্ষা করে! (অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক আঘাত উদ্যোগ)।

ব্রহ্মা—সাবধান রাবণ! (রাবণ তদবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল)। তুমি এদের কেশাগ্র স্পর্শ ক'রো না! একজনকে পেটিকায় রেখেছিলে তিনজন হ'য়েছে, এখনি শত শত, সহস্র সহস্র লোক এই পেটিকা হ'তে বে'র হবে। এই মুহূর্ত্তেই রাম জন্মগ্রহণ ক'রে তোমায় ধ্বংস কর্‌বেন।

রাবণ—(ম্লান মুখে ব্রহ্মার মুখ পানে চাহিয়া অসি কোষবদ্ধ করিল)।

ব্রহ্মা - এখনও কিছুদিন যদি জীবিত থাকতে চাও, নবদম্পতিকে সসম্মানে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দাও।

রাবণ—কুম্ভ! তুমি পিতামহের আজ্ঞা পালন কর।

কুম্ভ—যথা আজ্ঞা, (দশরথের প্রতি) আপনারা উপবেশন করুন, আমি অযোধ্যায় ল'য়ে যাবো।

(দশরথ প্রভৃতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করত উপবেশন করিলেন, কুম্ভ পেটিকা মস্তকে করিল)।

জীবাত্মা— হের সখে! মহামানী
রাবণের আঁখি দুটি করে ছল্‌ছল্‌
ম্লান মুখে অধোদৃষ্টি করি আছে দশানন;
নীরব সভাসদগণ।
মৃদু মৃদু হাসিছেন প্রজাপতি।
হেন অপমান কভু
হয় নাই লঙ্কেশ্বর।

মন— সখে, এ অপূর্ব্ব ঘটনা
হেরিয়া হয়েছি বিস্ময়ে আকুল।
চল, চল, ল'য়ে চল সাকেতনগরে।

—[*]—

কথা-রামায়ণ

আদিকাণ্ড।

শনির নিকট দশরথের বরলাভ।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন।

জীবাত্মা— হের সখে। সূর্য্য
চন্দ্র পথ করি অতিক্রম
হ'যে উপনীত নক্ষত্রমণ্ডলে,
শরাসনে বাণ করিয়া সন্ধান
করিছেন শনৈশ্চরে উপদ্রুত
রাজা দশরথ।

মন— কেন সখে?

জীবাত্মা- বলেছেন দৈবজ্ঞগণ রাজা
দশরথে। রবির তনয়
সত্বর করিবেন রোহিনী
শকট ভেদ, তাহে দ্বাদশবর্ষ
ব্যাপী অনাবৃষ্টি হইবে ভীষণ,
দুর্ভিক্ষের মহানলে
মানবকুল হয়ে যাবে ভস্মীভূত।
জলবিন্দু না রবে ধরায়।
তাই—দৃঢ়করে ধরি ধনুর্ব্বাণ
এসেছেন নরপতি
বাধা প্রদানিতে শনৈশ্চরে।

মন— আশ্চর্য্য ব্যাপার!

নক্ষত্রমণ্ডল

(ধনুকে শর সন্ধান করিয়া দশরথ অবস্থান করিতেছেন,
অদূরে শনৈশ্চর)

দশরথ— হে শনৈশ্চর! সম্প্রতি
কর পবিহার তুমি রোহিনী পথ।
অন্যথায় শানিত শরাঘাতে
যমালয়ে করিব প্রেরণ।

শনি— হে মহাভাগ! তুমি কোনজন,
সুরাসুরগণ যেই পথ
রোধিতে অক্ষম,
সেই মার্গ মোর, করি রুদ্ধ
কহিতেছ গর্ব্বিত বচন,
দেহ পরিচয়।

দশরথ— সূর্য্যবংশে জন্ম মোর
অজের নন্দন, নাম দশরথ।
শমনে শমনালয়ে
প্রেরিতে সক্ষম আমি।

শনি— হে রাজন!
নাহিক সম্বন্ধ কোনো তব সাথে মোর,
কিবা হেতু আসিয়াছ রোধিবারে পথ?

দশরথ— দৈবজ্ঞগণ কহিলেন মোরে
রোহিনী শকটভেদ
এবে করিবেন শনৈশ্চর।
তার ফলে—দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর
অনাবৃষ্টি হইবে ধরায়।
অন্নশূন্য অবনীমণ্ডলে

ক্ষুধায় কাতর জনগণ
ত্যজিবে পরাণ।
সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে।
অগ্নিষ্টোম আদি যাগযজ্ঞ
হইবে বিলুপ্ত
কিছু না রহিবে আর।
করিয়া শ্রবণ সেই বাণী
ক্রোধভরে করিয়াছি পথরোধ তব।

শনি— পুত্র।
পরম সন্তুষ্ট আমি বীরত্বে তোমার।
যেরূপ সাহস তুমি দেখালে ভূপতি।
সুরাসুর নর
কেহ পারে নাই দেখাইতে তাহা।
দৃষ্টিতে আমার পাছে হয় লোকক্ষয়
তাই কভু আমি
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি না করি নিক্ষেপ।
জনম গ্রহণ মাত্র
মোর বিলোকনে দগ্ধ হ'ল
জনকের চরণ যুগল। সে কারণে
কহিলেন জননী আমারে
কিছু আর হেরিওনা প্রাণাধিক।
রক্ষিবারে প্রজাকুলে
যে দুষ্কর কার্য্য তুমি ক'রেছ সাধন,
তাহে অতি প্রীত আমি।
শত যুগান্তরেও রোহিনী ভেদ
না করিব ভূপাল।
বর মাগ নরপতি
হ'লেও দুর্লভ, তাহা দিব হে তোমায়।

দশরথ— নমঃ কৃষ্ণায় নীলায় শিতিকণ্ঠ নিভায় চ।
নমঃ পরুষগাত্রায় স্থূলরোম্নে নমোনমঃ॥
নমঃ নীলমণিগ্রীব নীলোৎপল নিভায় চ
নমো নিত্যং ক্ষুধার্ত্তায় হ্যতৃপ্তায় নমোনমঃ॥
নমঃ কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তায় নমোনমঃ।
নমো ঘোরায় রুদ্রায় ভীষণায় করালিনে॥
নমস্তে সর্ব্বভক্ষায় বলীমুখ নমোঽস্তুতে।
সূর্য্যপুত্র নমস্তেঽস্তু কাশ্যপায় নমোনমঃ॥
নমো মন্দগতে তুভ্যং কৃষ্ণবর্ণ নমোঽস্তুতে।
তপসা দগ্ধদেহায় নিত্যং যোগরতায় চ॥
জ্ঞাননেত্র নমস্তেঽস্তু কাশ্যপাত্মজ সূনবে।
তুষ্টো দদাসি রাজ্যং চ রুষ্টো হরসি তৎক্ষণাৎ।
দেবাসুর মনুষ্যাশ্চ পশুপক্ষী মহোরগাঃ।
ত্বয়া বিলোকিতাঃ সর্ব্বে দৈন্যমাশু ব্রজন্তিতে॥
শক্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সপ্ততারকাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ভবন্ত্যেতে ত্বয়া দৃষ্টি বিলোকিতাঃ॥
দেশাশ্চ নগরা গ্রামা দ্বীপাশ্চৈব দ্রুমাস্তথা।
ত্বয়া বিলোকিতাশ্চৈব বিনাশং যান্তি মূলতঃ॥
প্রসাদ কুরু মে সৌরি বরার্থং ত্বামুপাগতঃ॥

শনি— লহ রে নরবর
বাঞ্ছিত তোমার।

দশরথ— দেব! আপনি প্রসন্ন মোরে
এই ত পরম বর।

শনি— তথাপি অপর বর
মাগহ রাজন্!

দশরথ— জগৎ কল্যাণ তরে প্রার্থনা আমার—
শনিবারে যেই জন তৈল করিবে

মর্দ্দন, তাঁরে তুমি নাহি পীড়া
করিবে প্রদান।
সম্বৎসর তব দিনে
তিল ও লৌহ প্রদাতা জনে
অতি সঙ্কটেতে করিবে রক্ষণ।
গোচরে থাকিয়া যবে
দিবে পীড়া নবগণে,
সেই কালে তিল ও সমিধ
হোম তোমার বাসরে করিলে
অনুষ্ঠান, সার্দ্ধ সপ্তবৎসর
রক্ষিবে তাহারে।

শনি— তথাস্তু হে রাজন্।
তোমার আমার সংবাদ
করিলে শ্রবণ পঠন
মৎকৃতা বাধা নাহি রবে মানবের।

দশরথ— কৃতার্থ হইল দাস।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!
আনন্দিত মনে চ'লেছেন দশরথ
অযোধ্যানগরে।

মন— হেন শক্তিমান জন হেরি নাই আমি।
বাহুবলে প্রসন্ন করিলা শনৈশ্চরে।

—[০]—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

ইন্দ্র সভায় দশরথ

(স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ৯৬ অধ্যায়ের ভাবাবলম্বনে)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, আপন আসন,
বাসব আদেশে অভ্যুক্ষিত হেবি
রোষভরে রাজা দশরথ
প্রবেশিলা ইন্দ্রের সভায়।

মন— কি কারণ সখে ?

জীবাত্মা— শনি ও দশরথের অদ্ভুত বৃত্তান্ত
করিয়া শ্রবণ, সুরপতি প্রীতমনে
দশরথ পাশে করি আগমন,
বরদানে হইলে উদ্যত,
অবিচ্ছিন্ন মৈত্রীবর মাগিলা নৃপতি।
তথাস্তু বলিলেন দেবরাজ।
তদবধি সন্ধ্যাবিধি সমাপিয়া
নিত্য সুরপুরে, যাইতেন
অযোধ্যা ঈশ্বর। নৃত্যগীত
মহর্ষিগণের উপদেশ
দর্শন শ্রবণ করি
প্রত্যাবৃত্ত হইতেন আপন নগরে।
অনন্তর ইন্দ্রের আদেশে
আসন তাঁহার হইত সিঞ্চিত।

দেবর্ষি নারদ এ সংবাদ
দিয়াছেন দশরথে। তাই
অন্তরাল হ'তে হেরিয়া রাজন
এসেছেন দেবসভা মাঝে।

সুরপুরী—ইন্দ্রের সভা

ইন্দ্র ও সভাসদগণ

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ— কোন অপরাধে অপরাধী
আমি সুররাজ?
কেন মোর আসন হয়
অভ্যর্থিত তোমার আদেশে?
যদি নাই ব্রাহ্মণ মণ্ডলী,
দ্বিজ শাসন বিলুপ্ত হয় নাই
রাজ্য হ'তে মোর।
ব্রাহ্মণের নিন্দা কভু করেনি রসনা।
হেরিয়া সমর ক্ষেত্রে অরাতি নিকরে,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন আমি করি নাই কভু।
অরির বীরত্ব হেরি,
করি নাই, দেবরাজ
দৈন্য বিজ্ঞাপন।
আমার রাজত্বে প্রবলে কি
অত্যাচার করে দুর্ব্বলের প্রতি?
বঞ্চক ও চৌরদল করে কিহে
প্রজার বিত্ত অপহরণ?
বর্ণ সঙ্কর হ'য়েছে কি
রাজ্যেতে আমার?

দুর্জ্জনের বাক্যে কিহে
দণ্ডিত হন সজ্জন সকল ?
অথবা ভীত ত্রস্ত শরণাগতে
কখনও কি ত্যজিয়াছি আমি ?
কভু কি কাহারো পৃষ্ঠমাংস ক'রেছি ভক্ষণ ?
দান করি মহাত্মা ব্রাহ্মণে
ল'য়েছি কি ফিরায়ে কোন দিন
অথবা করিয়াছি অনুতাপ ?
দীন ও অনাথগণ আমার শাসনে
দিবানিশি করে কিহে অশ্রু বিমোচন ?
দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম
বিধিহীন ভাবে
হয় কিহে অনুষ্ঠিত মোর,
কিম্বা হইয়াছে বিলুপ্ত করম নিকর ?
বল, বল সুরপতি !
কেন আসন আমার
হয় নিতই সিঞ্চিত ?
স্বেচ্ছায় সম্মান প্রদানি,
কেন কর অপমান, ত্রিদিব ঈশ্বর ?
বল, বল দেব !
কোন পাপে পাপী আমি ?

ইন্দ্র— মহীপাল ! নাহি তব
দেহে, রাষ্ট্রে, বংশে কোন
পাপ ; তোমার গৃহে
কিম্বা ভৃত্যবর্গে
নাহিক দুরিত লেশ ।
তথাপি আসন সিঞ্চন কারণ,

শুন নরবর !
পুত্রহীনের নাহি কোন গতি,
স্বর্গেতে বঞ্চিত হয় পুত্রহীন জন।
পিতৃঋণগ্রস্ত নর
দ্বেষ্যভাব প্রাপ্ত হয় দেবতার।
তার দ্বেষ পিতৃগণ করেন নিযত।
নেহারি তনয় আনন,
পিতৃঋণে মুক্ত হয় মানব নিকর।
অপুত্রক তুমি নরপতি।
সে কারণ আসন তোমার প্রতিদিন
হয় অভ্যুক্ষিত।
পুন্নাম নরক হ'তে তারিতে আত্মায়
আর উত্তম গতি লভিবারে,
থাকে যদি তব অভিলাষ,
পুত্র লাভে করহ যতন।
তপস্যার অসাধ্য কিছু,
নাহিক অবনীমণ্ডলে।
কঠোর তপস্যার কর অনুষ্ঠান।
অবশ্যই তনয় রতনে লভিবে ভূপতি।

দশরথ— (নত বদনে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন)
হে সহস্রলোচন !
বিদায় মোরে করহ প্রদান,
ত্যজিয়া অমরাবতী চলিলাম আমি।
কভু যদি পুত্রধন দেন মহেশ্বর,
আসিব আবার সুরপুরে,
নচেৎ এ বিদায়, চির বিদায় মোর
শুন সুরপতি।

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— হের সখে!
মলিন বদনে, দুঃখিত অন্তরে
চলেছেন দশরথ ত্যজিয়া ত্রিদিব।
এ বিষাদ যোগে রাজা
লভিবেন, যোগীর আরাধ্যনিধি
তনয় রূপেতে।

মন— হরিষ আনিতে পারে বিষাদ মহান্।
নমি শত শত বার বিষাদ চরণে।

—[০]—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

দশরথের বরলাভ

(ভবিষ্যপুবাণ, শিবপুবাণ, রুদ্রোপনিষদাদি অবলম্বনে)

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— হেব সখে !
পুত্র কামনায ওই বাজা দশবথ
কৌশল্যা দেবীর সনে
পূজিছেন উমা মহেশ্ববে ।

মন— কঠিন তপস্যা বত হেবি নবববে,
অবিলম্বে মনোবথ হইবে পূবণ,
নাহিক সংশয ।

অযোধ্যা— শিব মন্দির

(শিবদুর্গা পূজারত দশবথ ও কৌশল্যা)

শিবভক্তগণেব গীত

হর হর দুঃখ, হব,
হৈমবতী মনোহর ,
ভকত জীবন দেব শশাঙ্কশেখব ।
পরশুধারী ত্রিশূল করে,
ভগবান্ জাহ্নবী শিরে ,
বিভূতি ভূষিত কলেবর ॥

অস্থিমাল ফণিভূষণ
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন ;
প্রাণ হরির নিবেদন ;
অন্তে স্থান দিও হে শঙ্কর ॥

(গমন)

দশরথ- হে শঙ্কর আশুতোষ
নাম তব, করিয়া শ্রবণ,
ল'য়েছি আশ্রয় পদে,
কৃপানেত্রে হের মহেশ্বর।
হে বৃষধ্বজ! সেবিয়া চরণ তব,
ব্যর্থ মনোরথ হয় নাই কেহ কভু ;
পুরাও বাসনা মোর মঙ্গল নিদান।
পুত্র কামনায় দেব কাতর পরাণে
ডাকি তারস্বরে, ব্যোমকেশ ;
জলপিণ্ড লোপের শঙ্কায়,
সতত আকুল আমি।
দাও দরশন দেব!
হায় দেবি! অভাগার ভাগ্যদোষে
বিমুখ দেবতা।

কৌশল্যা— নাথ, শুনেছি শ্রীমুখে তব,
একাগ্র হৃদয়ে
যেই জন ডাকে মহেশ্বরে,
সেই ভাগ্যবান্ লভয়ে দর্শন।
পুত্র কামনা হৃদয় হইতে
সমূলে দিয়া বিসর্জ্জন,
শুধু দরশন আশে, করুন আহ্বান।

দশরথ— দাও দেবি, সচন্দন বিল্বদল।

অষ্টোত্তর সহস্র বিল্বপত্রে
করিয়া পূজন, জপিব
শিবদুর্গা মহামন্ত্র দরশন আশে।

কৌশল্যা — করুন পূজন প্রভো।

দশরথ — (শিবপূজা করনান্তর এক একটি বিল্বপত্র দান করিতে লাগিলেন)

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান
মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা মৃতাৎ স্বাহা॥

(বিল্বপত্র দান শেষ হইল)

হে শঙ্কর প্রসন্নো ভব।
প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো,
প্রপন্নোঽহং প্রপন্নোঽহং প্রপন্নোঽহং,
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো প্রসীদ।

(দশরথ কৃতাঞ্জলি)

ও শ্রীরুদ্র রুদ্র রুদ্রেতি যস্তং ব্রূয়াদ বিচক্ষণ।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্ব দেবস্য সর্ব্ব পাপে প্রমুচ্যতে॥
ও রুদ্রো নর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমোনম।
রুদ্রো ব্রহ্মা উমা বাণী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো বিষ্ণু উমা লক্ষ্মী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্র সূর্য্য উমা ছায়া তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্র সোম উমা তারা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো দিবা উমা রাত্রি স্তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রো যজ্ঞ উমা বেদি স্তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো বহ্নি উমা স্বাহা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥

রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো বৃক্ষ উমা বল্লী তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্রো গন্ধ উমা পুষ্পং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥
রুদ্রোঽর্থ অক্ষরঃ সোমা তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ।
রুদ্র লিঙ্গমুমাপীঠং তস্মৈ তস্যৈ নমোনমঃ॥

(প্রণাম করিলেন)

(উভয়ে একাগ্র মানসে শিবদুর্গা মন্ত্র জপ করিতে করিতে সমাধি লাভ করিলেন)

শিবলিঙ্গে শিবদুর্গার আবির্ভাব

শিব— পরম সন্তুষ্ট আমি তপস্যায় তব,
লহ বর ভকত প্রধান।

[দশরথ ও কৌশল্যা গলদশ্রু লোচনে প্রণাম করিলেন]

দশরথ বিশ্বেশ্বরং শম্ভুমশেষ সত্ত্ব
মহীশভূষং পুরুষং পরেশং।
শ্রীশৈলজা সেবিত সংস্বরূপং
শ্রিয়াশুতোষং শিবসা নমামি॥১॥

অসঙ্গ সঙ্গং বরতাঙ্গ রাগং
গঙ্গোত্তমাঙ্গং স্বপিশাচ সঙ্গং।
সদা ত্রিভঙ্গার্পিত মানসাঙ্গং
শ্রিয়াশুতোষং শিবসা নমামি॥২॥

ববম্ ববম্ বম্ বদনে বদন্তং
নৃত্যন্তমুন্মত্তমিব তাণ্ডবন্তং।
মুদা চরন্তং পিতৃকাননান্তং
শ্রিয়াশুতোষং শিবসা নমামি॥৩॥

সিদ্ধেশ্বরং সিদ্ধি নিষেবিতাঙ্ঘ্রিং
যোগীন্দ্র বৃন্দৈরভিবন্দ্য মানং।
বন্দারুমন্দার পদারবিন্দং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥৪॥

করে কপালং ডমরুং ত্রিশূলং
বক্ষঃস্থলালম্বিতমস্থিমালং।
শশাঙ্ক সংশোভি বিশাল ভালং
শ্রিযাশুতোষং শিরসা নমামি ॥৫॥

বিলম্বিত ব্যাল বপুর্বিশালং
ব্যাঘ্রাম্বরং চারু দিগম্বরং বা।
শ্রীশৈলজা সেবিত বাম ভাগং
শ্রিয়াশুতোষং শিরসা নমামি ॥৬॥

কিং কিং দুঃখং সকল জননি
ক্ষীযতে ন স্মৃতাযাং।
কা কা কীর্ত্তিঃ কুলকমলিনি
প্রাপ্যতে নার্চ্চিতায়াং ॥

কিং কিং সৌখ্যং সুরবরনুতে
প্রাপ্যতে নস্তুতাযাং।
কং কং যোগং ত্বয়ি ন তনুতে
চিত্তমালম্বিতায়াং ॥

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি নচাশ্রয়ামি।
ত্যক্ত্বা তদীয় চরণাম্বুজমাদরেণ
মাং ত্রাহি দেবি কৃপয়া ময়ি দেহি সিদ্ধিম্ ॥

হে শঙ্কর, অয়ি জননি আমি শুনেছি ঃ—

যথা শিব স্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥
চন্দ্র ন খলু ভাত্যেষ যথা চন্দ্রিকয়া বিনা।
ন ভাতি বিদ্যমানোঽপি তথা শক্ত্যা বিনাশিবঃ
প্রভয়া হি বিনা যদ্বদ্ ভানুরেষ ন বিদ্যতে।
প্রভা চ ভানুনা তেন সুতরাং তদপাশ্রয়া॥
এবং পরস্পরাপেক্ষা শক্তি শক্তিমতোস্থিতিঃ।
ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্ত্যা চ বিনাশিবঃ॥

এই চরাচর বিশ্ব আপনারা, আপনারাই বিশ্বব্যেপে অবস্থান কর্‌ছেন-

হে দেব আপনি পরমাত্মা	দেবী শক্তি।
আপনি সদাশিব	দেবী মনোন্মনী।
আপনি মহেশ্বর	দেবী মায়া।
আপনি পুরুষ	দেবী প্রকৃতি।
আপনি রুদ্র	দেবী রুদ্রাণী।
আপনি বিশ্বেশ্বর বিষ্ণু	দেবী বিশ্বেশ্বর-প্রিয়া লক্ষ্মী।
আপনি ব্রহ্মা	দেবী ব্রহ্মানী।
আপনি ভাস্কর	দেবী প্রভা।
আপনি ইন্দ্র	দেবী শচী।
আপনি অগ্নি	দেবী স্বাহা।
আপনি যম	দেবী যমপত্নী।
আপনি নির্ঋতি	দেবী নির্ঋতিপত্নী।
আপনি বরুণ	দেবী বরুণপত্নী।
আপনি যক্ষ	দেবী তৎপত্নী ঋদ্ধি।
আপনি বায়ু	দেবী বায়ুপত্নী।
আপনি চন্দ্র	দেবী রোহিনী।
আপনি ঈশান	দেবী ঈশানবল্লভা।

আপনি অনন্ত — দেবী অনন্তপ্রিয়া।
আপনি কালাগ্নি রুদ্র — দেবী কালী।
আপনি মনু — দেবী শতরূপা।
আপনি দক্ষ — দেবী প্রসূতি।
আপনি রুচি — দেবী আকূতি।
আপনি ভৃগু — দেবী খ্যাতি।
আপনি মরীচি — দেবী সন্তুতি।
আপনি অঙ্গিরা — দেবী অঙ্গিব-প্রিযাস্মৃতি
আপনি পুলস্ত্য — দেবী প্রীতি।
আপনি পুলহ — দেবী পুলহপত্নী।
আপনি ক্রতু — দেবী ক্রতুপত্নী।
আপনি অত্রি — দেবী অনসূয়া।
আপনি কশ্যপ — দেবী অদিতি॥

অধিক কি বল্‌বো 'পুরুষ' মাত্রেই আপনি এবং 'স্ত্রী' মাত্রেই দেবী অম্বিকা॥

হে দেব আপনি ভোক্তা — মা আমাব ভোগ সাধন বস্তু
আপনি শ্রোতা — মা আমাব শ্রোতব্য॥
আপনি স্প্রষ্টা — মা আমাব স্প্রষ্টব্য।
আপনি দ্রষ্টা — মা আমাব দ্রষ্টব্য।
আপনি আস্বাদক — মা আমার আস্বাদ্য বসাদি॥
আপনি প্রীত — মা আমাব প্রিযজনক।
আপনি মন্তা — মা আমাব মন্তব্য॥
আপনি বাহক — মা আমার বহনীয বস্তু॥
আপনি সকল প্রাণীর প্রাণ
মা আমার প্রাণীর প্রাণ স্থিতিব নিদানরূপ অম্বু॥
আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ — মা আমাব ক্ষেত্ররূপিণী।
আপনি অহঃ — মা আমার নিশা।

আপনি আকাশ — মা আমার পৃথিবী ॥
আপনি সমুদ্র — মা আমার বেলা।
আপনি বৃক্ষ — মা আমার লতা।
আপনি শব্দ সমূহ — মা আমার অর্থরূপিণী

ত্রিভুবনে অখিল পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ আপনারা ভিন্ন আর কিছু নয়, আমি আপনাদের শরণাগত, আমায় কৃপা করুন।

শিব— মনোমত বর মাগি, লহ নরবর।
আমার দর্শন কভু হবে না বিফল ॥

দশরথ— হে উমাপতে,
নেহারিয়া দোঁহাকার চরণ কমল,
কৃতার্থ কিঙ্কর।
আর কিছু নাহি চাই,
দৃঢ়া ভক্তি কর দান প্রভো।

শিব— তথাস্তু। শুন নরপতি,
পুত্র কামনায় সেবিয়াছ মোরে,
বংশ যজ্ঞ কর অনুষ্ঠান
অচিরে লভিবে তনয় রতন।
যাঁর নাম পঞ্চমুখে গাহি অবিরাম
সেই প্রাণারাম রাম মোর
উপলক্ষ্য করিয়া তোমায়
লীলা করিবার তরে
অবতীর্ণ হবেন ধরায়।
তাঁর লীলা কথা শ্রবণে কীর্ত্তনে,
অনায়াসে জীবকুল পাইবে নিস্তার।
বড় ভাগ্যবান তুমি নরেশ্বর ॥

দশরথ— কৃপাময় প্রভো, সকলি করুণা তব।
প্রণমি চরণে নাথ কোটি কোটি বার।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে।
হইলেন অন্তর্হিত পার্ব্বতী শঙ্কর।
আনন্দ বিষাদে ম্লান রাজা দশরথ।

মন— ঐ ঐ—
পঞ্চমুখে রাম নাম গাহিতে গাহিতে
যাইছেন আকাশ পথে পার্ব্বতী-রমণ
হে শঙ্কর।
দাও রামভক্তি এই অধম কিঙ্করে।

—[*]—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

শ্রীরামের জন্ম।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন।

জীবাত্মা— হের সখে! করি আলোকিত
স্মৃতি গৃহ ওই রূপের প্রভায়,
আবির্ভূত হইলেন রাম রঘুমণি।
অন্তরীক্ষ হ'তে যত দেবগণ
জয় জয় জয় রবে পুষ্পবৃষ্টি
করেন আনন্দে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী
তনয়ে হেরিয়া হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
শ্রীরাম জননী কহিছেন স্তুতিবাণী।

মন— আহা! হরিতে ধরার ভার,
ভক্তদলে করিতে উদ্ধার,
অযোধ্যাগগনে আজি,
হইলরে 'শ্রীরাম' 'চন্দ্রের' উদয়।
এ নীল চন্দ্রের আলোকে
আলোকিত হইবে ভুবন।
রাম নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে লীলাধ্যানে,
মানবের অজ্ঞান কলুষ আঁধার
যাবে চলে চিরদিন তরে।

অযোধ্যা—সূতিকাগৃহ

শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ ও যুক্তকরে কৌশল্যা

কৌশল্যা— হে শঙ্খ-চক্র গদাধর দেবদেব
প্রণমি চরণে তব।
পূর্ণ পরমাত্মা অচ্যুত অনন্ত
সত্তামাত্র অখণ্ড জ্ঞানময় তুমি,
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর,
কহেন তোমারে বেদবাদিগণ।
এ বিশ্বের সৃজন, পালন
লয় কর তুমি মায়ার আশ্রয়ে।
করিয়াও নাহি কর,
যাইয়াও না কর গমন।
শুনিয়াও নাহি শুন,
দেখিয়াও নাহি দেখ কভু।
অপ্রাণ অমনা তুমি
এই বাণী ব'লেছেন শ্রুতিগণ।
পরমাণু সম খেলে
ব্রহ্মাণ্ড নিচয়, তোমার জঠরে।
আমার উদরে তব জনম গ্রহণ
এ কেবল লোক বিড়ম্বনা।
তুমি ভক্তাধীন, দেখিলাম
আজ রঘুবর।
সংসার সাগরে, পতি পুত্র
ধনাদিতে মগ্না আমি,
ভ্রমিতেছি অহর্নিশি তোমার মায়ায়
তব পাদপদ্মমূলে এবে
পাইলাম স্থান।

হে দেব! এই অপরূপ রূপ তব
থাকুক মানসে মোর।
বিশ্ববিমোহিনী মায়া যেন
জ্ঞান মোর না করেন আবরিত।
বিশ্বাত্মন! এ অলৌকিক রূপ
কর সম্বরণ;
দেখাও আমারে সুকোমল
বাল কলেবর, করি আলিঙ্গন।
দুনিবার তমো মোর হ'ক দূরীভূত।

শ্রীনারায়ণ— হে জননী, যে সব
বাসনা আছে তোমার হৃদয়ে,
হইবে পূরণ তাহা।
ধরণীর ভার হরিবারে,
রাবণে নাশিতে
আসিয়াছি ধরাপরে বিধির প্রার্থনে।
পুত্র রূপে লভিতে আমারে
পূরব জনমে উগ্রতপ করেছিলে
তোমরা উভয়ে।
ছিলে দেবমাতা তুমি, আর
দশরথ কশ্যপ প্রজাপতি।
মম এই রূপ তুমি করিলে দর্শন
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে।
তোমার আমার এ সংবাদ
শ্রবণে পঠনে, মানবনিকর
করিবে সারূপ্য লাভ।
লভিবে আমার স্মৃতি মরণ সময়ে।

(বালক রূপ ধারণ। কৌশল্যার ক্রোড়ে গ্রহণ, ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী—ওমা! এ যে সুন্দর ছেলে হ'য়েছে, ওগো তোমরা শাঁখ বাজাও। বড় রাণীমার খোকা হ'য়েছে।

(শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে রমণীগণের প্রবেশ)

রমণীগণ—কৈ, দেখি দেখি, ওমা, তাইত বেশ ছেলে হ'য়েছে। রং দেখ, যে নীলপদ্ম।

ধাত্রী—ওরে, তোরা দাঁড়া, আমি ছুটে মহারাজের কাছে যাই।

(ধাত্রীর গমন)

২য়া রমণী—ভাই এমন রং আর ত কারও দেখিনি।

৩য়া রমণী—তাইতো ভাই! এ ছেলে দেখে আর চোখ অন্যদিকে ফেরাতে ইচ্ছে ক'চ্ছে না। মনে হ'চ্ছে কেবল ছেলের পানে চেয়ে থাকি।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী—তোরা দেখ, এই হার আমায় মহারাজা দিলেন। ঐ গুরুদেব বশিষ্ঠ ও মহারাজা আসছেন।

মহারাজা ও বশিষ্ঠ—(বাহির হইতে) ধাত্রী আমরা এসেছি।

ধাত্রী আসুন আসুন।

দশরথ—(বাহির হইতে) গুরুদেব! আপনি অনুমতি করুন, আমি পুত্র দর্শন করি। আপনি জন্মলগ্নের ফল বলুন।

বশিষ্ঠ—হাঁ বৎস, দর্শন কর। বড় সুলগ্নে তোমার এ পুত্র জন্মেছে। রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে, শুক্র মীন রাশিতে অবস্থান ক'রছেন। তোমার এ পুত্রের মত সুলগ্নে আর কেহ অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। এই বালক রাক্ষসকুল সংহার করত দেবগণকে নির্ভয় ক'র্বে। এ বালকের বাহুবলে ঋষিগণ নিরাতঙ্কে যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রতে সমর্থ হবেন।

প্রজাপালনের জন্য আপনার সমস্ত ঐহিক সুখ ত্যাগ ক'রে পুত্রের মত তাদের পালন ক'র্‌বে। জন্মান্তরের শাপ বশতঃ কখন সুখী হ'তে পার্‌বে না। তোমার এই পুত্রেব কীর্ত্তিকথা যতদিন চবাচর ব্রহ্মাণ্ড থাক্‌বে, ততদিন কোটি কোটি কণ্ঠে কীর্ত্তিত হবে। এই বালকের উপাসনা দ্বারা মানবকুল অনায়াসে দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে। অধিক কি ব'লব, বিষ্ণুর সমস্ত গুণ এতে বর্ত্তমান। ইনিই বিষ্ণু।

দশরথ—আয়ু দেখ্‌লেন ? দীর্ঘজীবী হবে তো ? আমি অন্ধমুনির শাপ বিস্মৃত হ'তে পাবিনি।

বশিষ্ঠ—বৎস ! সে জন্য কোন চিন্তা নাই, এ বালক পূর্ণায়ু লাভ ক'রবে।

দশরথ—আপনি জাতকর্ম্মের ব্যবস্থা করুন।

(শঙ্খধ্বনি, জনৈক পবিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা—মহারাজ ! কৈকেয়ী দেবী একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রেছেন।

দশরথ—অতি সুসংবাদ। এই হার গ্রহণ কব। (হার দান)

(দাসীর হার গ্রহণ)

[পুনরায শঙ্খধ্বনি, দ্রুতপদে জনৈকা পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা—মহারাজ ! সুমিত্রা দেবী যমজ সন্তান প্রসব ক'রেছেন।

দশরথ—পরম আনন্দিত হ'লাম। এই হীরকাঙ্গুরীগুলি ও এই মণিকুণ্ডল গ্রহণ কর। [দশটী অঙ্গুরী ও মণিময় কুণ্ডল দান, দাসীর গ্রহণ]।

দশরথ—গুরুদেব ! আজ আমার অতি আনন্দের দিন, এমন আনন্দ আর কারও ভাগ্যে কখন হয় নাই। আমি অতি সৌভাগ্যবান্। আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

বশিষ্ঠ—বৎস। মানব প্রাক্তন কর্ম্মবশে সুখ দুঃখ এইরূপেই লাভ ক'রে থাকে। সুখ যখন আসে, তখন সুখের সীমা থাকে না। আবার দুঃখও যখন আসে তখন দুঃখের উপর দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। এই সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে। হাঁ—এইবার জাতকর্ম্মের ব্যবস্থা করা যাক্।

দশরথ—(পরিচারিকার প্রতি) তুমি কোষাধ্যক্ষকে ও সুমন্ত্রকে আহ্বান কর।

পরিচারিকা—যথা আজ্ঞা। [গমন]

[সুমন্ত্র ও কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ]

উভয়ে—প্রণাম মহারাজ।

দশরথ—সুমন্ত্র। তুমি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান ক'রে ল'য়ে এস। আমি সহস্র গ্রাম, অনেক স্বর্ণ ও রত্ন সকল, বহুমূল্য বসন ও সহস্র নবপ্রসূতা গাভী দান ক'রবো।

সুমন্ত্র—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। [গমন]

দশরথ—[ধনাধ্যক্ষের প্রতি] তুমি বহু স্বর্ণ রত্ন, বসন ও সহস্র সবৎসা গাভী প্রভৃতি সমস্ত দানমণ্ডপে প্রেরণ কর।

ধনাধ্যক্ষ—যথা আজ্ঞা দেব। (গমন)

দশরথ—গুরুদেব। আদেশ করুন, নবজাত কুমারের জাত-কর্ম্ম করি।

বশিষ্ঠ—প্রথমে এ বালকের জাতকর্ম্ম ক'রে তারপর অন্যান্য পুত্রগণের জাতকর্ম্ম ক'র্তে হবে।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে। আজ মহা মহোৎসবে
পূর্ণা অযোধ্যা নগরী।

প্রতি গৃহ হ'তে উঠিছে আনন্দধ্বনি।
মাঙ্গলিক কার্য্যে রত পৌরজন যত—
রাজতনয়গণের
দীর্ঘায়ু করিছে প্রার্থনা,
সবে দেবতা সকাশে।
ওই হের দানমণ্ডপ,
সবস্ত্র, কাংস্য দোহন-পাত্র সহ
নব-প্রসূতা সহস্র ধেনু
শোভে পুরোভাগে।
হের ওই রজত মণি কাঞ্চন স্তূপ,
পর্ব্বত প্রমাণ শোভে
বহুমূল্য বসন নিচয়।

মন— আনন্দময় আজ
ধরি নবতনু,
এসেছেন ধরামাঝে।
তাই যেন, আনন্দ, করি
মূর্ত্তি পরিগ্রহ, করিছে নর্ত্তন,
অযোধ্যার প্রতি ঘরে ঘরে।

—(*)—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

সীতার উৎপত্তি

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, যজ্ঞভূমি কর্ষণরত জনক নৃপতি
হেরিয়া সীতামুখে অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা,
বিস্মিত নয়নে হেরিছেন পুনঃ পুনঃ।

মন— মরি মরি কি সুন্দর রূপ,
মা আমার সন্তানের অনন্ত বেদনা,
নাশিবার তরে হলেন উদয়।

মিথিলা

[যজ্ঞভূমি কর্ষণরত জনক রাজা]

জনক—(কর্ষণ করিতে করিতে 'সীতা'কে দেখিয়া) একি। এ যে প্রফুল্ল পদ্মের মত একটী কন্যা। (লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া) তাইত। এ কন্যা ধরাগর্ভে কেমন ক'রে এল। এত রূপ তো মানবীতে সম্ভব নয়। ইনি কোন দেবী আমাকে ছলনা করবার জন্য কন্যা রূপ ধারণ ক'রে ভূগর্ভে শয়ানা ছিলেন। কে মা তুমি? [সীতা হাসিলেন] মরি মরি কি মধুর হাস্য। কি সুন্দর নয়ন। ভ্রূ-যুগল কি মনোহর। অকলঙ্ক চাঁদের মত মার মুখখানি অপূর্ব্ব লাবণ্যমণ্ডিত! কি কোমল হস্তপদ। নখরগুলি শঙ্খতুল্য শ্বেতবর্ণ, গণ্ডদুটী অলক্তাভ, নয়নদুটীতে যেন কত ভালবাসা লুক্কায়িত র'য়েছে। কে এ দর্শনমাত্রেই আমার প্রাণ মন সবলে আকর্ষণ ক'রে নিলে? তুমি কে মা? (সীতা হাস্য করিলেন) তুমি কি আমার কথা শুনে হাস্য ক'রছ,

না আপন মনেই হাস্য ক'রছ? চল, রাজ্ঞীকে দিই গে। (বক্ষে ধারণ করত অন্তঃপুরে গমন করিলেন)। দেবি, দেবি!

[জনক-মহিষীর প্রবেশ]

জনকমহিষী—কেন মহারাজ? এ কি? ক্রোড়ে কে?

জনক—দেখনা কে?

মহিষী—দেখি দেখি, অতি সুকুমারী কন্যাটী—আপনি কোথায় পেলেন? এ কার কন্যা? [ক্রোড়ে গ্রহণ]

জনক—এ তোমারই কন্যা।

মহিষী—আমার কন্যা?

জনক—হাঁ তোমাব।

মহিষী—কোথায় পেলেন?

জনক—যজ্ঞভূমির বিশুদ্ধির জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রছিলাম, এমন সময় দেখ্‌লাম "সীতা"মুখে কন্যাটী ক্রীড়া ক'রছে।

মহিষী—কোনরূপ আঘাত লাগে নাই তো?

জনক—এ কন্যা সামান্যা নন। এ অযোনিসম্ভবা কন্যা কোন বিশেষ দেবকার্য্য সাধনের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণা হ'য়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে।

মহিষী—দেখুন মহারাজ! কন্যাটী আপনার মুখপানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌ছে।

জনক—কি জানি কেন, আমায় দেখে পর্য্যন্ত মা আমার হাস্‌ছে।

মহিষী—একি! স্তনের দুগ্ধ ক্ষরণ হ'যে বস্ত্র ভিজে গেল, এ যে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার!

জনক—দেবি! কিছুই আশ্চর্য্য নয়। মার স্তন্য পানের ইচ্ছা হ'য়েছে, দাও স্তন্য পান করাও।

মহিষী—মহারাজ! আজ আমাদের কি শুভদিন, সাক্ষাৎ মা 'কমলা' এসেছেন।

জনক—সত্যই রাজ্ঞি, যজ্ঞ কর্‌বার পূর্ব্বেই যজ্ঞের ফল লাভ কর্‌লাম।

মহিষী—এর নাম কি হবে?

জনক—মা "সীতামুখ" হ'তে উঠেছেন, তখন মার নাম "সীতা" রাখলাম।

মহিষী—বেশ নাম হয়েছে।

জনক—যাই, রাজ্যে ঘোষণা দিইগে, আজ রাজ্যবাসিগণ "সীতা" আগমনে আনন্দোৎসব করুক। [গমন]

মহিষী—মরি, মরি, মার কি রূপ! কুন্দকোরকের মত সুন্দর দন্তগুলি, বালবিধুর মত মৃদু মৃদু হাসি, কে মা তুই? কেন এত হাসছিস্?

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— হের সখে, জনকমহিষী কোলে,
শোভিছেন জগজ্জননী।

মন — মা—মা—সত্যই তোর
হাসিটুকু বড়ই মধুর।

—[০]—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

শ্রীসীতার শ্রীরামনাম মন্ত্র লাভ

পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— হের সখে,
খেলিছে জানকী, সখীগণ সাথে।
ওই পর্ব্বতে বসিয়া
শুকমিথুন কহে রাম কথা।

মন— রাম কথা শুনেন জননী উৎকর্ণা হইয়া,
হারানিধি যেন পাইলেন মাতা
আজ বহুদিন পরে।

[পর্ব্বতে শুক-মিথুন]

রামো মহীপতিঃ ভূমৌ ভবিষ্যতি মনোহরঃ।
তস্য সীতেতি নাম্নাতু ভবিষ্যতি মহেলিকাঃ॥
সীতয়া সহ বর্ষাণাং সহস্রাণ্যেক যুগদশ।
রাজ্যং করিষ্যতে ধীমান্ কর্ষণ্ ভূমিপতীন্‌বলী॥
ধন্যা সা জানকী দেবী ধন্যোঽসৌ রাম সংজ্ঞিতঃ।
যৌ পরস্পরৌ মাপন্নৌ পৃথিব্যাং রমতো মুদা॥

(সীতা ও সখীগণ)

সীতা—সখি, রাম সীতা, ও পাখী দুটী কি বল্‌ছে?

১মা—সংস্কৃত বল্‌ছে।

সীতা—না শুকি, তোমায় আমি কিছুতেই ত্যাগ ক'রবো না। বল তুমি রামকথা বল। রাম রাম রাম।

শুক—(উৎকণ্ঠিত চিত্তে) সীতে! তুমি কেন আমার মনোহারিণী ভার্য্যাকে রুদ্ধ ক'র্‌ছ, ছেড়ে দাও, আমরা বনে যাব, সুখে ভ্রমণ ক'রব। দেখ সীতে! আমার পত্নী সসত্ত্বা, প্রসবান্তে আবার আমরা তোমার কাছে এসে রামকথা শুনাব।

সীতা—রাম রাম রাম, হে মহামতে! তুমি যথেচ্ছা গমন কর। আমি আমার প্রিয়কারিণী শুকীকে আমার কাছে সুখেই রাখব। তোমার কোন চিন্তা নাই।

শুক—(দুঃখিতান্তঃকরণে) যোগিগণ যে বলেন, মৌনাবলম্বন ক'রে থাক্‌বে, কদাচ কথা কবে না, কথা বল্‌লেই বন্ধনগ্রস্ত হবে, সে কথা অতি সত্য। হায়! আমরা যদি পর্ব্বতের উপর এ আলাপ না কর্‌তাম, তাহ'লে বন্ধনগ্রস্ত হ'তাম না।

সীতা—রাম রাম রাম রাম।

শুক—দেখ সুন্দরি! এ ভার্য্যা ব্যতীত আমি জীবিত থাক্‌বো না, তোমার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা কর্‌ছি, একে ত্যাগ কর।

সীতা—রাম রাম রাম, আমি কিছুতেই ত্যাগ ক'রবো না। রাম রাম রাম।

শুকী—দেখ সীতে! তুমি যেমন আমায় পতির সহিত বিয়োজিতা ক'র্‌লে, সেইরূপ গর্ভাবস্থায় তুমিও রামের সঙ্গ বঞ্চিতা হবে। (রাম রাম বলিতে বলিতে শুকী দেহত্যাগ করিল)।

সীতা—শুকী! শুকী! বল বল শ্রীরাম কবে আস্‌বেন? শুকী! শুকী! ও সখী, এ যে ম'রে গেল যাঃ—রাম রাম রাম।

শুক—সীতে! তোমার জন্য আমার প্রিয়া ভার্য্যা হারালাম। শোন সীতা, আমি জনপূর্ণ রামের নগরে জন্মগ্রহণ করব, আমার

বাক্যে তুমি স্বামী বিয়োগে উদ্বিগ্না দুঃখিতা হবে। আমি এই প্রার্থনা করে গঙ্গায় দেহত্যাগ করবার জন্য চল্‌লাম। (শুকের গমন)

সীতা—রাম রাম রাম। সখি, কি মিষ্ট রামনাম। তোমরা বল সখি! রাম রাম রাম।

১মা—হাঁ জানকি! তুই কি পাগল হ'লি?

সীতা—বল রাম রাম রাম।

২য়া—পাখীর মুখে নাম শুনে তুই রামনাম ছাড়তে পার্‌ছিস না, ভাই?

সীতা—বলো, তোমরা বল, রাম রাম রাম।

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— সখে! কি ভাবিছ
ধ্যানমগ্ন যোগীর মতন?

মন— মরি মরি! কিবা নাম
অনুরাগ; ছাড়িতে না পারেন
মাতা রামনাম ক্ষণকাল তরে।

—[০]—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

অহল্যার সিদ্ধিলাভ

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন।

জীবাত্মা— হের সখে, অহল্যা পাষাণী ওই
চাহি রাঘবের আশাপথ,
অবিরাম রাম রাম রবে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ব তকাল করিছে যাপন।
আজ হবে, শাপ অবসান তাঁর।
ঐ দূরে আসিছেন
অহল্যার সাধনার নিধি।

মন— আহা! কত ঝড়, ঝঞ্ঝা,
বাত বজ্র, হিমানীসম্পাত,
কত মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের
প্রখর তাপ করিয়া সহন,
ডাকে ওই অহল্যা পাষাণী,
সেই নবজলধরে।
সম্বর রোদন মাতঃ—
ওই হের তোমার রাঘবে।

গৌতম মুনির আশ্রম
অহল্যা পাষাণী

অহল্যা— রাম রাম রাম,
এস রাম, ভকতবৎসল!
এস দয়াময়, চাহি তব পথ পানে
কতদিন ডাকিতেছি কাতর পরাণে।

এখনও কি পাষাণীর করুণ ক্রন্দন,
পশেনিকো তোমার শ্রবণে ?
কত নিদাঘের প্রখর উত্তাপ,
কত বরষার ধারা,
কত হিমপাত, কত বাতবজ্র,
সহি অকাতরে ডাকি হে তোমায়।
এস, পতিতপাবন হরি করুণানিদান !
এস, অগতির গতি রাম পাতকীতারণ !
এস, নবদূর্ব্বাদল শ্যামকান্তি মদনমোহন,
এস এস ধনুধারী শ্যামল সুন্দর !
দীনবন্ধো হরে !
তোমার পাবন নাম জপি অহর্নিশি,
আজও কি গো হয় নাই পাতক বিনাশ ?
দাও মুক্তি মোরে
তব চরণকমল দুটি বক্ষে করি দান।
বিধি পিতা মম
সকল সৌন্দর্য্য সার করিয়া গ্রহণ,
গড়িলেন যতনে আমারে।
অনুপমা ছিনু আমি ত্রিজগত মাঝে।
ভুলিয়া দেবেন্দ্র ছলনে ল'ভেছি পাষাণ কায়া
স্বামী অভিশাপে।
পাষাণীরও আছে অনুভূতি।
এস এস পাষাণী-পাবননাথ পরম দেবতা,
ছিল অনুপম রূপ মম,
সেইরূপ শাপ অনুপম।
কর মোরে অনুপমা,
হৃদয়ে চরণ দুটী করিয়া অর্পণ।
আহা ! কমলা যে চরণকমল,

সদা করেন প্রার্থন,
আজ পরশিয়া সেই পদরজ
কৃতার্থা হইনু আমি।
বিচিত্র তোমার লীলা লীলাময় রাম!
বিমোহিত করিছ জগৎ মনুষ্য ভাবেতে।
হইয়াও চরণাদি হীন, অজস্র কর বিচরণ,
অখণ্ড আনন্দময় মায়ার ঈশ্বর।
যাঁর শ্রীপদ পঙ্কজ পরাগ
পরশি পূতা ভাগীরথী,
পবিত্র করেন বিধি মহেশ্বর আদি দেবতা নিকরে।
আজ তিনি সাক্ষাৎ
বিরাজেন নয়ন সমীপে।
কি বর্ণিব পূর্ব্বকৃত ভাগ্যফল মোর!
নলিন বিশাল লোচনে
রমণীয় দেহ এই ধনুর্ধারী,
নররূপী রামে ভজিব নিয়ত আমি,
আর কারে না ভজিব কভু।
শ্রুতিগণ যার চরণ রজকণা সতত
অন্বেষণ করেন সাদরে।
ব্রহ্মা যার নাভিপদ্মে লভিলা জনম,
যাঁর নাম সার রসে রসিক শঙ্কর,
সেই রামচন্দ্রে আমি
অহর্নিশি ভাবিব হৃদয়ে।
যাঁর অবতার চরিত সকল
ব্রহ্মলোকে গাহেন নারদ,
পার্ব্বতীপতি ব্রহ্মা আদি
ভকত প্রধান।
রবি যাঁর নাম গান সদা

সিক্ত হয় বাণীবক্ষ
আনন্দাশ্রু নীরে,
একান্ত শরণাগতা হইনু তাঁহার।
এই রাম সেই পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ,
জ্যোতির্ম্মম আদিদেব লোক বিমোহিনী
মায়াতনু ধ'রেছেন
জীবদলে অনুগ্রহ করিবার তরে।
অদ্বিতীয় ইনি মায়াগুণে হইয়া বিম্বিত,
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর স্বরূপে
করিছেন সৃজন, পালন, লয়।
জগতের আদিভূত তুমি,
তুমিই জগৎপ্রভো,
সর্ব্বভূতে অসংযুক্ত জগৎ আশ্রয় তুমি
একমাত্র পরম পুরুষ।
ওঙ্কার বাচ্য তুমি বাক্য অগোচর
বাচ্য বাচক ভেদে তুমি জগন্ময়।
এক তুমি বহুরূপে কর খেলা মায়ার আশ্রয়ে।
দুরত্যয়া তব মায়া মোহিত মানব
না জানে পরম তত্ত্ব,
মায়াধীশ পরম ঈশ্বরে
নর বলি করে অভিমান।
অসঙ্গ অচল নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সৎ
অমল অব্যয়, আকাশের মত তুমি,
অন্তর্বাহ্যে কর অবস্থান,
আমি মূঢ়া জ্ঞানহীনা নারী,
কেমনে জানিব বিভো তোমার পরম তত্ত্ব—
প্রণমি চরণে তব শত শত বার।
যেথা সেথা করি অবস্থান

যেন সদা ভক্তি থাকে
ওই তব চবণ কমলে। (প্রণাম)

রাম— দেবি! পবম সন্তুষ্ট আমি স্তবেতে তোমার।
ভক্তিডোবে চিবতবে বেঁধেছ আমারে।
আজি হ'তে তব নাম কবিলে কীর্ত্তন,
মহাপাতকীও পাবে পবিত্রাণ।

(গৌতমেব প্রবেশ)

বাম নাবায়ণানন্ত, মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসাবে, হবে বৈকুণ্ঠ বামন॥
বাম বাম বাম বে, বাম বাম বাম।
বাম বাম বাম বে, বাম বাম বাম॥

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হেব সখে! ওই অহল্যাব সহ
পূজিছেন গৌতম মুনি
বাঘবেবে। বৃক্ষশাখে
পক্ষীকুল কলবব ছলে
কবিছে শ্রীবামেব স্তুতিগান।
গুণ্ গুণ্ গুণ্ ববে ওই মধুকব,
বঘুনাথ গুণগাথা
গাহে কুসুমেব কানে কানে।
ছুটিল পবন ওই জানাইতে
জনে জনে অহল্যা উদ্ধার।

মন— পাতকীপাবন নাথ এসেছেন ধরাধামে।
আর ভয় নাহি ওবে, পতিত নারকী।

—[*]—

কথা-রামায়ণ

আদিকাণ্ড

মিথিলাপথে নাবিক

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, জাহ্নবীর তীরে অপূর্ব্ব কৌতুক,
রাম পদরেণু স্পর্শে
পাষাণী মানবী রূপ ক'রেছে ধারণ।
শুনিয়া নাবিক ঘরণী এসেছে হেথায়
নাবিকেরে লুকাবারে উপদেশ দিতে।

মন— তাইত ছুটিতে ছুটিতে
আসি ঘর্ম্মাক্ত শরীরে কহিছে নাবিকে,
লুকাও—লুকাও, নচেৎ নাহিক নিস্তার।

মিথিলা যাইবার পথ মধ্যে গঙ্গাতীর

(পরপারে নাবিক নৌকার উপর বসিয়া আছে,
এপারে নাবিক-কামিনীর প্রবেশ)

নাবিক-পত্নী—ও কর্ত্তা, ও কর্ত্তা, শীগ্‌গীর লুকোও, শীগ্‌গীর লুকোও, ঐ এসে পড়্‌লো।

নাবিক—কে রে? কে রে?

নাবিক-পত্নী—আর, কে রে! সেই পাথর মানুষ করা ছেলেটাকে নিয়ে বিশ্বামিত্র মুনি। ওমা, আমি কোথা দিয়ে পালাই গো!

(গঙ্গার তীরে তীরে পলায়ন)

(বিশ্বামিত্র মুনি, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র—ওহে নাবিক, এপারে নৌকা ল'য়ে এসো।

(নাবিকের নৌকাগর্ভে লুকাইবার চেষ্টা, কিন্তু মস্তক দেখা যাইতে লাগিল)

বিশ্বামিত্র—ওহে তুমি নৌকায় রয়েছো দেখ্‌ছি, কথা কচ্ছো না কেন ?

(নাবিক নিরুত্তরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

লক্ষ্মণ—এ বধির না কি ?

বিশ্বামিত্র—বধির নয়, তাহ'লে কথা শুনে লুকাবার চেষ্টা ক'র্‌তো না। বোধ হয় কোন কিছু শুনে ভীত হ'য়েছে। ওহে নাবিক, শুন, আমি বিশ্বামিত্র মুনি, আর আমার সঙ্গে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ আছেন, আমাদের পার ক'রে দাও। তোমার কোন ভয় নাই।

(নাবিক নিরুত্তর)

শ্রীরামচন্দ্র—নাবিক, ও নাবিক ! 'আমাদের পার করে দাও।

নাবিক—আহা, কি মিষ্টি ডাক, এমন মিষ্টি কথা কি মানুষে কইতে পারে ? দেখি কে ডাক্‌লে, একবার লুকিয়ে দেখি। (মাথা তুলিয়া দেখিয়া লুকাইবার চেষ্টা)।

বিশ্বামিত্র—ওহে নাবিক ! বার বার তোমায় আহ্বান ক'রছি, তুমি কি শুন্‌তে পাচ্ছ না ? মাথা তুলে দেখে আবার কেন লুকাচ্ছ ?

নাবিক—[স্বগত] না আর হোল না। [প্রকাশ্যে] আজ্ঞে ঠাকুরমশাই। (দণ্ডায়মান হইল)

বিশ্বামিত্র—তোমার নৌকা নিয়ে এসে আমাদের পার ক'রে দাও।

নাবিক—আমার হাতে ব্যথা হ’য়েছে বা হাল হারিয়ে গেছে, এ সব মিথ্যা কথা আর আপনাকে বলবো না। স্পষ্টাস্পষ্টি সত্যি ক’রে ব’লছি আপনাদের পার করতে পারবো না।

বিশ্বামিত্র—কেন পারবে না হে ?

নাবিক—তা’ কি আপনি জানেন না ঠাকুর ? বাড়ীতে অনেক কুপুষ্যি আছে, নৌকাখানা গেলে কি হবে ?

বিশ্বামিত্র—নৌকা কোথায় যাবে ?

নাবিক—যেখানে ঋষি এসে নিয়ে যাবে।

বিশ্বামিত্র—কি বলছ তুমি ?

নাবিক—থাক আর কথায় কাজ নেই। আপনাদের দু’জনকে পার করবো কিন্তু এ ঘেসো রঙা ছেলেটীকে পার করবো না।

বিশ্বামিত্র—ঘেসো রঙা ছেলেটী কে ?

নাবিক—ঐ যে আপনার ডান পাশে দাঁড়িয়ে র’য়েছেন, নতুন দুর্ব্বোঘাসের মতন রং।

রাম—[হাসিয়া] আমি তোমার কাছে কি দোষ ক’রলাম নাবিক ? তুমি কেন আমায় পার ক’রবে না ?

নাবিক—তোমার—না—আপনার কিছু দোষ নেই, কিন্তু ওই পা দুটির দোষের কথা চারদিকে টি টি হ’যে গেছে।

বিশ্বামিত্র—কি কথা খুলে বল্, দেরি করিস্ না।

নাবিক—খুলে আর কি বল্‌বো ঐ পা দুটী পাথরে ঠেক্‌লেই পাথর মেয়েমানুষ হ’য়ে যাচ্ছে, অমনি মুনিরা এসে তাদের বিয়ে ক’চ্ছে।

বিশ্বামিত্র—এই কথা, ওরে গৌতম মুনি নিজ পত্নী অহল্যাকে পাথর হ’য়ে থাকো ব’লে শাপ দিয়েছিলেন এবং রামের পাদস্পর্শে

শাপ মোচন হবে এ কথা বলেছিলেন। তোমার নৌকা ত আর পাথর নয়।

নাবিক—বেশ ব'লেছেন ঠাকুরমশাই, পাথরে আর কাঠে কি প্রভেদ আছে, কোন মুনি হয়তো শাপ দিয়ে মানুষকে কাঠ ক'রে রেখেছেন, যেমন ঘেসো রাঙা ছেলেটীর পা ঠেক্‌বে, অমনি মানুষ হয়ে যাবে, ব্যস্‌, মুনি এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন। আমি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাক্‌বো, আর আমার সাতগুষ্টি উপোস করে মরে যাবে।

বিশ্বামিত্র—তোমার কোন ভয় নাই, আমাদের পার ক'রে দাও।

রাম—আমি তোমার নৌকায় পা দিব না। এসো আর দেরী করো না।

নাবিক—না—আর থাকতে পারছি না, ওই মিষ্টি ছেলেটার মিষ্টি ডাক আমায় অবশ করে নিয়ে চল্‌লো।

(নৌকা বাহিতে বাহিতে এপারে আসিল। নৌকা বাঁধিয়া রামের নিকট আসিয়া একদৃষ্টে পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিল)

শ্রীরাম—কি দেখছো নাবিক ?

নাবিক—কি জানি কি দেখছি, এ কি তুমি কে ? তোমায় দেখে আমার গা শিউরে উঠছে কেন, চোখে জল আসছে কেন, শরীরটা কাঁপছে কেন ?

বিশ্বামিত্র—ওরে নাবিক, আজ তোর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

নাবিক—আহা, আহা, তুমি সেই নয়তো গো !

রাম—কি বল্‌ছ নাবিক ?

নাবিক—শুনেছি, চরণতরী দিয়ে একজন নেয়ে ভবসাগর পার করে, তোমায় দেখে আমার তার কথা মনে পড়ে গেলো। হাঁ তোমরা নৌকায় বোসো।

(সকলে নৌকায় বসিলেন। রামচন্দ্র পদদ্বয় বাহিরে রাখিলেন)

নাবিক—আচ্ছা, আমি তোমার পা ধুইয়ে দিই। দেখি দেখি, পা দুখানি দেখি (পদ দর্শন)। বা বা এযে বড় সুন্দর পা, তলাটী লাল টুকটুক করছে, পায়ে ধ্বজা পদ্ম আরও কত কি আঁকা র'য়েছে। এ সব তোমার পায়ে কে এঁকে দিয়েছে ?

রাম—(হাসিলেন)

নাবিক—তাইতো, তাইতো, এমন পা তো আমি কখ্‌খনো দেখিনি, তুমি নিশ্চয়ই সেই নেয়ে, আর এই চরণ দুটী নৌকা।

বিশ্বামিত্র—ওরে নাবিক, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। বহু-জন্মের তপস্যার ফলে আজ ঐ চরণ স্পর্শ লাভ করেছো।

নাবিক—আহা আহা। কি সুন্দর পা একদৃষ্টে দেখবো তার উপায় নেই, চোখ দুটো বাদ সাধছে, খালি জল প'ড়ে দেখার বিঘ্ন করছে। ওরে চোখ, একটু জল পড়া বন্ধ কর্, আমি বেশ ক'রে দেখে নিইবে। পা দুখানি বুকে রাখি। [চরণদ্বয় বক্ষে ধারণ] আঃ—বুকটা জুড়িয়ে গেলো। ওগো নেয়ে, তোমার পাযে কি আছে গো, আঃ—আঃ—আঃ—

রাম—নাবিক! নাবিক!

নাবিক—ওগো, তুমি নেয়ে, আমিও নেয়ে। এ পা কোথায় পেয়েছো? আঃ—আঃ—আঃ—আবার দেখি, বা বেশ পা—এবার মাথায় রাখি—

[নাবিক শ্রীরামচন্দ্রের পদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিল। সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে হইতে স্থির হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, নয়নে জলধারা, নাবিক মস্তকে চরণ ধারণ করত অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ভাগীরথী বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। নাবিকের শরীর ক্রমে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইল।]

রাম—দেব! সহসা জাহ্নবী দেবী বর্দ্ধিতা হচ্ছেন কেন?

বিশ্বামিত্র—যাহা হ'তে যার উৎপত্তি, তার নিবৃত্তি সেই স্থানেই হয়। সবাই উৎপত্তি স্থানে ফিরে যেতে যায়। পতিতপাবনী ভাগীরথী ঐ চরণ দেখে আর স্থির থাকতে পারছেন না, ঐ চরণে মিশে যাবার জন্য আকুল হ'য়ে বর্দ্ধিতা হ'চ্ছেন।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে,
কি বিমোহন ছবি!

মন— আহা, কোকনদ জিনি, চরণ
কমল, শোভিছে নাবিকের
শিরে। মধুর পরশ লভি
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'যে
নাবিক করে অবস্থান।
আর কলনাদিনী কুলকুলস্বরে
তরঙ্গরূপ কর দিয়ে, করিছেন
প্রক্ষালন চরণ নলিন।
মরি; মরি, হেন দৃশ্য
দেখি নাই কভু আর॥

—(*)—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

হরধনু ভঙ্গ

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!
মিথিলাধিপতি জনক রাজার যজ্ঞস্থল—
আসিছেন বিশ্বামিত্র সাথে শ্রীরাম লক্ষণ।

মন— এতদিনে জানকীর আসিযাছে
রাম নাম সাধনাব সিদ্ধিকাল।
রাম বক্ষে স্থান এবে,
পাইবে বৈদেহী।

জনক রাজার যজ্ঞস্থল

(জনক রাজ, শতানন্দ, অন্যান্য রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ,
ঋত্বিকগণ মন্ত্রীগণ)

জনক—হে উপাধ্যাযগণ! আর কতদিন অবশিষ্ট আছে? দেবতাগণ কতদিনে হবির্ভাগ গ্রহণ ক'র্‌বেন?

প্রধান--মহারাজ! আপনার দীক্ষাব আর দ্বাদশদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তৎপরে দেবতাগণ হবি ভাগ গ্রহণ কর্‌বার জন্য এস্থানে আগমন কর্‌বেন।

(জনৈক দ্বাররক্ষকের প্রবেশ)

রক্ষক—মহারাজ! বিশ্বামিত্র মুনি আগমন ক'রেছেন।

(জনকরাজ পুরোহিত ও অন্যান্য ঋত্বিকগণের সহিত অর্ঘ্য হস্তে
অগ্রগমন করত দণ্ডায়মান হইয়া।

জনক—আসুন, আসুন, মুনিবর আসুন! আজ আপনার দর্শনে কৃতার্থ হ'লাম। এই আসনে উপবেশন করুন। এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। (অর্ঘ্যদান)

বিশ্বামিত্র—(অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করত) আপনার ও রাজ্যের কুশল? যজ্ঞের কুশল?

জনক—হে মুনিবর! সকলই কুশল। আপনার তপস্যার ও ধ্যানের কুশল?

বিশ্বামিত্র—সব মঙ্গল। (ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণের প্রতি) আপনাদের সব কুশল?

ব্রাহ্মণগণ— হাঁ, সব কুশল।

জনকরাজ—(কৃতাঞ্জলি) হে ভগবন্! আপনি আসন গ্রহণ করুন।

বিশ্বামিত্র—হাঁ মহারাজ (আসন গ্রহণ করিলেন)।

জনক—হে ব্রহ্মন্! আজ আপনার দর্শনে আমি ধন্য হ'লাম। আমার যজ্ঞ সফল হ'ল, যেহেতু আপনি মুনিগণের সহিত যজ্ঞে আগমন ক'রেছেন। দেবতাগণের হবির্ভাগ গ্রহণের আর মাত্র দ্বাদশদিন অবশিষ্ট আছে, আপনি এ কয়েকদিন এখানে অবস্থান ক'রে তাঁদের দর্শন করুন।

বিশ্বামিত্র—রাম লক্ষ্মণ! তোমরা এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে ও মহারাজা জনককে প্রণাম কর।

(শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ, মুনিগণ ও জনকরাজাকে প্রণাম করিলেন)

জনক—বৎসযুগল! চিরকুশলী হও। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) হে মুনিবর! দেব কুমারের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এ দুটী পুত্র কাহার?

অঙ্গপ্রভায় দিক্‌সকল উদ্ভাসিত ক'রে চন্দ্র সূর্য্যের মত বিরাজ কচ্ছেন, এই মনঃ প্রীতিকর কুমার দুইটী সূর্য্য বরুণ অথবা নর নারায়ণ ?

বিশ্বামিত্র--রাজন্! এ বালক দুটী অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার নন্দন। নবদুর্ব্বাদলকান্তি বিশিষ্ট বালকটী জ্যেষ্ঠ, ইহার নাম রাম, আর কষিত কনককান্তি বিশিষ্ট বালক কনিষ্ঠ, লক্ষ্মণ। যজ্ঞ-রক্ষা কর্‌বার জন্য আমি অযোধ্যা গিয়ে রামলক্ষ্মণকে লয়ে আসি। আসবার সময় পথিমধ্যে রাম বিশ্বঘাতিনী তাড়কা রাক্ষসীকে একবাণে নিহত ক'রেছে। তারপর সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞরক্ষায় ব্রতী ক'রে আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করি, সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসগণকে নিহত করে, রাম তাড়কাপুত্র মারীচকে শরাঘাতে সাগরে ক্ষেপণ ক'রেছে। আমাদের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'লে, আমি আপনার গৃহে মাহেশ্বর ধনু দেখাবার জন্য আনয়ন ক'রেছি। রাম পথিমধ্যে স্বামী অভিশাপে পাষাণরূপিণী গৌতমবধূ অহল্যাকে পাদপঙ্কজ স্পর্শে মানুষরূপিণী ক'রেছে।

শতানন্দ—মুনিবর, মুনিবর! আপনি আমার মাতাকে দর্শন করিয়েছিলেন তো? মাতা আমার শ্রীরামচন্দ্রের যথাযোগ্য পূজা ক'রেছিলেন তো? পূর্ব্বে দুর্দ্দৈব বশে যে ঘটনা হ'য়েছিল আপনি শ্রীরামচন্দ্রকে সব বিবৃত ক'রেছেন তো? আমার মাতা, পিতাকর্ত্তৃক গৃহীতা হ'য়েছেন তো?

বিশ্বামিত্র—মুনিশ্রেষ্ঠ। সমস্ত কর্ত্তব্যই সম্পন্ন ক'রেছি। তোমার মাতা শাপমুক্তা হ'য়ে যথোচিত রামচন্দ্রকে পূজা ক'রেছেন, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন। তোমার পিতা তোমার মাতাকে সাদরে গ্রহণ ক'রেছেন। তোমার মাতা রাম চরণস্পর্শে সমস্ত কলুষমুক্ত হ'য়ে প্রাতঃস্মরণীয়া হ'য়েছেন। প্রাতঃকালে যে নরনারীগণ কঠোর তপঃ পরায়ণা, অবিরাম রামনামকারিণী, রাম ধ্যানৈক তৎপরা, তোমার মাতার পবিত্র নাম উচ্চারণ কর্‌বে, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হ'য়ে যাবে। তারা রামভক্তি লাভে কৃতার্থ হবে।

শতানন্দ—ঋষিবর! আজ আপনার শ্রীমুখে মাতার শাপমুক্তির কথা শুনে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হ'ল। হে রাম! এই যে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে দেখ্‌ছ, ইনি বিগ্রহবান্ তপস্যা এবং অপূর্ব্ব, এঁর চরিত্র কথা শুনলে মানুষ কৃতার্থ হয়। ইনি তপোবলে বিবিধ অচিন্ত্যনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেছেন, ইনি জগতের পরম হিতৈষী। রাম! তোমার তুল্য পৃথিবীতে আর কেহ ধন্যতর নাই, যেহেতু এই মহাতপস্বী কুশিকপুত্র তোমার রক্ষক হ'য়েছেন। ইনি তপস্যা বলে রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ ক'রছিলেন। দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণ মার্গস্থ অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এর তপস্যায় ভীত হ'য়ে ইন্দ্র একবার মেনকাকে ও অন্যবার রম্ভাকে প্রেরণ করেন। এর শাপে রম্ভা দশসহস্র বর্ষকাল প্রস্তর হয়ে অবস্থান ক'রছে। এর দারুণ তপস্যায় ত্রিলোক পীড়িত হ'লে দেবগণ সহ ব্রহ্মা উপস্থিত হ'য়ে এঁর প্রার্থিত ব্রাহ্মণ্য বর দান করেন।

রাম—ব্রহ্মর্ষির অপূর্ব্ব কথা শুনে কৃতার্থ হ'লাম।

বিশ্বামিত্র—হে রাজন্, শ্রীরামচন্দ্র আপনার গৃহে স্থিত মাহেশ্বর ধনু দেখ্‌বার জন্য এসেছেন, আপনি ধনু প্রদর্শন করান।

জনক—মন্ত্রিন্, ধনু আনয়নের ব্যবস্থা কর।

(মন্ত্রীর গমন)

জনক—হে মুনে, শ্রীরাম যদি এই ধনু ধারণ ক'রে গুণ আরোপণে সমর্থ হন তাহলে আমার কন্যা সীতাকে দান করব। অখিল রাজাগণের মান নাশক এই ধনু সীতার বিবাহে পণ ক'রেছি।

বিশ্বামিত্র—শৈব ধনু আপনি কি প্রকারে প্রাপ্ত হন? কেনই বা পণ করেন?

জনক—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর মহেশ্বর এই ধনু দেবগণকে দেন। তাঁরা আমার পূর্ব্বজাত দেবরাতের নিকট ন্যাস স্বরূপে ন্যস্ত করেন।

একদিন যজ্ঞভূমি শোধনের জন্য আমি ক্ষেত্রকর্ষণ কর'ছিলাম সেই সময় সীতামুখে অযোনিজা কন্যা সীতাকে প্রাপ্ত হই। সীতা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হ'তে থাকে। সীতা কাকে দান ক'র্‌ব এইরূপ চিন্তা ক'রে সেই শৈব-ধনু পণ রূপে স্থির করি, যে কেহ এই ধনুতে জ্যা যোজনা কর্‌তে সমর্থ হ'বে, তাকেই আমার কন্যা দান ক'র্‌ব। এই কথা শুনে নানাদেশীয় রাজগণ এসে ধনু উত্তোলনে চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হন। তাতে আমি অল্পবীর্য্য তাদিগকে প্রত্যাখ্যান করি। তারপর সেই সকল রাজগণ অত্যন্ত কুপিত হ'য়ে মিথিলাপুরী অবরোধ ক'রে উৎপীড়ন কর্‌তে লাগলেন। সম্বৎসর কাল এইরূপ অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থিত থাকায় আমার যুদ্ধোপকরণ সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হ'ল। আমি দুঃখিত হ'য়ে অত্যন্ত তপস্যা কর্‌তে লাগ্‌লাম। আমার তপস্যায় প্রীত দেবগণ আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান কর্‌লেন। অনন্তর সেই সকল অবীর্য্য বীর্য্য-সন্দিগ্ধ নৃপতিগণ পরাজিত হ'য়ে পলায়ন কর্‌লেন। যদি দাশরথি 'রাম' এই ধনু আকর্ষণ কর্‌তে পারেন তাহলে আমার অযোনিজা কন্যা সীতাকে সমর্পণ ক'র্‌ব ॥

বিশ্বামিত্র—আপনি রামকে ধনু প্রদর্শন করান।

(অষ্টচক্র সমন্বিত মঞ্জুষাতে রক্ষিত ধনু পঞ্চসহস্র বলশালী বাহক আনয়ন করিল)।

মন্ত্রী—মহারাজ ধনু আনয়ন করা হ'য়েছে।

জনক—হে ব্রহ্মন্ এই শ্রেষ্ঠ ধনু জনক বংশীয়গণ এবং উত্তোলনে অসমর্থ রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত। মুনিপুঙ্গব! মানবতো দূরের কথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষ কিন্নর উরগগণও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন অথবা জ্যারোপণ কিম্বা টঙ্কার দিতে পারেন নাই। আপনার অনুমতিক্রমে আনা হ'য়েছে, এই রাজকুমারদ্বয়কে দেখান।

বিশ্বামিত্র—বৎস রাম, এই ধনু দর্শন কর।

(শ্রীরামচন্দ্র মঞ্জুষার নিকটবর্ত্তী হইয়া উদ্ঘাটন পূর্ব্বক
ধনু দর্শন করত :—)

শ্রীরাম—দেব অনুমতি করুন, আমি এই দিব্য ধনু স্পর্শ করি এবং উত্তোলন কর্‌তে ও জ্যারোপণ কর্‌তে যত্ন করি।

বিশ্বামিত্র ও জনক—ভাল তুমি ধনু গ্রহণ কর ?

(শ্রীরামচন্দ্র বামহস্তের দ্বারা ধনুকের মধ্যভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তোলন করত অবলীলাক্রমে জ্যারোপণ করিয়া টঙ্কার দিলেন। আকর্ণ আকর্ষণে ধনু দ্বিধা ভগ্ন হইল, পর্ব্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প শব্দবৎ ধনুর্ভঙ্গ শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক, লক্ষ্মণ ও রাম ব্যতীত সকলের মোহপ্রাপ্তি, দেব দুন্দুভিবাদ্য, রামের উপর পুষ্পবর্ষণ ; কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে আশ্বস্ত হইলেন। অন্তঃপুরস্থ গবাক্ষজাল হইতে স্ত্রীগণের উলুধ্বনি দান—)

জনক—ভগবন্ ! আমি দশরথ নন্দন রামের বীর্য্য দর্শন কর্‌লাম, এই দিব্য ধনুতে গুণ আরোপণ করা অচিন্ত্যনীয় পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার, কেহ এ'তে জ্যারোপন ক'র্‌তে সক্ষম হ'বে, একথা আমি মনে করি নাই। আমার নন্দিনী সীতা দশরথ তনয় রামকে পতিরূপে লাভ ক'রে জনক কুলের কীর্ত্তি বর্দ্ধিত কর্‌বে, তাতে আর সংশয় নাই। আমার কন্যা সীতা বীর্য্য শুল্কা আজ আমার এ প্রতিজ্ঞা সত্য হ'ল আমি রামকে আমার প্রিয়তমা জানকীকে দান কর্‌ব। মন্ত্রিন্, সীতাকে আনবার জন্য অন্তঃপুরে সংবাদ দাও। (মন্ত্রীর গমন) ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সত্বর অযোধ্যায় পত্র প্রেরণ করুন। রাজা দশরথ গুরু, পুত্র, পত্নী ও মন্ত্রীগণসহ শীঘ্র মিথিলায় আগমন করুন ॥

(সখীগণ সহ সীতা স্বর্ণময়ী মালা হস্তে কম্পিত পদে
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন)।

জনক—জানকী মা। ইনি দশরথ পুত্র রাম, হরধনু ভঙ্গ ক'রেছেন, ইনি তোমার স্বামী, এঁর গলদেশে মাল্য অর্পণ কর !

(সীতা সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন) ॥

জনক---মা, তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, এই স্বয়ম্বর সভামধ্যে বরমাল্য দান আমাদের চির প্রচলিত নিয়ম, লজ্জা করবার প্রয়োজন নাই তুমি মাল্য দান কর।

(সীতা দুই হাতে মাল্য গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রের গলদেশে অর্পণ করিবার জন্য মুখপানে চাহিলেন, উভয়ের নয়নে নয়নে মিলিত হইল। রমনীগণ শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ, সভাস্থ জনগণের আনন্দ কোলাহল) ॥

চিত্তাকাশ —জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, হেরিয়া
রাঘবের মুখ সুধাকর,
জানকীর নয়ন চকোর
করে পান আপনা হারায়ে।

মন— মরি, মরি।
কি সুন্দর, কি মনোহর
চাঁদ হেরি, কি, চকোর হেরি,
না পারি বুঝিতে। হায়!
সহস্র নয়ন মোরে
দাও নাই কেন প্রজাপতি
তাহলে দরশ পিয়াসা মোর মিটিত কিঞ্চিৎ ॥

—[০]—

কথা-রামায়ণ

আদি কাণ্ড

শ্রীরাম সীতার প্রথম মিলন

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, সীতারামে
প্রথম মিলন।

অযোধ্যা কনক ভবন।

পুষ্পভূষিত পালঙ্কোপরি 'পুষ্পভূষিত শ্রীরাম' অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। পুষ্প-ভূষণ-পরিহিতা জানকী পদসেবা করিতেছেন।

শ্রীরাম—সীতা!

শ্রীসীতা—কি ব'ল্‌ছেন?

রাম—অযোধ্যা কেমন লাগছে?

সীতা—ভাল।

রাম—মিথিলার চেয়ে?

সীতা—হাঁ।

রাম—আচ্ছা জানকি, তুমি আর আমায় দেখেছ?

সীতা—হাঁ।

রাম—কবে?

সীতা—যখন ধনুর্ভঙ্গ করেন।

রাম—তার আগে?

সীতা—তার আগে না দেখলেও, আপনাকে প্রথম দেখেই চেনা-চেনা মনে হ'ল, যেন কোথায় দেখেছি, কি জানি কোথায় বা, বোধ হয় স্বপ্নে দেখে থাকব।

রাম—আমার নাম কতদিন শুনেছ ?

সীতা—অনেকদিন !

রাম—কার মুখে ?

সীতা—একটি শুক পাখীর মুখে !

রাম—কি শুনেছিলে ?

সীতা—(নীরব)

রাম—বল। চুপ করে রৈলে ?

সীতা—না বল্‌ব না।

রাম—বল লজ্জা কি, পাখী কি বলেছিল ?

সীতা—পাখী বলেছিল—অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা হবেন, তাঁর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে চারটী পুত্র হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ করে—

রাম—বল, লজ্জা কি ?

সীতা—সীতাকে বিবাহ করবেন। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম যেমন সুন্দর, সীতাও সেইরূপ। যে সীতা ও রাম পরস্পরকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দে পৃথিবীতে বমন করবেন—সে জানকীও ধন্যা, সে রামও ধন্য। সীতার ভাগ্যের সীমা নাই, রাম একাদশ সহস্র বর্ষ কাল পৃথিবীতে অবস্থান করে বহু দেবকার্য্য সাধন করবেন।

রাম—পাখী এ সব কথা পেলে কোথায় ?

সীতা—বাল্মীকি নামে এক মুনি আছেন, তিনি ভবিষ্য রাম চরিত্র যোগবলে জেনে রামায়ণ রচনা করেছেন। তাঁর শিষ্যগণ সর্ব্বদা রাম গুণ গান করেন, তা শুনে পাখীরা শিখেছে।

রাম—তারপর পাখীরা কি বল্‌লে ?

সীতা—পাখী বল্‌ল, সুন্দরি, চতুরতা করে বারবার রাম কথা জিজ্ঞাসা করছ তুমি কে ? আমি পরিচয় দিলাম। আর আমি বল্‌ব না।

রাম—সবই তো বল্‌লে বলবার কি বাকী রাখলে ! আচ্ছা, আমি শেষটুকু বলি, তারপর তুমি পাখীটীকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলে, রোজ তার মুখে আমার কথা শুনবার জন্য—এই ত ?

সীতা—আপনি যতদিন না আমাকে গ্রহণ করেন, ততদিন আপনার কথা শুনবার জন্য ইচ্ছা ছিল। পাখীটীকে রাখতে পারলুম না। সে স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগলো কিন্তু আমি তাকে না ছাড়াতে সে আমায় শাপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।

রাম—পাখী কি শাপ দিলে ?

সীতা—পাখী বলেছিল যেমন গর্ভাবস্থায় তুমি আমায় স্বামি সঙ্গ বিযোজিতা করলে তেমনি তোমার গর্ভাবস্থায় রাম তোমায় ত্যাগ করবেন।

রাম—বটে ! এর মধ্যে শাপও হয়ে গেছে, তা বেশ, আচ্ছা, তারপর তুমি কি করলে ?

সীতা—আমি আর কিন্তু বলব না।

রাম—এখানে তো আর কেহ নাই। তুমি আর আমি। লজ্জা কি ? বল।

সীতা—কেবল আপনার নাম জপ করতাম আর আপনি কবে এসে ধনুর্ভঙ্গ করে আমায় নেবেন তা ভাবতাম্। রোজই আসবেন বলে পথ পানে চেয়ে থাকতাম।

রাম—তারপর ?

সীতা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গেল, আমি আপনার পথ পানে চেয়ে বসে কেবল আপনার নাম কর্‌তাম, তাও সকলকে লুকিয়ে। নাম করতে করতে চোখে জল আসতো, পাছে কেউ দেখে ব'লে, চুপি চুপি মুছে ফেলতাম। কোন দিন আকুল হ'য়ে কাঁদতাম, কেন কাঁদতাম জানি না, বোধ হয় তোমার নামের ভিতর কাঁদবার কোন কিছু আছে। মনে হয় তোমার নাম যে করে সেই কাঁদে।

রাম—সীতা! তুমি ত দেখছি আমার জন্য অনেক ব্যাপারই করেছ। তারপর কি হ'ল ?

সীতা—তারপর সখীরা বল্‌লে, দশরথ রাজার পুত্র রাম এক বাণে তাড়কা রাক্ষসীকে মেরেছেন—সুবাহু প্রভৃতি অনেক রাক্ষসকে বধ ক'রে বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞ রক্ষা করেছেন। তিনি খুব বীর। বিশ্বামিত্র মুনি তাঁকে মিথিলায় নিয়ে আসবেন, আমরাও তাঁকে দেখতে পাব।

রাম—তারপর ?

সীতা—তারপর শুনলাম, আমাদের পুরোহিত মহাশয়ের মা অহল্যা স্বামি-শাপে পাষাণ হ'য়েছিল। তোমার পাদস্পর্শে তিনি মানবী হ'য়েছেন।

রাম—তুমি তা' শুনে কি করলে ?

সীতা—যে চরণ দুখানি পাথরকেও মানুষ করে, সেই চরণ দুটী দেখবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হ'ল, কেবল অবিশ্রাম আপনার নাম ক'রতে লাগলাম।

রাম—তারপর ?

সীতা—তারপর শুনতে পেলাম, নাবিকের কাঠের নৌকা তোমার —না—আপনার পাদস্পর্শে সোনা হ'য়ে গেছে।

রাম—শুনে তুমি কি ক'রলে ?

সীতা—কবে সেই সোনা-করা পা দুখানি এমনি ক'রে বুকে রাখব (দৃঢ়ভাবে রামের চরণ বক্ষে ধারণ) তাই ভাবতে ভাবতে নাম করতে লাগলাম।

রাম—তারপর ?

সীতা—তার পর তুমি—না—আপনি সব জানেন।

রাম—আপনি নয—তুমিই বল। তুমিই বড় মিষ্ট লাগে। সীতা, তুমি আমার জন্য অনেকই ক'রেছ দেখছি। তুমি ত বালিকা, এত ভালবাসা পেলে কোথায় ?

সীতা—কি জানি বোধ হয তোমার নামের ভিতর ভালবাসা লুকানো ছিল। নাম শুনেই ভালবেসে ফেলেছি।

রাম—সীতা, আজ তোমার আমার এই প্রথম দেখা, তোমার খুব লজ্জা করছে ?

সীতা—প্রথম দেখা বলেই মনে হচ্ছে না, তোমায় যেন কোথায় কত দেখেছি, একদিন আধদিন নয, কত যুগ ধ'বে দেখেছি, তুমি আমার যেন চিরপরিচিত।

রাম—অনেকই পেযেছ দেখছি, আচ্ছা সীতা, তুমি কে জান ?

সীতা—কেন আমি জনকনন্দিনী সীতা।

রাম—তা' ছাড়া আর কিছু ?

সীতা—কেউ বলে আমি পৃথিবীর কন্যা।

রাম—তার আগে কে ছিলে ?

সীতা—কেমন করে জান্‌ব ?

রাম—কেন ঐ রাম রাম জপ করলে শুনেছি, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব জানা যায়, তা' তুমি খুবই রামনাম জপ করেছ, তুমি জানতে পারনি ?

সীতা—না—

রাম—সীতা, তুমি কিসের উপর বসে আছ ?

সীতা—খাটের উপর, না—এ যে একটা প্রকাণ্ড সাপ। দুধের সাগরের উপর সাপটা ভাসছে। এ সাপটার অনেক মাথা, তোমার মাথার উপর ফণা ধরে রয়েছে। সাপের মাথায় মানিক জ্বলছে, তোমার চার হাত হয়ে গেল কেন, এ সব কি ?

রাম—বল দেখি কমলা, এ সব কি ?

সীতা—ওঃ, এ সব তোমার লীলা, আমার কিছুই মনে ছিল না। তবে এই অনন্ত শয়নের চিত্র মাঝে মাঝে এসে ভাসত, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতাম না। তুমি ত বেশ! এতদিন দূরে রেখেছিলে, একবারও আমায় মনে পড়ত না? আমি তোমার জন্য কত কেঁদেছি, কত ডেকেছি, এখানে যতবার আন ততবার দুঃখই দাও।

রাম—সীতা, তুমি সাপ কোথায় দেখলে ? দুধের সাগর বা সাপ কোথা থেকে আসবে? এই ত ঘর, এই ত পালঙ্ক! আমার চার হাত কি ক'রে হবে ?

সীতা—যাও, যেন কিছু জান না। তোমার সব তাতেই রঙ্গ, চিরকাল একভাবেই রঙ্গ নিয়েই আছ।

রাম—সীতা, তুমি যে আমার অনেক কালের সংবাদ দিচ্ছ, আচ্ছা, রঙ্গটা আমিই করি, তুমি কিছু কর না—নয়? এ রঙ্গভূমি তৈরী করলে কে ?

সীতা—তুমিই ক'রেছ ?

রাম—তা বৈকি—আমি ক'রেছি! সীতা, সমস্ত রাত্রি বসেই কাটালে ?

সীতা—অনেক দিন পা দুখানি বুকে করতে পাইনি।

রাম—ঐ শোন! পাখীরা কলরব করছে, রাত্রি শেষ হ'য়ে গেছে।

সীতা—পাখীগুলা আমার বড় শত্রু।

[শ্রীসীতা দৃঢ়ভাবে রাম-চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলেন। পক্ষিগণ কলরব করিতে লাগিল। মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণে সীতার কেশগুচ্ছ কম্পিত হইতে লাগিল। সীতা রামের নয়নে নয়ন স্থির করিয়া অচলভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

মন— সখে, সখে, কোথায় আনিলে মোরে—
আমি যে আমারে কেবল হতেছি
বিস্মৃত—

জীবাত্মা— এ অনন্ত প্রেম-পাবাবারে—
ডুবে থাক নিরবধি প্রিয়তম
নাহি হেথা দুঃখ লেশ
আছে মাত্র আনন্দ—আনন্দ—
আনন্দ অপার।

মন— কে আমি—কোথা আমি—
কৈ আমি—

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

অযোধ্যা কনকভবন

শ্রীরাম, সীতা, নারদ

শ্রীসীতা কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের চরণ পূজা

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, পুজিছেন জনকনন্দিনী
সচন্দন-কুসুমনিচয়ে,
রঘুনাথের চরণ যুগল।
নীরবে নেহার, এই লীলা অনুপম।

মন— স্বতঃই নীরব মোর হ'তেছে সকল।

(অযোধ্যা কনকভবন)

[শ্রীরামচন্দ্র পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার পদযুগল কনকপাত্রে স্থাপিত করিয়া হর্ম্ম্যতলে বসিয়া শ্রীসীতা দেবী পুষ্প চন্দন দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের চরণ পূজায় নিরতা। তদন্তে পুষ্প বৃন্তের দ্বারা চন্দন লইয়া শ্রীরামের চরণে বিন্দু বিন্দু চন্দনের দ্বারা নূপুর অঙ্কিত করিতেছেন]

রাম—সীতা! তোমার পূজা শেষ হ'ল ?

সীতা—আর একটু (একদৃষ্টে পদতল দেখিতে লাগিলেন)।

রাম—কি দেখছ ?

সীতা—দেখছি, তোমার অরুণবর্ণ পদতল, আর দেখছি, তাতে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ আদি কত রেখা। শুনেছি যোগিগণ তোমার চরণ

হৃদয়-কমলে চিন্তা করেন। সত্যই এ চরণ চিন্তা করবারই জিনিষ। দেখ আজ কতদিন অযোধ্যায় এসেছি, নিত্যই তোমার চরণ দুটী দেখছি, তবু তৃপ্তি হ'চ্ছে না। নয়নে দেখে বুঝি তৃপ্তি হয় না, তাই যোগিগণের মত আমার চিন্তা করতে ইচ্ছা করে। লই, তোমার চরণ দুটী মাথায় লই।

রাম—সীতা!

সীতা—সীতানাথ।

রাম—জানকী?

সীতা—জানকীকান্ত।

রাম—সীতা, প্রত্যহই দেখি তুমি আমার পায়ের দিকে আকুল হ'য়ে চেয়ে থাক, কি দেখ?

সীতা—কি দেখি কেমন ক'রে বুঝাব? তোমার এ চরণে যে কত সৌন্দর্য্য তা' তুমি কেমন করে জানবে? ঐ চরণ দুটী হৃদয়ে রাখলে হৃদয় শান্ত হয়, মস্তকে রাখলে আমি যেন কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলে যাই। আমি যেন আমাকে হারিয়ে ফেলি। অনন্ত, সীমাশূন্য সে এক কোন্ আনন্দের রাজ্যে গিয়ে মন আপনহারা হয়ে যায়। তোমার যত সুন্দর এই পদ, তত সুন্দর সেই পদ। বোধ হয় যোগিগণ তাকেই পরম পদ বলেন।

রাম—দেবি!

সীতা—প্রাণেশ্বর!

রাম—দেখ, তুমি আমায় এত ভালবেসো না। আমি যেন দিন দিন আমাকে হারিয়ে ফেলছি।

সীতা—ভাল, আমি বাসি, না তুমি বাস নাথ! সীতা কোথায় ছিল? সীতাকে কে জানত, কে চিনত? তুমিই ত লীলা করবার জন্য দাসীকে এনেছ। সীতা যে জন্মেছে তোমার পূজা করবার জন্য

নাথ! যতদিন সীতা থাকবে ততদিন তোমারি পূজা করবে। চিরদিন যেন চরণ পূজা করতে পারি। (মস্তক হইতে চরণ বক্ষে ধারণ করিলেন। নয়নজল রাম চরণে পতিত হইল)

রাম—সীতা! তুমি কাঁদছ?

সীতা—না কাঁদিনি, পূজা ক'রছি।

রাম—পূজা ত' হ'য়ে গেছে?

সীতা—না এখনও হয়নি। ঐ কঠিন ফুলগুলা দিয়ে তোমার পূজা করি, আহা তোমার চরণে কত ব্যথা লাগে। তাই এবার চোখের জল দিয়ে পূজা করছি। শুনেছি চোখের জল তুমি খুব ভালবাস, চোখের জলে তোমার পূজা বড় ভাল হয়। তাই চোখের জল দিয়ে চরণ দুটী পূজা ক'রছি।

রাম—সীতা! তুমি কি আমায় শেষ পর্য্যন্ত বেঁধে রাখ্‌বে?

সীতা—বেশ বলেছ নাথ, সীতা তোমায় বাঁধবে? হায়রে! সীতা এত ভালবাসা পাবে কোথায়? যোগীবৃন্দ যাঁকে বাঁধবার জন্য অহর্নিশি চিন্তা ক'রছেন, যাঁকে যোগীন্দ্র-চূড়ামণি ধ্যানে ক'রতে না পেরে অনুক্ষণ শ্মশানে মশানে পঞ্চমুখে রামনাম গান ক'রে বেড়াচ্ছেন, সনকাদি ঋষিগণ যাঁর জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'য়েছেন, নারদমুনি বীণা যন্ত্রে নিয়ত রামনাম গান ক'রেও যাঁকে বাঁধতে পারেননি, আমি তাঁকে বাধ্‌বো? তুমি কত রহস্যই জান!

শ্রীরাম—ওকি! কে গান গায়?

সীতা—কে ওই শুভ্রবর্ণ পুরুষ? রূপের প্রভায় দিক্ আলোকিত ক'রে তোমার নামগান ক'রতে করতে শূন্য-পথে আস্‌ছেন?

রাম—সীতা! এযে পরম ভক্ত নারদ মুনি আস্‌ছেন। সীতা, এঁর অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও।

(সীতা কনকভৃঙ্গার লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামচন্দ্র পালঙ্ক ত্যাগ করিয়া হর্ম্ম্যতলে অবতরণ করিলেন)

গীত

নারদ— রাম রাম রট রসনে।
ত্যজি নিরস বিষয় রস, সকল রস সার রস'ন ॥

(শ্রীনারদ মুনি হর্ম্ম্যতলে অবতরণ করিলে উভয়ে নারদকে প্রণাম করিলেন)।

শ্রীরাম—আসুন! আসুন মুনিবর! আজ আপনার দর্শনে কৃতার্থ হলাম, এই আসনে উপবেশন করুন। (স্বর্ণ সিংহাসন দেখাইলেন। সত্বর জানকীর হস্ত হইতে ভৃঙ্গার লইয়া পদযুগল ধৌত করিয়া মুছাইয়া দিলেন)।

নারদ—বেশ চমৎকার!

রাম—আমরা বিষয়াসক্ত, আমাদের উদ্ধারের জন্যই আপনারা আমাদের গৃহে আসেন। আজ আমার ভাগ্যের সীমা নাই। বলুন, আপনার কি কার্য্য ক'রব? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার দর্শন সংসারিগণের দুর্লভ। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে তবে সৎসঙ্গ লাভ হয়।

নারদ—সুন্দর! সুন্দর ঠাকুর! চিরদিন একভাবেই গেল, তুমি কত রঙ্গই জানো। এ দাস চিরদিন তোমার নামগান ক'রে বেড়ায় তাকে এরূপভাবে সোনার সিংহাসন দান ক'রে নিজ হাতে পা' ধুইয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ক'রে লাভ কি? চতুর! তুমি কি মনে ক'রেছ, আমি তোমায় চিন্‌তে পারিনি? আমি চিনেছি। সত্যই ঠাকুর, তুমি একজন মহাগৃহস্থ, ত্রিলোকরূপ প্রকাণ্ডগৃহের তুমি গৃহস্বামী, আর তোমার বাম পাশে দাঁড়িয়ে ঐ যে আমার 'মা' মৃদু হাস্য ক'রছেন, এগৃহের উনি গৃহিনী। ওঁর মত দুষ্ট মেয়ে আর দেখিনি।

সীতা—ঠাকুর! আমি আপনার কাছে কি অপরাধ ক'র্‌লাম?

নারদ—জোড় হাত ক'রে বল! আমি নারদ মুনি। আমাকে একটু ভাল ক'রে সম্মান করার দরকার নয় কি? বেশ, বেশ, আবার বলি 'বেশ' মা! বেশ ঠাকুর! তোমাদের ছলনা দেখ্‌লে আমি কেমন হ'য়ে যাই। আমি কি জানি না তুমি বিষ্ণু, জানকী লক্ষ্মী? আমি কি জানি না তুমি রুদ্র, জানকী রুদ্রানী? আমি জানি তুমিই ইন্দ্র, জানকী শচী, তুমি ব্রহ্মা, জানকী সাবিত্রী, তুমি যম, জানকী নৈঋ্‌তি, তুমি বরুণ, জানকী ভার্গবী, তুমি অনল, সীতা স্বাহা, তুমি বায়ু, সীতা সদাগতি। আমি জানি তুমি চন্দ্র, সীতা রোহিনী, তুমি কুবের, সীতা সর্ব্ব সম্পদ। আমি জানি, জগতে স্ত্রীবাচক যা' কিছু আছে, সব জানকী, আর পুরুষবাচক যা' কিছু আছে সব তুমি। তোমরা দু'জন ছাড়া জগতে আর কিছু নাই। যেদিন এ জগৎ ছিল না, সেদিন একমাত্র অনুপাধিক তুমিই ছিলে। তা'রপর জগৎ রচনা করবার ইচ্ছা ক'রে আমার মাকে গ্রহণ ক'র্‌লে। তোমার সান্নিধ্যবশে মা আমার এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে ফেল্‌লেন। পঞ্চভূত, মহৎ অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় তন্মাত্র ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। কারণ, স্থূল, সূক্ষ্ম তিন দেহ হ'ল। ছিলে একমাত্র তুমি, মা আমার কত কাণ্ড করলেন। রজ্জু সাপ হ'য়ে গেলো, কত ব্যাপার! সাধুগণের রক্ষা ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে আমার মাকে সঙ্গে ল'য়ে তোমাকে জগতে আগমন করতে হয়। আমি তোমার ভক্তের ভক্ত, তার ভক্তের কিঙ্কর, আমায় কৃপা কর। আমার পিতা তোমার নাভিকমলে উৎপন্ন। আমি তোমার পৌত্র, তোমার ভক্ত, আমায় অনুগ্রহ কর, মুগ্ধ করো না। রক্ষা কর প্রভো! (প্রেমোদ্রেকে নারদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)।

রাম—বৎস নারদ! সহসা তোমার আসবার কারণ কি?

নারদ—একবার রাম-রূপ দেখতে ইচ্ছা হ'ল এবং পিতা আদেশ করলেন—"অযোধ্যা গিয়ে ঠাকুরকে রাবণ-বধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এস। রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হচ্ছে, তিনি যদি রাজ্যাভিষিক্ত হন, তাহ'লে রাক্ষসবধের কি উপায় হবে?" তাই এলাম।

রাম—মুনিবর! তাঁকে বোলো আমি দেবকার্য্য ভুলিনি, তবে তাদের প্রারব্ধ ক্ষয়ের অপেক্ষা করছি। ক্রমে পৃথিবীর ভার হরণ করবো। কাল দণ্ডকারণ্যে গমন করে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করত পরে সীতা হরনকারী রাবণকে সবংশে নিধন করবো।

নারদ—আমায় তো বসতে দাওনি। যাই, তোমার নাম গেয়ে ত্রিভুবন পবিত্র করে বেড়াইগে।

[নারদ "শ্রীসীতারামকে" বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া রামের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। "শ্রীসীতারাম" নারদ পদে প্রণাম করিলেন। নারদ বীণা বাদন পুরঃসর "রাম রাম রট রসনে" গান করিতে করিতে আকাশ পথে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীসীতারাম পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন]

রাম—(সীতার হস্ত ধারণ করিয়া) শুনলে সীতা?

সীতা—শুনলাম। আহা বনবাসে তোমায় কত কষ্টই ভোগ করতে হবে।

রাম—আমার কষ্ট পদে আছে, তোমার কষ্টের কথা মনে করলেও অশ্রু সম্বরণ করতে পারিনে। হে আনন্দকোলাহল-মুখরিতা অযোধ্যা! আজ তোমার আনন্দের শেষ। জানকি! অযোধ্যার শেষ শোভা দেখ। কালই অযোধ্যা হাহাকারে পূর্ণ হবে।

[উভয়ে গবাক্ষদ্বারে গিয়া কনকভবনসংলগ্ন উপবনের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যন্ত্রাগারে বীণা, মুরজ, মুরলীধ্বনি উত্থিত হইল। সেই মধুর নিক্কনে গৃহখানি ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। উভয়ে আপনহারাভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে!

মন— নীরবে—নীরবে হের যুগল মাধুরী।

—(*)—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

শ্রীরামের সীতা সমীপে বিদায় গ্রহণের জন্য আগমন

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! আসিছেন
রঘুমণি বিদায় লইতে,
জনকনন্দিনী পাশে।
পিতৃসত্য পালিবার তরে
যাইবেন দণ্ডককাননে।
ছল্‌ছল্ আঁখি দুটী
রঙ্গ হেরে হাসি পায়,
কেমনে চাহিবেন বিদায়,
এই ভয়ে যেন মলিন বদন-কমল,
অজ্ঞানীর মত হের রাঘবের অভিনয়।

মন— তাইত! সতত প্রসন্ন সেই
শ্রীমুখপঙ্কজ, যেনরে
তুষারপাতে বিষাদ মলিন।
ভাল অভিনয় তুমি শিখেছ প্রাণেশ।

অযোধ্যা—কনকভবন

[সীতা দেবপূজা করিয়াছেন, পুষ্পাদি সজ্জিত রহিয়াছে, ধূপগন্ধে গৃহ আমোদিত, স্বর্ণ-দীপাধারে স্বর্ণ-প্রদীপ সমাধিস্থ যোগীর চিত্তের মত স্থির। শ্রীরামের পূজার জন্য পুষ্পমাল্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে, ধীর পদবিক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশ, সীতা অগ্রসর হইলেন]

সীতা—একি! আজ তোমার অভিষেকের দিন, এরূপভাবে একাকী আসছো কেন? সামন্তরাজগণ কৈ? শ্বেতছত্র কোথায়? তোমার আগমনে বাদ্য সকল কেন বাদিত হচ্ছে না, মাগধ বন্দীগণ কেন বন্দনা গান করছে না, শ্রীমুখ ম্লান কেন?

রাম—(গম্ভীরস্বরে) সীতা।

সীতা—সীতানাথ।

রাম—হাঁ। আমি তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য এসেছি।

সীতা—বিদায়?

রাম—হাঁ বিদায়। শোনো—পূর্ব্বে মধ্যমা জননী পিতৃদেবের সেবা করেন, পিতৃদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দুইটী বর দিতে স্বীকৃত হন। মাতা সে বর তখন গ্রহণ না করে পিতার কাছে গচ্ছিত রাখেন। আজ তিনি পিতৃদেবের নিকট সেই বর দুটী প্রার্থনা করেন। প্রথম বর—ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বর—জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ-বর্ষ আমার বনবাস। পিতা সে সংবাদে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। ইতিপূর্ব্বে সুমন্ত্র এসে আমাকে তাঁদের কাছে লয়ে যায়; তাঁর আর কিছুই বলবার শক্তি নাই। মধ্যমা মাতার মুখে সব শুনলাম; পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ দেবতা, কেবল পিতৃমাতৃ সেবার দ্বারা মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যজ্ঞ, ব্রত, দান আর কিছু করবার প্রয়োজন হয় না। কেবল পিতৃসেবার দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের ফল পাওয়া যায়। সেই পিতৃদেবতার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য বনগমনে প্রস্তুত হয়েছি। মাতার নিকট বিদায় লয়েছি, তুমি বিদায় দাও দেবি!

সীতা—তুমি বনবাসে যাবে! তা বেশ—আমি আগে আগে বনের কুশ, কাশ, কণ্টক, কঙ্কর পরিষ্কার করতে করতে যাবো, তুমি আমার পিছু পিছু আসবে।

রাম—তুমি কি বলছ !

সীতা—বল্‌ছি, বন্ধুর সে বনপথে ঐ সুকোমল চরণ দুটী, যে চরণ দুটী আমি বুকে রাখতে ব্যথা পাই, যাতে ব্যথা লাগবে বলে আমি গৃহ প্রাঙ্গনে পুষ্প বিস্তীর্ণ করে রাখি, সেই চরণ ত' কণ্টক কঙ্করের আঘাত সহ্য করতে পারবে না, তাই দাসী আগে আগে তা পরিষ্কার করতে করতে যাবে।

রাম—হাসালে সীতা—নিতান্ত বালিকা, বনে তুমি কোথায় যাবে ? বন বিষ্ণুমন্দির নয়, অথবা মিথিলা নয়, বন—সে ভীষণ বন, সিংহ ব্যাঘ্র, ফল্লুক, শবভ, রাক্ষসগণ সর্ব্বদা বেড়াচ্ছে, সেই ভয়ঙ্কর দণ্ড-কারণ্যে চিব সুখে পালিতা বাজার নন্দিনী, রাজপুত্রবধূ শিরিষ-কুসুমে সুকোমলাঙ্গী তুমি কোথায় যাবে ?

সীতা—তুমিও হাসালে নাথ—সেই রাজনন্দিনীর সর্ব্বস্ব, সেই রাজনন্দিনীব হৃদযপিণ্ড, তুমি যদি বনে যেতে পার—আমি কেন পারব না নাথ, খুব পার্‌বো।

রাম—শোন সীতা—আমার বিরহে মাতা কাতবা হ'যে প'ড়বেন, সর্ব্বদা তুমি তাঁর কাছে কাছে থাক্‌বে এবং অন্যমনস্ক রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বে। যা'তে তিনি পূজা-পাঠ ধ্যানাদিতে সতত নিবিষ্ট থাকেন সেইরূপ ক'র্‌বে। মাতৃসেবার ভার তোমাব হাতে দিযে আমি নিশ্চিন্ত হযে বনে চল্‌লাম, মাতা যেন আমাব বিরহে ব্যাকুলা হ'যে সর্ব্বদা রোদন না করেন।

সীতা—আমার পিতা আমাকে স্বামী সেবা কর্‌বার আদেশ ক'রেছেন, পিতামাতা ব'লেছেন "সীতা! স্বামী নারায়ণ, তাহার সেবাই তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত"; সে ব্রত আমি ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না। আমি যে তোমার দাসী প্রভো! আমি তোমার সেবা ত্যাগ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বো না। তুমি যখন কনকভবনে

হেমময় পালঙ্কে সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত রাজপুত্র, আমি তখন তোমার যে দাসী—আবার তুমি যখন সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে বৃক্ষতলে চীর-পরিহিত জটাধারী তাপস, তখন আমি তোমার সেই দাসীই; দাসীকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?

রাম—শোন সীতা, ভরত এখন এরাজ্যের রাজা; ভরতকে স্নেহ ক'র্‌বে, ভরতের নিকট আমার সুখ্যাতি ক'র্‌বে না। সর্ব্বদা সাবধানে থাক্‌বে। শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণকে স্নেহ্‌ চক্ষে দেখ্‌বে, তোমার সুমিষ্ট ব্যবহারে কেহ যেন আমার বিরহ বুঝ্‌তে না পারে।

সীতা—কায়া ছেড়ে ছায়া কখনও থাক্‌তে পারে না, তোমাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে পার্‌বো না।

রাম—আদরিনি—চাপল্য ত্যাগ কর, যা' কখনও সম্ভব হ'তে পারে না, সে বিষয়ে অভিলাষ করা উচিত নয়। তুমি বন যে কি তা' জান না, তাই বারংবার আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌ছ; শোন সীতা—সিংহ ব্যাঘ্রাদি ত দূরের কথা, সে ভীষণ অরণ্যের দংশ মশকাদির দংশন সহ্য ক'রতে পার্‌বে না। দিবসেও দারুণ ঝিল্লিরবে কর্ণ বধির হ'য়ে যাবে। কটু তিক্ত ফল-মূল ভোজন ক'রতে হবে। তাও সবদিন মিল্‌বে না, কোনদিন বা বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন ক'রে দিন কাটাতে হবে। বন অত্যন্ত ক্লেশকর—বনগমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।

সীতা—নাথ! তোমার সঙ্গে থাক্‌লে আমার কোন কষ্ট হবে না, তোমার ভুক্তাবশিষ্ট কটু, তিক্ত, ফল-মূল আমি আনন্দিত মনে ভোজন ক'রব। আমিত বার ব্রতাদি করি, আমার উপবাস করা অভ্যাস আছে,—যেদিন ফল না পাওয়া যাবে সেদিন উপবাস ক'রে থাক্‌ব। আমি তোমার কষ্টের কারণ হব না, তোমার কার্য্যই সাধন ক'র্‌ব।

রাম—দেখ সীতা, তোমাকে বনে লয়ে যাবার কল্পনাও করতে পাচ্ছি না।

সীতা—কল্পনা না হয়, নাই করলে, আমায় লয়ে চল। দেখ এখন শত শত দাস দাসী তোমার সেবা করছে, যদি সঙ্গে একজনও সেবিকা না থাকে, তাহলে তোমার কষ্ট হবে না? প্রখর রবির কিরণে যখন ওই মুখখানিতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিবে, তখন আমি কাছে না থাকলে কে মুছিয়ে দেবে? যখন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তুমি বৃক্ষতলে শায়িত হবে, তখন কে বৃক্ষপত্রের দ্বারা শয্যা রচনা করবে? যখন দারুণ গ্রীষ্মতাপে নবনীত সুকোমল ওই বরবপুখানি ক্লিষ্ট হবে, তখন আমি কাছে না থাকলে কে বৃক্ষপত্রের দ্বারা ব্যজন করে তোমার ক্লেশ দূর করবে? যখন ফুল্লফুলগণসুরভিত মলয়-পবন প্রবাহিত বসন্ত পূর্ণিমায় পূর্ণ শশধর সুধাধারায় তোমার প্রাণে বিরহ বেদনা জাগিয়ে দিবে,—বল নাথ আমি কাছে না থাক্‌লে তোমার সে বিরহ কে দূর ক'র্‌বে? আর আমি তোমা ছাড়া কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না।

রাম—সীতা, তুমি বালিকা, বনের সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তুমি বৃথা আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌তে পার—কিন্তু আমি বনের বিষয় জানি, আর তোমাকেও জানি,—কাজে কাজেই আমার পক্ষে তোমাকে বনে ল'য়ে যাওয়া কোন ক্রমে উচিত নয়।

সীতা—পিতৃগৃহে অবস্থানের সময় জ্যোতির্ব্বিদগণ আমার ভাগ্য গণনা ক'রে ব'লেছিলেন, স্বামীসঙ্গে আমায় বনে বাস ক'র্‌তে হবে। আমি জানি তোমাকে বনে যেতে হবে এবং আমি তোমার সঙ্গে যাব, তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। আর বনবাসিনী ভিক্ষুকীগণ যখন পিত্রালয়ে আসতেন, সে সময় তাঁদের মুখে আমি বনের কথা সব শুনতাম। বন যে কিরূপ তা আমি জানি। আর তুমি কাছে থাকলে সিংহ ব্যাঘ্র রাক্ষস তো দূরের কথা, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রেরও আমার কোন অনিষ্ট করবার সাধ্য নেই, একথাও আমি বেশ জানি।

কেন তুমি বৃথা আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছ, আমি তোমার সঙ্গে বনে যাবই ; স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, স্বামীর যে ব্রত স্ত্রীরও সেই ব্রত হওযা উচিত, তোমার সঙ্গে আমিও বনগমনে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তোমার কোন কথা শুনব না।

রাম—প্রিয়তমে! তুমি ত কখনও আমার অবাধ্য নও, আজ একপ ব্যবহার কেন ক'রছ ? আমার দুঃসময় ব'লে কি তুমিও বিরূপা হলে ?

সীতা—এ কি বলছ নাথ! আমি তোমার অবাধ্য হব ? আমার কষ্ট হবে বলে তুমি আমাকে বনগমনে বাধা দিচ্ছ, আমার কর্ত্তব্যপালনে তুমি ব্যাঘাত করছ—আমি তোমার অবাধ্য হইনি, তুমি আমায় ভালবাস, আমার কষ্ট হবে বলে তুমি বারণ করছ, আর আমি দেখছি —আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে তোমাব কষ্ট হবে। আমি তোমায় কিছুতেই একাকী বনে যেতে দিব না, আমায সঙ্গে নিতেই হবে।

(ক্রন্দন)

রাম—না—আমি তোমায সঙ্গে নিতে পারি না।

সীতা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার বিরহে আমি বাঁচব না, একটু দাঁড়াও—আমি বিষ পানে দেহ ত্যাগ করি, তুমি শব দেখে যাত্রা কর। তোমার বনে কোন বিপদ হবে না।

রাম—(সীতাকে আলিঙ্গন করত) কেঁদনা চুপ কর। (কর-কমলেব দ্বারা মুখ মুছাইয়া দিলেন) ছিঃ কাঁদতে নেই, চুপ কর।

সীতা—(রামের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন)।

রাম—শোন সীতা—

সীতা—যেওনা নাথ—আমায় ত্যাগ করে যেওনা, ভক্তা পতিব্রতা দীনা—সমান সুখ দুঃখের ভাগিনী আমায় সঙ্গে লও—আমায় বনে নিয়ে চল প্রভো!

রাম—সীতা—বার বার তোমায় নিষেধ করছি—বনগমনের আগ্রহ ত্যাগ কর।

সীতা—(প্রণয় ও অভিমানভরে) পিতা তোমায় জামাতা করে, তুমি নামেই পুরুষ—কাজে স্ত্রীলোক এ কথা কি জানতে পেরেছেন? একান্ত অনুগতা আগ্রহশালিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করে তুমি বনে গেছ জেনে, রাম পরাক্রমশূন্য এ মিথ্যা অপবাদ যদি লোকে রটায়—তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি আছে। আমিও সত্য বলছি আমায় না লয়ে গেলে আমি বিষপান, অগ্নিপ্রবেশ অথবা জলপ্রবেশ করে আত্মহত্যা করব।

রাম—সীতা! তুমি আমায় বড় বিপদে ফেল্‌লে। প্রিয়তমে! বনে বড় কষ্ট হবে, নিবৃত্ত হও।

সীতা না আমার কোন কষ্ট হবে না, তুমি কাছে থাকলে বিজন অরণ্যও আমার নন্দন-কানন। তুমি-শূন্য রাজভবনও মহাশ্মশান। আমি বল্‌ছি আমার জন্য তোমার বনে কোন কষ্ট হবে না। আমি অযোধ্যার কথা একবারও মনে কর্‌ব না, কটু, তিক্ত ফল-মূল যেদিন যা পাওয়া যাবে তাই আনন্দিত মনে গ্রহণ ক'র্‌ব। তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যেও না—তোমার পায়ে ধ'রে ব'ল্‌ছি তুমি আমায় ফেলে গেলে আমি বাঁচবো না। (অশ্রুজল দ্বারা রামের পদদ্বয় ধৌত করিতে লাগিলেন)।

রাম—(সীতাকে আলিঙ্গন করত অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন) না দেবি, তোমায় ত্যাগ ক'রে আমি স্বর্গও চাই না, তোমার কষ্ট হবে এবং তোমার মত না জেনে তোমায় সঙ্গে লওয়া উচিত নয়—এই

জন্যই নিষেধ ক'র্ছিলাম। এখন বুঝলাম—যে তুমি আমার বিরহ সহ্য কর্তে পার্বে না। চল দেবি, চল প্রিয়তমে, অযোধ্যা কনকভবন ত্যাগ ক'রে—দীন তাপস রাঘবের পর্ণ কুটীর আলোকিত কর্বে চল। রাঘব ভিখারী, প্রস্তুত হও, ভিখারিণী সাজবার জন্য প্রস্তুত হও। ধনরত্ন যা আছে সব দান ক'রে সত্বর বনে যা'বার জন্য সজ্জিত হও।

সীতা—দাসী কৃতার্থা হ'লো।

রাম—বনগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ক'র্তে হবে। সীতা তোমার হার ও অন্যান্য আভরণ সকল অরুন্ধতী দেবীকে দান কর্বার জন্য উন্মোচন কর। কে আছ?

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—দাস লক্ষ্মণ।

রাম—লক্ষ্মণ। তুমি ব্রাহ্মণগণকে সত্বর আহ্বান ক'রে আন, আমি বনগমনের পূর্ব্বে তাঁদের পূজা ও ধনদান ক'রব।

লক্ষ্মণ—দেব! দাসকে সঙ্গে নিতে হবে, আমি আপনাদের সঙ্গে বনে যাব।

রাম—সে কি কথা, তুমি কোথা যাবে? এই একজনের হাত হতে নিস্তার না হ'তে হ'তে তুমি আবার অন্যায় আগ্রহ ক'র্ছ!

লক্ষ্মণ—এ আগ্রহ অন্যায় নয়। আজীবন আমিতো আপনার পিছু পিছু চলেছি। বলুন লক্ষ্মণ ছাড়া আপনি কোনদিন কোন কার্য্য ক'রেছেন? বাল্যক্রীড়ায় আমি আপনার সঙ্গী, বিদ্যাশিক্ষায় আমি আপনার সহচর, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার সময় আমি আপনার অনুবর্ত্তী, মুনি-গণের যজ্ঞরক্ষার সময়ও আমি আপনার সাথী। বলুন প্রভো—কোন্ সময় কোন্ কার্য্য লক্ষ্মণকে ছেড়ে ক'রেছেন? কাজে কাজেই বনগমন

আমাকে ত্যাগ ক'রে ক'র্‌তে পারেন না। আমি যাবো, আমায় অনুমতি করুন।

রাম—দেখ লক্ষ্মণ! সীতা স্ত্রীলোক, সীতা এ সম্বন্ধে জেদ্‌ ক'রতে পারে, কিন্তু তোমার জেদ্‌ করা কোন ক্রমে উচিত নয়। বিশেষ মাতাদের রক্ষার ভার তোমার নিতে হবে। পিতা মধ্যমা জননীর বশ, ভরত কিরূপ ব্যবহার ক'রবে বলা যায় না। এজন্য আমি তোমায় মাতাদের রক্ষার ভার দিচ্ছি—তুমি মাতৃগণকে পালন কর। এতেই আমি সন্তুষ্ট হব।

লক্ষ্মণ—ও স্তোক-বাক্য আমি শুনব না। মাতৃগণের পোষণের চিন্তা আমাদের ক'রতে হবে না তা' আমি জানি। কৌশল্যা-দেবীর সহস্রগ্রাম আছে, তিনিই কত লোককে পোষণ করতে পারবেন। আর ভরতও মাতৃগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে না। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে, আমি আপনার সঙ্গে বনে যাবই।

রাম—শোন লক্ষ্মণ! বালকত্ব ত্যাগ কর—যা সম্ভব তাই কর, এতেই তোমার যথেষ্ট ভক্তি করা হবে।

লক্ষ্মণ—দেখুন আমি সঙ্গে না গেলে আপনাদের সেবা কে ক'র্‌বে? কে ফলমূলাদি ল'য়ে আস্‌বে? কে বৃক্ষতলে কুশ, কাশ, বৃক্ষপত্রাদির দ্বারা শয্যা প্রস্তুত ক'রবে? কে আপনাদের বাসের জন্য পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করবে? আপনি যখন মৃগয়ায় যাবেন তখন দেবীকে কে রক্ষা করবে? সেজন্য আমার যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় যখন আপনারা নিদ্রিত থাকবেন তখন আপনাদের প্রহরীর কার্য্য কে করবে? দেবি! আপনিই বলুন—আমি আপনাদের সেবা ত্যাগ করে কি অযোধ্যায় থাকতে পারি? আপনারা বনে কটু তিক্ত ফলমূল ভোজন করে দিনযাপন করবেন, আর আমি অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে রাজভোগে থাকবো? না—এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

রাম—তাইত—লক্ষ্মণ—

সীতা—তোমায় ছেড়ে দেবর ত' থাকতে পারবে না, লক্ষ্মণকেও সঙ্গে লও।

লক্ষ্মণ—বলুন দেবি! আপনিই বলুন।

রাম—এবার দুজনে একদিকে হলে। চলো, আর কি হবে। প্রস্তুত হও। বন্ধুবর্গের অনুমতি লয়ে এস। রাজর্ষি জনক বরুণদত্ত যে দিব্যধনু দিব্য অভেদ্য কবচ—অক্ষয় সায়ক, তূণ ও আদিত্যতুল্য প্রভাযুক্ত হেম খড়্গ বিবাহের সময় যৌতুক দিয়েছিলেন, সে সব অস্ত্র আচার্য্যগৃহে আছে, তা লয়ে সত্বর তুমি প্রত্যাগত হও ও ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন কর, আমি তাঁদের পূজা করে বনে যাব।

লক্ষ্মণ—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

রাম—সীতা! প্রস্তুত হও।

[সীতা সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। রাম একদৃষ্টে সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। পিঞ্জরস্থ শুক অব্যক্ত বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। বাতাস খরস্পর্শে বহিতে লাগিল। যন্ত্রাগারে যন্ত্রীগণ করুণ রাগিনীতে যন্ত্রালাপ করিতে লাগিল।]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!
জননীর অপূর্ব্ব মূরতি।

মন— মা—মা—মা—
একি সাজে সাজিলি পাষাণি
তুই যে রাজার ঘরণী!

জীবাত্মা সখে—সখে—

মন— (নিরুত্তর)

জীবাত্মা— আহা—ডুবে গেল সখা,
মোর সীতারাম—রূপের সাগরে

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

শ্রীরামের বনগমন

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে
সুমন্ত্র চালিত রথে
করিছেন রাম অরণ্য প্রযাণ।
মহিষিগণ সহ উন্মত্তের প্রায
ওই দশরথ ধাইছেন রথের পশ্চাতে
আর নাগরিক দল
ধনজন গৃহদ্বার করি পরিত্যাগ,
ছুটিয়াছে আকুল পরাণে
রাখ রথ—রাখ রথ—রাখ রথ বলি।

মন— এমন করুণ দৃশ্য
দেখি নাই কভু। কি জানি
কি গুণ আছে কমল নয়নে
মন্ত্রমুগ্ধবৎ অযোধ্যার নরনারী
ছুটেছে পশ্চাতে, ভুলে গেছে
গৃহদ্বার আত্মীয় স্বজন। ভুলে গেছে
দেহ অভিমান। আহা আহা
হেরি অযোধ্যায়, বিদরিয়া
যায় বক্ষ মোর। শোকের প্লাবনে
যেন ভাসিতেছে পুরবাসী দল।

অযোধ্যা রাজপথ

সুমন্ত্র সারথি রথ চালাইতেছেন

(রথোপরি শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা)

দশরথ—(দূর হইতে) সুমন্ত্র—সুমন্ত্র রথ রাখ—রথ রাখ আর একবার—আমি রামকে ভাল ক'রে দেখব—রথ রাখ—সুমন্ত্র—ইহজন্মের মত রামকে একবার দেখে লই।

(সুমন্ত্র রামের দিকে চাহিলেন)

রাম—সত্যবদ্ধ আমি, আমায় বনে অবশ্যই গমন করতে হবে—রথ চালাও।

সুমন্ত্র—রাজ-আজ্ঞা—

রাম—বলো—শুন্‌তে পাইনি। শোকে ইনি সত্যভ্রষ্ট হচ্ছেন। অধুনা এরূপ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

[রথ দ্রুত গমনে রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিল। অমাত্যগণ দশরথকে ধরিলেন। যতক্ষণ রথোত্থিত ধূলি দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ দশরথ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে জ্ঞানশূন্য হইয়া রাজপথে পতিত হইলেন। রথ তীরবেগে ছুটিতেছে—পশ্চাতে নাগরিকদল ছুটিতেছে—অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণ বাজপেয় যাগলব্ধ শ্বেতছত্র ও অগ্নিস্কন্ধে লইয়া ছুটিতেছেন।]

সকলে সমস্বরে—হে রাম! আপনার বনগমন করা হবে না—আপনি অযোধ্যায় ফিরে চলুন।

(সুমন্ত্র রামের মুখের দিক চাহিলেন)।

রাম—রথ দ্রুত চালাও।

(নাগারকগণ রথের পশ্চাৎধাবন করিতে লাগিলেন।
তাহাদের আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া—)

রাম—সারথি! রথ ধীরে ধীরে চালিত কর। (নাগরিকগণের প্রতি সস্নেহে চাহিয়া) হে অযোধ্যাবাসিগণ! তোমাদের আমার প্রতি প্রীতি দর্শনে বিমুগ্ধ হ'য়েছি। তোমরা আমায় যেমন ভালবাস ও মান্য কর, অধুনা ভরতকে সেইরূপ করবে। ভরত বয়সে প্রবীণ না হলেও জ্ঞানে প্রবীণ! তিনি তোমাদের উপযুক্ত যুবরাজ—ভয়ত্রাতা, তিনি তোমাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যই করবেন। তোমরা তাঁর আদেশ পালনে কৃতসংকল্প হও। আমার পিতা মহারাজ দশরথ যাতে দুঃখিত না হন এরূপ কার্য্য কর।

নাগরিকগণ—হে রঘুনাথ! আমরা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করে কিছুতেই রাজ্যে বাস্ ক'রতে সমর্থ হব না। আপনি যদি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, আমরা আপনার সঙ্গে বনেই যাব।

(রথ চলিতে লাগিল, নাগরিকগণ রথের পশ্চাৎধাবন করিতে লাগিলেন)।

ব্রাহ্মণগণ—(কম্পিতস্বরে) হে অশ্বগণ, তোমরা আমাদের কথা শ্রবণ কর, আর যেয়োনা দাঁড়াও, স্বামীর হিতকার্য্য সাধন কর। (রথ চলিতে লাগিল) অশ্বগণ! প্রাণি মাত্রেরই কণ আছে,—তোমরা আমাদের কথা শুনেও শুন্‌লে না,—শোন তুরঙ্গগণ,—সকলের হিতকারী—সমস্ত গুণের একমাত্র আশ্রয় রামকে বনে লয়ে যাওয়া কোনক্রমে উচিত নয়। স্থির হও—দাঁড়াও, আর অগ্রসর হয়ো না।

রাম—সুমন্ত্র! রথ রক্ষা কর। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অগ্নির সহিত পদব্রজে রথের পশ্চাতে আস্‌ছেন। আমাদের রথে অবস্থান অকর্ত্তব্য,—এস লক্ষ্মণ, এস জানকি, আমরা পদব্রজে গমন করি।

(সুমন্ত্র রথ রক্ষা করিলেন—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র ধীরে ধীরে শূন্যরথ লইয়া চলিলেন।)

ব্রাহ্মণগণ—বৎস রাম! সমস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তোমার অনুসরণ করছেন, তাঁদের স্কন্ধে আরোহণ করত অগ্নি সকলও তোমার অনুগমন ক'রছেন, আমাদের বাজপেয় যাগলব্ধ, শরৎকালীন মেঘতুল্য শ্বেতবর্ণ ছত্র সকলও তোমার পশ্চাতে চলেছে। অরণ্যে যখন তুমি আতপ-তাপে ক্লিষ্ট হবে তখন আমরা এই ছত্রের দ্বারা তোমায় আচ্ছাদন ক'রব।

রাম—হে ভূদেবগণ। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, আর আসবেন না, প্রতিনিবৃত্ত হোন, আমাকে পিতার সত্য পালন করতে দিন। আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন পিতৃসত্য পালনে সমর্থ হই।

ব্রাহ্মণগণ—রাম! আমরাও তোমার সঙ্গে বন গমন ক'রব। আমাদের বুদ্ধি সর্ব্বদা বেদ-মন্ত্রানুসারিণী ছিল—তোমার জন্য আমরা আমাদের সেই বুদ্ধিকে বনবাসে ব্যাপৃত করেছি। বেদ আমাদের সর্ব্বস্ব, বেদ আমাদের হৃদয়ে আছে, চল আমরা তোমার সহিত বনেই গমন করব। আর আমাদের গৃহে প্রয়োজন নাই, স্ত্রীগণ গৃহেই থাকুক, আমরা তোমার সঙ্গে বনেই থাকব।

রাম—হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ! আমার প্রতি আপনাদের অত্যধিক স্নেহ দর্শনে আমি কৃতার্থ হয়েছি, যান—আপনারা অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণগণ—হে রাম! তুমি যদি ধর্ম্মের অপেক্ষা না কর, কে আর ধর্ম্মপথে থাকবে? এই হংসতুল্য শুক্ল কেশ ব্রাহ্মণগণ তোমার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করছে, তুমি নিবৃত্ত হও।

রাম—হে পূজ্যচরণ ভূদেবমণ্ডলী, আর অগ্রসর হবেন না—প্রতিনিবৃত্ত হ'ন। আমার পিতার প্রতিশ্রুতি পালন ক'রতে দিন।

ব্রাহ্মণগণ—রাম! আমরা কোনক্রমে নিবৃত্ত হব না—স্থাবর জঙ্গম সকলেই তোমাকে ভালবাসে, সকলেই তোমার অনুগমন ক'রছে। ঐ দেখ বৃক্ষগণ মূলের দ্বারা গতিশক্তি রহিত হয়ে তোমার অনুগমন

করতে না পাবায় বোদন কবছে—পক্ষিগণ আহার চেষ্টাদি ত্যাগ করত বৃক্ষ শাখায় উপবেশন করে তোমাব বনগমন নিবৃত্তি প্রার্থনা কবছে। বাম -আব অগ্রসব হযো না, নিবৃত্ত হও।

(সম্মুখে তমসা বামেব বনগমন পথ রোধ করিলেন)

বাম—সাযংসন্ধ্যাকাল সমাগত—এস লক্ষ্মণ--তমসাব জলে সাযং কৃত্য করি। সুমন্ত্র! রথ বাখ—অশ্বগণকে জলপান কবাও ও তৃণাদি দাও।

[ব্রাহ্মণগণ তমসাতীবে বৃক্ষমূলে স্ব স্ব অগ্নি বক্ষা কবিযা সাযংকালীন স্নানাহ্নিক ও হোমাদি সম্পন্ন কবিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বৃক্ষপত্রেব শয্যা বচনা কবিলেন। বাম সীতা তাহাতে উপবেশন করিলেন।]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! কানন নগব হ'ল,
নগব কানন।

মন— কি জানি কোন সাধনাব বলে—
অযোধ্যাব নাগবিক দল
হেন প্রেমধনে হইযাছে ধনী।
হায! কোথায হেমময পালঙ্কেব
দুগ্ধফেননিভ কোমল শযন—
আর কোথা—তমসাব তটে
বৃক্ষমূলে পত্রশয্যা! হায বে!
আরও কত হইবে দেখিতে!

—(*)—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

শৃঙ্গবেরপুর

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, ওই ইঙ্গুদীবৃক্ষের মূলে,
কৌশল্যার অঞ্চলের মহামূল্য নিধি
আজ কুশ-শয্যাপরে করেন বিশ্রাম,
আর জনকনন্দিনী সেবিছেন
তার চরণ যুগল।

মন— এমন কঠিন কেহ নাহিক ধরায়,
না কাঁদি থাকিতে পারে এ বেশ নেহারি।
আর অন্য লীলা তব নাহি কি হে প্রিয়তম?
হে হরি! ভক্তের নয়ন বারি
এত ভালবাস তুমি? কেবল
কাঁদিবার তরে কি গো—ভক্তগণ
লয় তব শ্রীপদে আশ্রয়?
সখে—সখে—হৃদয় বিদীর্ণ
হয়—হেরিয়া রাঘবে।

শৃঙ্গবেরপুর

[ইঙ্গুদীবৃক্ষের মূলে কুশশয্যায় শ্রীরামচন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন, শ্রীজানকী চরণ সেবা করিতেছেন।]

রাম—সীতা!

সীতা—সীতানাথ?

রাম—তুমি বসে রইলে শযন কববে না ?

সীতা—না।

রাম—কেন ?

সীতা—এখানে বড চোরের ভয, চতুর্দ্দিকে ভীষণ বন। কি জানি চোবে যদি আমাব সর্ব্বস্ব আমাব অমূল্যনিধি চুরি কবে লয ?

বাম—মিত্র এবং লক্ষ্মণ বিনিদ্র হযে আমাদের রক্ষা করছে। তোমাব কোন চিন্তা নাই—তুমি শযন কব।

সীতা—আমাব এ অমূল্যনিধি, আমি কা'কেও বিশ্বাস কবি না।

বাম—তোমাব এমন অমূল্যনিধি কি দেবি ?

সীতা—কেন তোমাব চবণ দুটী,—ব্রহ্মা, মহেশ্বব, নাবদ, সনক, সনন্দন প্রভৃতি কত যোগীঋষি ও ভক্তগণ এ অমূল্যনিধি লাভ কববাব জন্য কত কঠোব তপস্যা কবছেন, কি জানি কে কখন আমাব একমাত্র সম্বল এই চবণকমল কেডে লন। এই ভযে সর্বদা সাবধানে আমায বক্ষা করতে হয।

বাম—এ ভয ত' চিবদিন আছে, এতো নূতন নয। আজ হঠাৎ এত সাবধান হবাব কাবণ ?

সীতা—তোমাব এই চণ্ডাল মিত্রটীব ভাব দেখে আমাব ভয আজ বেশী হযেছে। এত প্রেম এই চণ্ডালের ? প্রেমে একেবাবে আত্মহাবা, দ্বিধা-সঙ্কোচ বিন্দুমাত্র নেই, গুহক সবটুকু তোমাব চবণে দিযেছে, সে আপনার বলতে কিছু বাখে নাই। আজ এই গুহকেব প্রেম দেখে আমাব মনে হচ্ছে আমি তোমায ভালবাসতে এখনও শিখি নাই, কোথায অযোধ্যার বাজকুমাব—আর কোথায পশুঘাতী ঘৃণ্য চণ্ডাল, কবে তোমায একদিন দেখেছিল, কবে তোমাব ক্ষণমাত্র পবশ পেযেছিল, সে স্মৃতি বুকে কবে সে সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বদা মুখে

তোমার নাম করছে। পল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে তোমার নাম শিখিয়েছে, অবিরাম "রাম রাম" রবে শৃঙ্গবেরপুর নিয়ত মুখরিত করে রেখেছে। বল নাথ—এতে কি মনে ভয় হয় না?

রাম—সত্যই দেবি, গুহকের প্রেমের তুলনা নাই—গুহক আমায় চিরবন্দী করে রেখেছে।

সীতা—হাঁ, আচ্ছা নাথ—সবচেয়ে কি খুব কঠিন?

রাম—কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করছ?

সীতা—বল না, প্রয়োজন আছে।

রাম—প্রস্তর, লৌহ।

সীতা—না -তারচেয়ে?

রাম—বজ্র

সীতা—না —বজ্রের চেয়ে কঠিন কি?

রাম—আমি জানি না, তুমিই বল।

সীতা—সীতার হৃদয়।

রাম—কেন?

সীতা—কেন? তোমার এই বেশ, এই কুশশয্যা দেখে যখন এ হৃদয় বিদীর্ণ হয়নি, তখন এ যে বজ্রের চেয়েও কঠিন এতে আর সন্দেহ নেই। (নয়নজল পদে পতিত হইল)

রাম—সীতা কাঁদছো? এইজন্য তোমায় সঙ্গে নিতে সম্মত হইনি। আজ কুশশয্যা দেখেই কেঁদে আকুল হচ্ছ, এখনও বনের ক্লেশ আরম্ভ হয়নি। তুমি আমার কষ্ট সহ্য করতে পারবে না—যাও অযোধ্যায় লক্ষ্মণের সহিত ফিরে যাও।

সীতা—না না আমি আর কাঁদবো না, এই চুপ করলাম।

রাম—সীতা, গুহক ও লক্ষ্মণের কথা শুনতে পাচ্ছ ?

সীতা—হাঁ, তোমার বনবাসে গুহক বড় কাতর হয়েছে, মধ্যমা জননীর উপর দোষারোপ করছে। দেবরটী আমার—"কেউ কা'কেও সুখ দুঃখ দেয় না" বলে প্রবোধ দিচ্ছে।

রাম—না, আমি আর কথা কব না। তুমি শয়ন কর।

সীতা—হাঁ—

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে—

মন— কাঁদিব না মনে করি—
তবু নারি নিবারিতে নয়নের বারি।
হা নাথ! এ কি শয্যা তব ?
তুমি যে রাজার নন্দন
কৌশল্যার সর্ব্বস্ব ধন
এ কুশ শয়ন সাজে কি তোমার প্রভো!
জননি! কোথায় করিলি শয়ন মাগো!
হের সখে! কুশেতে বিচ্ছিন্ন হ'ল
জননীর সুকোমল কলেবর।
মা—মা—মা—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

—[০]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

(শ্যামবটমূল)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, শ্যামবটমূলে
রাম উরু করি উপাধান,
আছেন শায়িতা জনকঝিয়ারি।
শোভিতেছে যেন—আহা
কাবেরীর কাল জলে কনকনলিনী।

মন— সখে, কণ্টক কঙ্করাঘাতে
মার সুকোমল চরণ হইতে
ঝরিতেছে শোণিতের ধারা।
মা—মা—মা—
কেন এসেছিলি তুই গভীর কাননে?
একটী দিবসে হেন দশা তোর,
কেমনে কাটাবি মাগো দ্বিসপ্তবরষ?

[গঙ্গার নিকটবর্ত্তী অরণ্যে শ্যামবটমূল, শ্রীরামচন্দ্র বটবৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, শ্রীসীতা শ্রীরামচন্দ্রের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করত শায়িতা, শ্রীরামচন্দ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সীতার কেশগুচ্ছ তাঁহার মুখ হইতে অপসারিত করিয়া কর্ণপৃষ্ঠে রক্ষা করিতেছেন। নিকটে অগ্নি জ্বলিতেছে, সেই দীপ্তি সীতার মুখে পড়িয়াছে। দূরে লক্ষ্মণ পশ্চাৎ হইয়া ধনুর্ব্বাণ করে প্রহরায় নিযুক্ত।]

রাম—সীতা। একদিনের রবির তাপেই তোমার বদনকমল মলিন হয়ে গেছে।

সীতা—এ হলো না নাথ, রবির তাপে কি কখন কমল মলিন হয়? যতক্ষণ রঘুকুল কমলরবি সীতার কাছে আছেন, ততক্ষণ এ কিছুতেই শুকাতে পারে না।

রাম তুমি ত তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখছি তাই বলছি, মলিন হয়েছে।

সীতা—ও দেখাটা ভুল হচ্ছে, তুমি রাজপুত্র, কখনও অভ্যাস নেই, সমস্ত দিন বনে বনে, রৌদ্রে রৌদ্রে ভ্রমণ করে নিজে ক্লান্ত হয়েছ—তাই মনে করছ—আমার মুখ মলিন হয়েছে। তুমি যতক্ষণ কাছে আছ ততক্ষণ এ শুকাবে না, বিরহ-চন্দ্র অদর্শন বজ্রাঘাত ব্যতীত এ কিছুতেই মলিন হতে পারে না।

রাম—আর কথা কয়ো না, ঘুমাও।

সীতা—ঘুম আসছে না।

রাম—আহা রাজকুমারী চিরদিন সুকোমল শয্যায় শয়ন করেছ, এ কুশ-শয়নে এ কঠিন রাম উরু উপাধানে তোমার নিদ্রা আসবে কেন?

সীতা -তুমি কেবল মনে ক'রছ, বনে এসে আমার কষ্ট হচ্ছে, তোমার প্রবশের যে কি গুণ কি সব-ভুলানো মাধুরী, তা'তো তুমি জান না—তাই বার বার ওই কথা বলছ। তুমি যখন পরশ কর তখন আমি আপনাকেই ভুলে যাই, আমিই থাকি না। কষ্ট কার হবে—কে মনে করবে? হাঁ, আজ উপাধানটা নতন হয়েছে বটে।

রাম—কি রকম?

সীতা—বিবাহের পর থেকে তোমার বাহুযুগল আমার উপাধান ছিল, আজ বনে এসে আর একটি নূতন উপাধান পেলাম।

রাম—আর আমি কথা কব না, তুমি ঘুমাও।

সীতা—ঐ যে কথা কইলে?

রাম—না।

সীতা—আর্য্যপুত্র!

রাম—(নীরব)

সীতা—নাথ!

রাম—(নীরব)

সীতা—প্রাণেশ্বর!

রাম—(নীরব)

সীতা—বেশ—আর কথা কবে না, তবে ঘুমাই। (সীতা নিদ্রিতা হইলেন।)

রাম—(আপন মনে) আমি বড় ভালবাসা ভালবাসি, আর কিছু চাই না, শুধু চাই ভালবাসা—অকপট ভালবাসা যে আমায় দেয় আমি তার দ্বারা ক্রীত হই, আমি তারই হয়ে যাই। এই যে নররূপ ধারণ করে ধরায় আসি, এ ত' ভালবাসা শিখাবার জন্য। আমার রূপ দেখে—আমার গুণ শ্রবণ করে যখন আমার জীবের আমাতে অনুরাগ বদ্ধমূল হয়, তখন সে আমারই হয়ে যায়। একান্ত ভালবাসা ভিন্ন আমাকে ত কেউ আপনার করতে পারে না। আহা সীতা আমার মূর্ত্তিমতী ভালবাসা। সীতা আমার ক্ষণমাত্র বিরহ—

সীতা—(নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে) যেওনা নাথ! আমায় ত্যাগ করে একাকী বনে যেওনা—(ক্রন্দন)।

রাম—(গাত্রে মৃদু করাঘাত করত) সীতা সীতা! স্বপ্ন দেখেছ?

লক্ষ্মণ—(দূর হইতে) দেব! মা সহসা ক্রন্দন করে উঠলেন কেন?

রাম—ও কিছু নয়, সীতা স্বপ্ন দেখেছে।

(সীতা আলুথালুভাবে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন)

রাম—সীতা! কি স্বপ্ন দেখেছ?

সীতা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি আমায় ত্যাগ করে বনে চলে গেছ। (ক্রন্দন)

রাম—কি বিপদ—আমি ত এই রয়েছি—তোমার স্বপ্ন ত ভেঙ্গে গেছে—তবু কেন কাঁদছ?

সীতা—(চক্ষু মুছিয়া) ওঃ—তোমার বিরহ কি দারুণ, তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ—এখনও আমার বুক কাঁপছে।

রাম—তা আমি জানি, নিদ্রিতা হয়েও বিরহে রোদন করবে। আর তোমায় ঘুমাতে হবে না, জেগে বসে থাক।

সীতা—সেই ভাল, তুমি আমার ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমাও।

রাম—তাই হোক্! (রাম সীতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। সীতা ধীরে ধীরে জটাজাল রামের মুখ-কমল হইতে অপসারিত করিয়া শ্রীমুখখানি দেখিতে লাগিলেন।)

রাম—(হাসিয়া) কি দেখছ?

সীতা—আহা মুখখানি একেবারে কি হ'য়ে গেছে! আমার পাষাণ দিয়ে হৃদয় গঠিত, এ মুখ মা দেখলে এতক্ষণ কেঁদে আকুল হতেন। (ক্রন্দন)

রাম—মা কাঁদতেন, তুমি ত একেবারেই কাঁদতে জান না, তবে তোমার চোখ থেকে এত জল আমার মুখে পড়ছে কেন?

[সীতা হাসিয়া চক্ষু মুছিলেন, রামচন্দ্র সীতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ কলরব

করিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ সমীরণ সীতারামের অঙ্গ স্পর্শ করত আনন্দে আত্মহারা হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিল।]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে—

মন— না—শুনিব না কোন কথা।
অনুক্ষণ নেহারিব যুগল মাধুরী,
হইব উন্মাদ আমি প্রেমামৃত পানে।
ফিরে যাও সখে!
ডুবিয়া মরিব আমি
রামলীলা অমৃতসাগরে।

জীবাত্মা— (মনকে আলিঙ্গন করিল)
[প্রণবের আবির্ভাব।]

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

চিত্রকূটপথে বাল্মীকির আশ্রম

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! শিষ্যগণ সাথে
আদি কবি বাল্মীকি করিছেন
রামনাম গান। ঐ দূরে আসিছেন
শ্রীরাম জানকী আর সুমিত্রা-তনয়।

মন— সখে! সখে! একি অপূর্ব্ব
আশ্রমে আনিলে আমায়।
পূর্ণ হোল প্রাণ মোর, রামনাম
করিয়া শ্রবণ। এত মধু রামনামে?
আহা, যেন প্রতি বৃক্ষ হ'তে
ঝরে নাম সুধাধারা। প্রতি বৃক্ষ,
প্রতি লতা, প্রতি পত্র করিছে নর্ত্তন
রাম নাম শুনি।

[চিত্রকূট পথে বাল্মীকি মুনির আশ্রম। শিষ্যগণ সহ বাল্মীকি মুনি রামনাম গান করিতেছেন। বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ সেই গানে যোগদান করিয়াছে।]

উচ্চৈঃস্বরে গাহিতেছেন :—

জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম।

[আশ্রমস্থ মৃগগণ "রামনাম" গান করিবার জন্য চেষ্টা করত অকৃতকার্য্য হওয়ায় দরদরিতধারে তাহাদের নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। তাহারা উৎকর্ণ হইয়া "রামনাম" গান শুনিতেছে। প্রতি বৃক্ষ, বৃক্ষপত্র ও বল্লরী "রামনাম" শ্রবণে নৃত্য করিতেছে।]

শিষ্যগণ— রাম রাম জয় রাম রাম।
রাম রাম জয় রাম রাম॥
রাম রাম রাম জয় রাম রাম রাম।
রাম রাম রাম জয় রাম রাম রাম॥
জয় রাম জয় রাম জয় রাম জয় রাম।
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম॥

(গান শেষ হইল। শিষ্যগণ বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন)

বাল্মীকি—(করযোড়ে) হে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু! হে রাম! হে রঘুনাথ! হে জানকীনাথ! কতদিন আর অপেক্ষা করব প্রভো? কত যুগ তোমার নাম নিয়ে আছি, তোমার সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম কলেবর দর্শন করবার জন্য এই চিত্রকূট পথে আশ্রম রচনা করে অনুক্ষণ তোমার নাম কীর্ত্তন করছি। জানি তুমি চিত্রকূটে আসবে, আমি তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছি। এস রাম গুণধাম! এস প্রভো! তোমার মধুময় নাম কীর্ত্তনে দস্যু রত্নাকর আজ ব্রহ্মর্ষি হয়েছে। তোমার নামের শক্তি দেখাবে এস। বৎসগণ! আবার 'রামনাম' কীর্ত্তন কর। রামনাম কীর্ত্তনই ভব-সাগর তরণের একমাত্র উপায়। গতিহীন, অধম পাতকী, অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি রাম নাম কীর্ত্তন করে সেও অনায়াসে রাম-কৃপা লাভে সমর্থ হয়। তার সংসার-সাগর গোষ্পদ হয়ে যায়। রসনে! অবিরাম "রাম রাম রাম" ঘোষণা কর।

সকলে—(সমস্বরে) জয় রাম জয় রাম জয় রাম।
জয় রাম জয় রাম জয় রাম॥

[অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। আগমনকারী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া সশিষ্য বাল্মীকি মুনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিস্ময়ে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকি চরণে পতিত হইলেন। বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। সীতা ও লক্ষ্মণ বাল্মীকির চরণ বন্দনা করিলেন। মৃগচর্ম্মের উপর রামসীতাকে বসাইয়া বাল্মীকি পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা রামচন্দ্রের পূজা করিলেন, পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা রামকে সজ্জিত করিলেন।]

বাল্মীকি—হে রাম! এই পাদ্য অর্ঘ্য, এই ফলমূল গ্রহণ কর। আজ তোমায় দর্শন করে যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছি তা বর্ণনা করতে পারি না।

রাম—(কৃতাঞ্জলি হইযা) দেব! আমরা পিতার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য অরণ্যে এসেছি। আজ আপনার চরণ দর্শনে কৃতার্থ হ'লাম, ধন্য হ'লাম। কি শান্তি-পূর্ণ মনোরম আশ্রম। এমন আশ্রম আর আমার নয়ন গোচর হয় নাই। আপনার আশ্রমের নিকট কিছু কাল নিরুদ্বেগে বাস ক'র্‌তে পারি এইরূপ একটি সুখকর স্থানের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি, আমায় বলুন, আমি সীতার সহিত সেই স্থানে কিছু কাল অবস্থান করব।

বাল্মীকি—(সহাস্যে) রাম তুমিই সর্ব্বলোকের উত্তম স্থল, সমস্ত ভূতগণ তোমারও নিবাস ভূমি এ হ'ল সাধারণ স্থান। সীতার সহিত ব'লেছ ব'লে বিশেষ ভাবে নিত্য বাসস্থানের কথা বল্‌ছি। যাঁরা শান্ত, সমদৃষ্টিসম্পন্ন, দ্বেষরহিত, নিত্য তোমাকে ভজনা করেন তাঁদের হৃদয়ই তোমার প্রিয় মন্দির। হে রাম ধর্ম্মা-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে তোমাকেই যাঁরা দিবা নিশি ভজনা করেন, তাঁদের হৃদয়ই সীতার সহিত তোমার বাসের সুখ মন্দির। যে ব্যক্তি তোমার মন্ত্র জপ করেন, তোমারই শরণাগত, দ্বন্দ্বশূন্য, নিঃসন্দেহ, তাঁর হৃদয়ই তোমার

সুখ মন্দির। হে রঘুনাথ! যাঁরা নিরহঙ্কার, শান্ত, রাগ-দ্বেষ শূন্য, লোষ্ট্র-প্রস্তর ও স্বর্ণে সমজ্ঞান করেন তাঁদের হৃদয়ই তোমার উত্তম গৃহ। হে রঘুকুল-কমল-রবি! যিনি তোমাতে মন-বুদ্ধি সমর্পণ করে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যিনি তোমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করেন, তাঁর মনই তোমার শুভ নিকেতন। যিনি "সমস্ত মায়া" এই নিশ্চয় ক'রে অপ্রিয় পেয়েও দ্বেষ করেন না, প্রিয় বস্তু পেয়েও আনন্দিত হন না, কেবল তোমাকে ভজনা করেন তাঁর মনই তোমার গৃহ। যাঁরা ষড়্ভাববিকার আদি দেহের দেখেন, আত্মাতে দেখেন না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, ভয়, প্রাণ ও বুদ্ধির দেখে থাকেন, সংসার ধর্ম্ম নির্মুক্ত তাঁদের মানস তোমার গৃহ। যাঁরা তোমাকে সকলের হৃদয় গুহাস্থিত, আকাশের মত নির্লিপ্ত, সত্য, অনন্ত, বরণীয়, চিদ্‌ঘন সর্ব্বগত দর্শন করেন তাদেব হৃদয়ে তুমি সীতার সহিত নিত্য বাস কর। নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা যাঁদেব মন দৃঢ়, তোমার পাদপদ্ম সেবাতে যাঁদের বুদ্ধি সর্ব্বদা আসক্ত; নিবত তোমাব নাম কীর্ত্তন দ্বারা যাঁদের পাপক্ষয় হয়েছে, তাঁদের হৃদয়-কমলই সীতার সহিত তোমার নিয়ত নিবাস স্থান।

রাম—আপনি এ কি বলছেন?

বাল্মীকি—কি বলছি তাকি তুমি জান না প্রভো! রাম রাম রাম! তোমার ঐ মধুময় রামনাম জপ করে আজ আমি ব্রহ্মর্ষি। আমি অতি দুরাচার ছিলাম। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ মাত্র করেছিলাম। ব্রাহ্মণের আচার কিছু ছিল না। জগতে এমন পাপ নাই যে করি নাই। শূদ্রার গর্ভে বহু পুত্র উৎপাদন করেছিলাম, তাদের পালনের জন্য চোরের সহিত মিশে চোর হয়েছিলাম। ধনুর্ব্বাণ হাতে করে বনে বনে যমের মত ঘুরে বেড়াতাম।

লক্ষ্মণ—তারপর—

বাল্মীকি—এমনিভাবে কতদিন চলে গেল, প্রতিনিয়ত পাপ কার্য্য করে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম, জগতে দুষ্কর্ম্ম বলে কিছু মনে হ'ত

না। সামান্য অর্থের জন্য স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করতেও পশ্চাদ্‌পদ ছিলাম না। সেই শূদ্রার হাসিমাখা মুখখানা দেখবার জন্য এমন কোন দুষ্কর্ম্ম ছিল না যা আমি করতে পারতাম না। শুন্‌ছ রাম—শুন্‌ছ শিষ্যগণ, রত্নাকরের দুষ্কর্ম্মের কথা শুন্‌ছ ?

রাম—বলুন দেব!

বাল্মীকি—তারপর—জীবনের এক শুভ মহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হ'লো। একদিন অরণ্য মধ্যে সপ্তজন মুনিকে দেখে তাঁদের পরিচ্ছদ গ্রহণ করবার জন্য "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলে পশ্চাদ্ধাবন করলাম। তাঁরা হেসে বললেন, "রে দ্বিজাধম! কেন আস্‌ছিস?" আমি বললাম, "কেন আস্‌ছি বুঝতে পারছ না? তোমাদের যা' কিছু আছে সব দাও—নচেৎ জোর করে কেড়ে নেব। গৃহে ক্ষুধিত পুত্রগণ পথ চেয়ে আছে—দাও—শীগ্‌গীর দাও, আমি দেরী করতে পারছি না।" তাঁরা বললেন—"পরস্বাপহরণ মহাপাপ, এর জন্য ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তা জান?" আমি বল্‌লাম—"পাপ কি?" তাঁরা বল্‌লেন—"শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। এরূপ আচরণ না করলে পাপ হয়। পরদার ও পরদ্রব্য গ্রহণ ত মহাপাপ।" আমি বল্‌লাম—"আমি বলবান, আমার পাপ হয় না। যারা দুর্ব্বল তাদেরই পাপ হয়। আমার পাপ বলে মনেও হয় না।" তাঁরা বল্‌লেন—"তুমি যতই বলবান হওনা কেন পাপের সাজা অবশ্যই ভোগ করতে হবে; পাপ অভ্যাস করে ফেলেছ বলে পাপ বলে মনে হচ্ছে না—কিন্তু তা' হলেও তুমি নিস্তার পাবে না। দারুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে, নরকে ভীষণ যন্ত্রণা পাবে, এ কথা স্থির জেনো।" আমি প্রথম যেদিন চরিত্রভ্রষ্ট হই, প্রথম যেদিন চুরি করতে আরম্ভ করি, সহসা সেদিনের কথা মনে পড়ল—সে পুরাতন বেদনা এসে হৃদয়ে আঘাত করলে—ওঃ—সে কি জ্বালা—বুকটার ভিতর জ্বলে যেতে লাগ্‌লো। বুকের জ্বালা চেপে বল্‌লাম, "পাপই যদি হয়—আমরা সকলে ভোগ করব।" তাঁরা বল্‌লেন—"না, তোমাকেই

ভোগ করতে হবে—কেউ তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করবে না। যাও তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্রকে জিজ্ঞাসা করে এস।" দুহাতে বুকখানা চেপে ধরে গৃহের দিকে ছুটলাম—স্ত্রীপুত্রকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তারা বল্‌লে, "পাপ তোমার, আমরা তোমার উপার্জ্জিত অর্থের ফলভাগী।" ওঃ, সে কি ভীষণ নৈরাশ্য—কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা! মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল; আমার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম মূর্ত্তি গ্রহণ করে আমাকে গ্রাস কর্‌বার জন্য ছুটে আসতে লাগলো। আকুল হয়ে আমি তাঁদের চরণে লুটিয়ে পড়ে বললাম,—"রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—আমার মত মহাপাতকীকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন, আমি আপনাদের শরণাপন্ন, আমায় কৃপা করুন।" তাঁরা বল্‌লেন—"ভয় নাই, তুমি মহাপাতকী হলেও যখন শরণাগত হয়েছ, তখন মোক্ষ মন্ত্র উপদেশের দ্বারা তোমায় উদ্ধার ক'রব। তুমি 'রাম' এই মহামন্ত্র জপ কর।" অতি মহাপাতকী আমি 'রাম' নাম উচ্চারণ করবার চেষ্টা করলাম—পারলুম না। কলুষিত জিহ্বা নাম উচ্চারণ করতে পারলে না।

লক্ষ্মণ—তারপর—তারপর?

বাল্মীকি—তারপর তাঁরা বল্‌লেন, তাইত তুমি "রাম" নাম উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌লে না, আচ্ছা "মরা, মরা" এই ব্যস্তাক্ষর জপ কর।" "মরা" "মরা" এইরূপ জপ কর্‌তে কর্‌তে জিহ্বার জড়তা দূর হ'ল, সুস্পষ্টভাবে "রাম রাম" জপ করতে লাগলাম। মুনিগণ অন্তর্হিত হ'লেন। আমি একস্থানে বসে অবিরাম "রাম রাম রাম" জপ ক'রতে ক'রতে সর্ব্বসঙ্গশূন্য হয়ে পড়লাম, বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হ'লাম, দেহ ভুল্‌লাম, আমার দেহ বল্মীক স্তূপে পরিণত হ'ল। নামের বিরাম বিশ্রাম নাই। তারপর সব স্থির হ'য়ে গেল, সমাধি লাভ ক'রলাম। অনন্ত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম-সাগরে অহংজ্ঞানের অবসান হ'ল। বহুকাল পরে মুনিগণ এসে আমায় বল্‌লেন—"তুমি "রাম" নাম প্রভাবে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ ক'রেছ, তুমি ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি।" শুনছ শিষ্যগণ?

শিষ্যগণ—(সহর্ষে সীতারামকে প্রদক্ষিণ করত) জয়রাম—জয়রাম—জয়রাম—রবে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বাল্মীকি—শুন্‌লে রঘুনাথ, তোমার নামের গুণ শুন্‌লে ? (শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল) নীরব কেন প্রভো ?

রাম—(আত্মবিস্মৃত ভাবে) ভক্তরে ! ভক্তরে ! তুই আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তুই আমায় বেঁধে রেখেছিস্, আয় আমার বুকে আয়। (শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকিকে আলিঙ্গন করিলেন)।

শিষ্যগণ—জয়রাম—জয়রাম (জয়ধ্বনি)।

রাম—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) মুনিবর ! দাসকে ক্ষমা করুন।

বাল্মীকি—(রামচন্দ্রকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) লীলাময় ! আজ আমি কৃতার্থ, আজ আমি ধন্য। তোমার মধুময় স্পর্শে আজ আমার সমস্ত সাধনা সার্থক হ'ল। যে আশায় তোমার নাম ও লীলাগুণ ল'য়ে এতদিন "রাম রাম" ক'র্‌ছিলাম সে আশা পূর্ণ হল।

সকলে—(সঘনে) শ্রীরাম জয় জয় জয় রাম (রাম আসন গ্রহণ করিলেন)।

লক্ষ্মণ—তারপর কি হ'ল ?

বাল্মীকি—তার'পর অধিকাংশ সময় সমাধিস্থ হ'য়েই থাক্‌তাম। প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে সমাধিভঙ্গ হ'লে রামনাম গান ক'র্‌তাম। কোনদিন মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে ? ধর্ম্মবান, শীলবান, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, পিতৃমাতৃভক্ত, প্রিয়দর্শন সমস্ত সদ্‌গুণ একমাত্র কাকে আশ্রয় করে আছে ? ত'ার উত্তরে মুনি বল্‌লেন, "হে ব্রহ্মর্ষে ! তুমি যে সমস্ত দুর্লভ গুণযুক্ত পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা ক'রচ, সে সকল গুণ একমাত্র "রামচন্দ্রেই" আছে। আমি বললাম,

"যে রামনাম জপ ক'রে আমি ব্রহ্মর্ষি হ'য়েছি, আপনি কি সেই রামচন্দ্রের কথা বল্‌ছেন?" মুনি বল্‌লেন, "হাঁ, আমি সেই সাক্ষাৎ পরম-ব্রহ্ম, বিষ্ণু অবতার রামের কথাই ব'লছি। তিনি প্রতি ত্রেতাযুগে লীলা-বিগ্রহ ধারণ ক'রে যে লীলা করেন সে লীলা বলি, শ্রবণ কর।" এই বলে তিনি আমায় তোমার রামলীলা কথা বললেন।

লক্ষ্মণ—এর পূর্ব্বেও কি এ লীলা হ'যে গেছে?

বাল্মীকি—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ব-বার হ'যেছে। বহুবার ইনি রামরূপ ধারণ ক'রে জগতে শ্রবণ-মঙ্গল লীলা ক'রে ত্রিতাপ-তাপিত জীবকুলকে লঘূপায় প্রদর্শন ক'রেছেন।

লক্ষ্মণ—অশ্রুতপূর্ব্ব কথা আজ আপনার মুখে শ্রবণ ক'রে আমার প্রাণ পুলকে পূর্ণিত হল। আমার মন এক নবরাজ্যে বিচরণ ক'র্‌ছে বলুন! বলুন দেব!

বাল্মীকি—তার'পর একদিন শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত তমসায় স্নানার্থ গমন ক'রে শুন্‌লাম একটী বৃক্ষশাখায় ক্রৌঞ্চমিথুন উপবিষ্ট হয়ে সুস্বরে গান কর্‌ছে। কি মধুর সে সঙ্গীত। তমসার জলকণা-বাহী সমীরণ মৃদু মৃদু বৃক্ষপত্র কম্পিত কর্‌তে কর্‌তে যেন সে সঙ্গীত সুধাধারায় জগৎবাসীকে স্নান করাবার জন্য দিগ্‌দিগন্তে ছুটেছে! আমি স্নানের কথা বিস্মৃত হয়ে সে গীতরব শুন্‌তে শুন্‌তে ধ্যানের রাজ্যে চলে গেলাম। সহসা ক্রৌঞ্চীর আকুল ক্রন্দনে ধ্যানভঙ্গ হ'ল। দেখলাম নিষ্ঠুর ব্যাধের শরাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর ক্রৌঞ্চ ভূমিতে পড়ে আছে—আর ক্রৌঞ্চীর করুণ ক্রন্দনে সারা বনানী রোদন করছে। শোকে সহসা মুখ হতে নির্গত হ'ল—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥"

আমি ভাবলাম শোকে আত্মহারা হয়ে এ কি ছন্দোবদ্ধ কথা মুখ হতে নির্গত হ'ল! ভরদ্বাজ! এ কি! ভরদ্বাজও বার বার এই আদি-শ্লোক উচ্চারণ করতে লাগলো। স্নান করে আশ্রমে এলাম। তারপর হংসযানে পিতামহ ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হলেন। পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা করার পর স্বতঃই এই শ্লোক আমার মুখ হতে উচ্চারিত হ'ল। কমলাসন হাস্য করে বল্লেন—"মুনিবব! জগতের কল্যাণের জন্য এই ছন্দে লীলাবেদ রামায়ণ রচনা কর। ত্রিতাপতাপিত জীবকুল সনাতন ব্রহ্ম রামচন্দ্রের অপূর্ব্ব লীলাবেদ রামায়ণ শ্রবনে মননে লঘুপায়ে ভগবৎ লাভে সমর্থ হবে। দাও, জগৎকে নূতন, সহজ, সরল পথ প্রদান কর। বেদের অর্থ সহজ ভাবে বিবৃত কর। নারদের মুখে যে রাম চরিত্র শ্রবণ করেছ, সেই চরিত্র ধ্যান কর, তুমি সমস্ত লীলাই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তাঁদের হাস্য, কথন, গমন সবই তুমি ধ্যানে দেখতে পাবে। এ কাব্যে তুমি যে কথা লিখবে তা মিথ্যা হবে না। তোমার এ আদি কাব্য জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করবে। তাঁর ইচ্ছাতে তোমার মুখ হতে এই শ্লোক উচ্চারিত হয়েছে। তুমি 'রাম' মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক। তুমিই রামলীলা প্রণয়নের উপযুক্ত পাত্র।

লক্ষ্মণ—তারপর?

বাল্মীকি—তারপর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন, আমিও সমাধির দ্বারা রামলীলা প্রত্যক্ষ করে রামায়ণ প্রণয়ণ করলাম।

লক্ষ্মণ—আমরা কি আপনার অপূর্ব্ব কাব্যকথা শুনতে পাব না?

বাল্মীকি—পাবে, তবে বিলম্ব আছে। যাদের মুখে তোমরা রামায়ণ গান শুনবে, তারা এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।

লক্ষ্মণ—(একটী বৃক্ষ দেখিয়া) মুনিবর বৃক্ষে কি লেখা রয়েছে?

বাল্মীকি— "রাম নাম"
নহে শুধু একটী বৃক্ষেতে!
নেহার সৌমিত্রি!
প্রতি বৃক্ষে, প্রতি শাখে,
লতায় পাতায়, ফল ফুলে
'রাম' নাম শোভে অনুপম।
বহুযুগ অবিরাম করিতেছি
'রাম' নাম গান। কর বিলোকন
মোর অঙ্গে উঠেছে ফুটিয়া
'রাম' নাম কনক-কমল।
ওই মৃগ ওই পক্ষী কলেবরে
করিছে বিরাজ 'রাম' নামাক্ষর।
শিষ্যগণ শরীরেতে হের 'রাম' নাম।
আশ্রমের গগন পবন,
অনুপরমাণু কুশ কাশ
শ্যাম শস্পদলে 'রাম' নাম
হয়েছে অঙ্কিত।
লক্ষ্মণ! নেহার শরীর তব
হের শ্রীরাম জনকসুতায়
তোমরাও হয়ে গেছ
'রাম' নাম ময়।

[সীতা রাম লক্ষ্মণ ও শিষ্যগণ—আশ্রমের বৃক্ষ লতা পত্র তৃণ মৃগ পক্ষী পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 'রাম' নাম অঙ্কিত দেখিয়া বিস্মিতভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত সমস্ত 'রাম' নাম ময় দেখিয়া চিত্রিত পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন।]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে !

মন— রাম রাম রাম রাম।

জীবাত্মা— সখে !

মন— রাম রাম রাম রাম।

জীবাত্মা— সখে !

মন— রাম রাম রাম রাম।

জীবাত্মা— 'রাম' নাম সুধা সিন্ধুনীরে
করি আত্মবিসর্জ্জন
করহ গ্রহণ সখে আপন স্বরূপ।

—[০]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

চিত্রকূট

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে। মন্দাকিনীতটে,
চিত্রকূট পর্বত পাদদেশে
বসিয়া প্রস্তরোপরি
সীতারাম করেন আলাপন।

মন— এ যুগল মাধুরী যখন যেথায় হেরি
তখনই নবীন নিত্য নূতন রূপে
সদা করি দরশন।

চিত্রকূট—জানকীকুণ্ড

মন্দাকিনীতীর, কাল—প্রভাত

[প্রস্তরোপরি শ্রীসীতারাম। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল, একটির পর একটি তরঙ্গ আসিয়া কূলে আঘাত করিতেছিল। উভয়ে একদৃষ্টে মন্দাকিনী দেখিতেছিলেন।]

সীতা—মধ্যমা-জননী যে আমায় এত ভালবাসতেন, তা আমি জান্‌তাম।

রাম—হঠাৎ মাতার ভালবাসার কথা মনে পড়ল কেন?

সীতা—তাঁর কৃপাতেই তো তোমায় এমন করে আমি পেয়েছি। আগে ভেবেছিলাম, বনবাস বড় কষ্টের, এখন দেখছি অত্যন্ত

সুখের, চতুর্দ্দশ বর্ষ কেন, বহুকাল এমন বনবাস আমি হাসিমুখে করতে পারি।

রাম—মাতার কৃপার কথা কি বলছিলে ?

সীতা—বলছিলাম, যখন অযোধ্যায় ছিলাম, তখন তো তোমায় এমন করে সদা সর্বদা পেতাম না। হয়তো রাজসভায়, নয়তো মৃগয়ায়, কিম্বা সঙ্গীগণের সহিত থাকতে, এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে তো দিবানিশি সঙ্গ লাভ ভাগ্যে ঘটতো না।

রাম—সীতা!

সীতা—সীতানাথ!

রাম—সত্যই তোমার বনবাস কষ্ট বলে মনে হয় না ?

সীতা—মনে হবে কি, মন তো আমার কাছে নাই।

রাম—সে কি! মন কোথায় হারালে ?

সীতা—মন চুরি গেছে।

রাম—কে সে চোর বল, এখনি তাকে দণ্ড দিই।

সীতা—তিনি একটী শ্যামবর্ণ যুবক। এই দেখনা, এখনি তাঁকে ধরি। (রামের হস্তদ্বয় ধরিয়া) এই দেখ চোর ধরেছি।

রাম—বল, চোরকে কি দণ্ড দিব

সীতা—চোর যেন আমার কাছ ছাড়া একদণ্ড না থাকেন।

রাম—তাই হোক।

সীতা—কষ্টের কথা কি বলছ নাথ! তোমার মোহন স্পর্শে আমাকেই আমি ভুলে যাই, আমি যেন কেমন হয়ে পড়ি, কষ্টের কথা কে মনে করবে ?

রাম—সীতা! এত বন, তোমার ভয় করে না?

সীতা—ভয়ের ভয় যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান তার আবার কাকে ভয় হবে? এই সব তোমার রঙ্মাখা বৃক্ষগণ যখন বায়ুভরে হেলেদুলে খেলা করে তখন আমার তোমাকেই মনে পড়ে। সারা বনানী তোমার গায়ের রঙ্ মেখে আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, আমি যেদিকে চাই সেদিকেই দেখি যেন তুমি, সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে যেদিকে চাই সেদিকেই তুমি, আমি তোমার মাঝে ডুবে গেছি। ওই গাছে পাখীগুলি ডাকছে, আমি শুনছি 'রা 'রাম রাম' করছে, ওই ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ রবের মধ্যেও আমি তোমার নাম শুনতে পাচ্ছি, এই মন্দা কূলে আছাড় খেয়ে পড়ছে, আমি ওই শব্দের মাঝেও 'রাম রাম' শুনছি। সীতা তার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলে 'রাম-সাগরে' ডুবে যায় প্রভো!

রাম—আহা সীতা! তুমি আমায় বড় ভালবাস।

সীতা—তাই কি না, এখনও যে তুমি রাম আমি সীতা। বোধহয় সীতা যেদিন চিরদিনের মত সীতাকে ভুলবে, সেদিন সে যথার্থ রামকে ভালবাসতে পারবে।

রাম—দেখ সীতা! এই রমণীয় গিরি দর্শন করে আমার মনে রাজ্যভ্রংশ অথবা সুহৃজ্জনবিয়োগ জন্য দুঃখ হচ্ছে না। এর শিখর সকল গগন স্পর্শ করে একে বিভূষিত করেছে। কোন শিখর শ্বেতবর্ণ, কোন শিখর রক্তবর্ণ, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। এ পর্ব্বতের কোন প্রদেশ স্ফটিকমণির, কোন স্থান বা পুষ্পরাগ তুল্য, কোন স্থান কেতকী পুষ্প সমান। এ গিরি শিখরে মৃগগণ নির্ভয়ে ক্রীড়া করছে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল কাকেও হিংসা করে না।

সীতা—দেখ, দেখ নাথ! কি বৃহৎ একটী সিংহ আপন মনে বিচরণ করছে। কৈ মৃগগণ তো একে দেখে পলায়ন করল না?

রাম—ঋষিগণের তপঃ প্রভাবে এ প্রদেশ হিংসাশূন্য, কেউ কাকেও হিংসা করে না।

সীতা—ওরা কি হিংসা ভুলে গেছে?

রাম—হাঁ, সমদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিগণের তপোবলে ওদের পর্য্যন্ত সমদৃষ্টি এসেছে। ঐ দেখ সীতা কেমন বৃক্ষশ্রেণী, আম, জম্বু, লোধ, নীপ, শাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ণিকার, তিনিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গাম্ভারী, নিম্ব, শাল্ম, মধুক, কদম্ব, আমলকী, দাড়িম্ব প্রভৃতি ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষগণের দ্বারা এর শোভা সম্যক বৃদ্ধি পেয়েছে, কি সুন্দর!

সীতা—বড় সুন্দর, নাথ, বড় সুন্দর! হায়! মানুষ এমন সুখের স্থান ত্যাগ করে কেন নগরে বাস করে?

রাম—ঐ দেখ সীতা, কিন্নর-মিথুনগণ কেমন পর্ব্বতের সানুদেশে ক্রীড়া করছে।

সীতা—কিন্নরমিথুনগণ বড় নির্লজ্জ। আচ্ছা, ঐ পৃথিবী ভেদ করে জল উঠছে, ওর নাম কি?

রাম—ওকে জলপ্রপাত বলে। কি মনোহর পুষ্প গন্ধ, লক্ষ্মণ এবং তোমার সহিত যদি বহু বর্ষ চিত্রকূটে বাস করি তথাপি আমাকে শোকানল দগ্ধ করতে পারবে না। আচ্ছা সীতা! আমার মত আনন্দ তোমার হচ্ছে?

সীতা—নাথ, সীতা তার আনন্দ প্রকাশের ভাষা পাচ্ছে না, এ আনন্দে যেন সারাজীবন কেটে যায়।

রাম—রাজর্ষিগণ রাজার পক্ষে এরূপ নিয়মে বনবাস করাকেই মোক্ষসাধন বলে থাকেন। আমার পূর্ব্বপুরুষ মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ বনবাসকেই পরলোকের মঙ্গলের কারণ বলেছেন।

(উভয়ে আসন শিলা ত্যাগ করত মন্দাকিনীর নিকট গমন করিলেন)

রাম—প্রিয়ে! হংস-সারস-সেবিতা, বহু তরুগণের দ্বারা শোভিতা, বিচিত্র পুলিনশালিনী মন্দাকিনী দর্শন কর। দেখ ঐ সব জটা জিনধারী মুনিগণ যথাসময়ে মন্দাকিনীতে স্নান করছেন। ঋষিগণ সূর্য্যোপাসনায় নিমগ্ন। গন্ধবহ তীরতরুর পুষ্প পত্রের দ্বারা মন্দাকিনীর পূজা করছে। ঐ নদীর কোন কোন স্থান সিদ্ধজন-সমাকুল। কোন স্থান নির্জন তটশালী, তীরে চক্রবাক পক্ষী সকল মধুর রব করছে, তপস্যা, শম দম সমন্বিত পুণ্যাত্মা সিদ্ধগণ নিত্য এর জলে স্নান করেন।

সীতা—দেখ দেখ নাথ, কেমন মন্দাকিনীর তরঙ্গের উপর তরঙ্গ এসে পড়ছে, কি সুন্দর, কি মনোমুগ্ধকর।

রাম—সীতা! তুমি রক্তকমল ও শ্বেতকমল মন্দাকিনীতে অর্পণ করে অবতরণ কর।

সীতা—নাথ! মন্দাকিনীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। মন্দাকিনীকে আমি সখী বলে ডাকি, এ'ও কত কথা কয়। কি বল মন্দা! নাথের সুমুখে বুঝি কথা কইতে লজ্জা করছে?

(উভয়ে পুনরায় শিলায় উপবিষ্ট হইলেন।)

সীতা—দেবনদী যেন আমার আপনহারা, আমাদের সেবা ছাড়া সে আর কিছু জানে না।

রাম—লক্ষ্মণ পূজা করবার জন্য পুষ্পচয়ন করতে গেছে, কৈ এখনও তো এল না?

সীত—কি ভক্তি লক্ষ্মণের, মানুষ যেমন দেবতাকে পূজা করে, তেমনি লক্ষ্মণ নিত্য আমাদের পুষ্পচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে।

রাম—লক্ষ্মণের উপমা লক্ষ্মণ, এমন ভ্রাতৃভক্তি আর কারও কখন হয়নি, হবেনা। লক্ষ্মণ আমার ভ্রাতৃপ্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক্। ঐ যে লক্ষ্মণ আস্‌ছে।

[পুষ্পাধার মস্তকে লইয়া ধীরে ধীরে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন ও রাম-সীতার অগ্রে স্থাপন করত দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্থিত করণান্তর আলিঙ্গন করিলেন।]

সীতা—দেবর! আজ যে প্রচুর ফুল এনেছো, এত ফুল কি করবে?

লক্ষ্মণ—আমার ইষ্ট দেবদেবীর পূজা করবো।

সীতা—আমি তোমার একগাছা মালা নিলাম। (একগাছি বন ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন।)

লক্ষ্মণ—কৃতার্থ হলাম।

সীতা—(রামের গলদেশে মালাগাছটী পরাইয়া দিয়া) বেশ হয়েছে।

রাম—(একগাছি মালা সীতাকে পরাইয়া দিয়া) এবার কেমন হ'ল?

সীতা—(পুষ্পকিরীট লইয়া রামকে পরাইয়া দিলেন।)

রাম—(বকুলের মাল্য সীতার কবরীতে পরাইয়া দিলেন।)

সীতা—(চম্পকমাল্যের রচিত কুণ্ডল রামকে পরাইয়া দিলেন।)

রাম—(মল্লিকামাল্য সীতার কর্ণাভরণ করিয়া দিলেন।)

সীতা—(মল্লিকা মাল্যের দ্বারা রামের ধনুঃকাণ্ড এবং বকুল মাল্যের দ্বারা ধনুর্গুণ ভূষিত করিলেন।)

রাম—(বেল ফুলের মাল্য দ্বারা সীতার হস্ত বলয় করিয়া দিলেন।)

সীতা—(থকাকুসুম মাল্য দ্বারা রামের হস্তাভরণ করিয়া দিলেন।)

রাম—(পদ্মপরাগ লইয়া সীতার মুখে মাখাইয়া দিলেন।)

সীতা—(পদ্মপরাগ রামের সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া) এবার রতির সমূহ বিপদ।

রাম—কেন ?

সীতা—তার আর মদনকে ভাল লাগবে না। দেখ নাথ! লোকে বলে মদন বড় সুন্দর, তারা নিশ্চয়ই তোমাকে দেখেনি, কোটি মদন তোমার পায়ের নখেরও যোগ্য নয়।

[লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান! নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইতেছে।]

সীতা—দেবর! তোমার সব ফুলই আমরা নিয়ে নিলাম।

লক্ষ্মণ—ধন্য আমি, আজ কৃতার্থ হলাম! আমার ফুল আমার ইষ্টদেবদেবী আপনারা গ্রহণ করেছেন, এ অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে ?

সীতা—তা যেন হ'ল, তুমি আজ কি দিয়ে পূজা করবে ?

লক্ষ্মণ—কেন দেবি, এই ত পদ্ম রয়েছে। (শ্বেতপদ্ম রাম চরণে এবং নীলপদ্ম সীতার চরণে অর্পণ করিয়া) এস প্রভো! এস মাতঃ! আমার সহস্রদল পদ্মে একবার চরণকমল অর্পণ কর। অন্তরে বাহিরে তোমাদের দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে যাই।

[লক্ষ্মণ সীতারামের পাদমূলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া উভয়ের পদযুগল মস্তকে ধারণ করত তন্ময় হইয়া রহিলেন। মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল বৃক্ষ সকল সীতারাম ও লক্ষ্মণের শরীরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। হরিণযূথ ও বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ একদৃষ্টে সীতারামের যুগলরূপ দর্শন করিতে করিতে স্থির হইয়া রহিল।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! ভুবনমোহন যুগলমাধুরী!

মন— জ্ঞানীর আরাধ্যনিধি,
যোগীন্দ্রের সাধনার ধন,
ধরি লীলাতনু, করেন বিলাস
ভক্তদলে করিতে উদ্ধার।
মোর নয়নের অন্তরালে যেওনা প্রাণেশ!

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

চিত্রকূট

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! চিত্রকূটে প্রত্যন্ত পর্ব্বতময়
নির্জ্জন প্রদেশে, স্ফটিক শিলায়
সীতা-ক্রোড়ে রাখিয়া মস্তক
নিদ্রিত রাঘব।
বরষিছে বৃক্ষদল কুসুম নিচয়
শ্রীরামের শ্যাম কলেবরে।
গন্ধবহ নানাদিক হতে
মাখি কুসুম সুবাস অঙ্গে
করে প্রদক্ষিণ সীতারামে
আপনা হারায়ে।

মন— আহা মরি মরি, মাতা মোর
অনিমেষে হেরিছেন আকুল পরাণে
শ্রীরামের বদনকমল।
ও কি, দুষ্ট কাক করিতেছে চঞ্চুর আঘাত
মাতার স্তনমধ্যভাগে।

জীবাত্মা— নহে কাক, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত।
এখনি পাইবে দণ্ড রাঘবের করে।

চিত্রকূট পর্ব্বত

পুষ্পময় স্ফটিক শিলা

[সীতা দেবীকে পুষ্পভূষণে সজ্জিত করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন]

সীতা—নাথের ঘুমন্ত মুখখানি কি সুন্দর দেখতে। চক্ষু দুটী মুদ্রিত, মুখখানি হাসি মাখা, দেখে আমার আশা মিটছে না।

(কাকরূপী জয়ন্ত স্তনে আঘাত করিল)

আঃ যাঃ বড় জ্বালাতন কচ্ছিস্, কেন আমি তোর কি করলাম। আবার আসছিস, দেখবি ? (একটী মৃত্তিকা পিণ্ড নিক্ষেপ, কাকের দূরে গমন) মুখখানি দেখবো এই সময় যত বাধা। কাকের কি করেছি, কাকটা এসে ঠুক্‌রে দিচ্ছে। রঘুনাথ নিদ্রিত, তা' না হলে আজ তোমার আর সাজার বাকী থাকতো ?

(বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট কাকরূপী জয়ন্ত)

কাক—ইনি সেই পরমাত্মা বিষ্ণু, রাবণ বধের জন্য নরকায় ধারণ করেছেন, এ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ কামী পুরুষের ন্যায় নারী সঙ্গে বনে বনে বিহার করে বেড়াচ্ছেন, এ কখন সম্ভব হয় না, পরীক্ষা করতে হবে। কা—কা—কা—

সীতা—আর কা কা করিস্ না, প্রাণনাথ ঘুমুচ্ছেন, তিনি উঠলে তোর আর জীবন থাকবে না।

কাক—জানো না নারী আমি কে ? আমি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। শুনলাম বিশ্বপালনকারী বিষ্ণু রাবণ বধ করবার জন্য রামরূপ ধারণ করেছেন, একবার পরীক্ষা করবার ইচ্ছা হয়েছে, দেখি রাম কে ?

(কা—কা—কা—সহসা সীতার বক্ষ নখ ও চঞ্চুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া বৃক্ষে বসিল। সীতার অঙ্গ হইতে ক্ষরিত শোণিত রামের অঙ্গে পড়িল। রাম উঠিয়া বসিলেন)।

রাম—একি দেবি! কে তোমার বক্ষঃস্থল ক্ষত বিক্ষত কর্‌লে? কে ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত ক্রীড়া কচ্ছে?

সীতা—বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন।

(রাম বৃক্ষোপবিষ্ট রক্তাক্ত তীক্ষ্ণনখ কাককে দেখিল)

রাম—ও তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছে, দাঁড়াও।

(কাক ভূগর্ভে প্রবেশ করিল)।

রাম—কোথা যাবি দুষ্ট কাক। জানকীর অঙ্গে নখাঘাত করে তুই এখনও জীবনের আশা কচ্ছিস্? না তোর আর নিস্তার নাই।

(রাম একটী দর্ভ লইয়া ব্রহ্মাস্ত্র যোজিত করিয়া ত্যাগ করিলেন)

যাও অস্ত্র,
করহ বিনাশ দুষ্ট বায়সেরে।

(কাক ব্যাকুলভাবে ছুটিল, জ্বলন্ত কালাগ্নির ন্যায় মন্ত্র-পূত দর্ভও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল)॥

রাম—দেখি, বড় লেগেছে নয়? জ্বালা কর্‌ছে?

সীতা—না, তুমি বাণ মার্‌লে কাকের কি হবে?

রাম—দেখনা কি হয়?

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে ছুটিতেছে প্রাণ ভয়ে
ইন্দ্রের তনয়।
পশ্চাতে ধাইছে তা'র অগ্নিময়
রামের শায়ক।
যাহার নিকটে আশ্রয় করিছে প্রার্থন,

সেই করে প্রত্যাখ্যান।
ওই পিতৃপদ মূলে পড়িল জয়ন্ত।
কহেন বাসব, রাম পদে
অপরাধী তুমি, নাহি হেন
শক্তি মোর, রক্ষিব তোমায়।
মহর্ষিগণের পদে যায়
গড়াগড়ি, বলেন তাঁহারা
রাম অস্ত্র নিবারিতে
আমরা অক্ষম।
ওই সত্যলোকে যাইয়া জয়ন্ত
ব্রহ্মার নিকটে মাগিল আশ্রয়।
কহিলেন পিতামহ,
নাহি সাধ্য মোর রক্ষিতে তোমারে।
রাম পদে লওগে আশ্রয়।
করুণা বরুণালয় রাম গুণমণি
অবশ্য ক্ষমিবেন তব অপরাধ।
ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ
আসিয়া পড়িল বায়স
রাঘবের পাদমূলে।

(কাক রামপদে পতিত হইয়া)

জয়ন্ত— কর রক্ষা মোরে রঘুনাথ!
তব অস্ত্র তেজে যায় প্রাণ।
ত্রিভুবন করিনু ভ্রমণ,
মহর্ষি, দেবর্ষি, লোকপালগণ
কেহ মোরে না দিল আশ্রয়।
দয়াময়! তুমি কর মম প্রাণ দান
নচেৎ নাহিক নিস্তার।
ঘুচেছে সংশয়,

দূরে গেছে নয়নের আবরণ
এবার চিনেছি তোমায় প্রভো!

রাম— তিষ্ঠ অল্প ক্ষণকাল।
বল কাক! তুমি কোনজন
কিবা সংশয় তোমার ?

জয়ন্ত— প্রভো! ইন্দ্রের তনয় আমি
জয়ন্ত আমার নাম।
নাশিতে রাবণে,
নারায়ণ রামরূপ করেছে ধারণ
শুনিয়া দেবতা মুখে আসিনু দেখিতে
কামী সম নির্জ্জন কাননে
কামিনীর সহ বিহার হেরিয়া
হইল সংশয় মোর।
আপনি নারায়ণ কিম্বা অন্যজন,
পরীক্ষার তরে জননীর বক্ষঃস্থলে
করেছিনু নখাঘাত।

রাম— মিটেছে সংশয় তব
দেবেন্দ্র-নন্দন ?

জয়ন্ত— বল প্রভো, তুমি না চেনালে
কার সাধ্য চিনিবে তোমারে।
ক্ষমা কর দেব অজ্ঞানের
শত অপরাধ।
(সীতার প্রতি) মাগো!
আমি পুত্র তব
কর ক্ষমা কাতর তনয়ে।

সীতা—ভয় নাই বাছা। রঘুনাথ, অপরাধ ক্ষমা কর। এ জয়ন্ত বুঝতে না পেরে যা করেছে, সে কথা ভুলে যাও।

রাম— দেবি! মন্ত্রপূত অস্ত্র মোর
নাহি ব্যর্থ হবে।
জয়ন্ত! শরণাগত হয়েছো যখন
প্রাণরক্ষা করিনু তোমার।
বল কোন অঙ্গ ব্রহ্ম অস্ত্রে
করিয়া প্রদান রক্ষিবে জীবন।

জয়ন্ত— দক্ষিণ নয়ন বিনিময়ে
প্রাণ মোর করুন প্রদান দেব!

রাম— তথাস্তু। অস্ত্রবর! জয়ন্তের
দক্ষিণ লোচন করিয়া বিনাশ
হও অন্তর্হিত। (অস্ত্রের তথাকরণ)

জয়ন্ত— উপযুক্ত শিক্ষা মোর
হইয়াছে লাভ।
প্রণমি চরণে প্রভো!
সহ মাতঃ প্রণতি আমার।

রাম— এস বৎস।

(জয়ন্ত শ্রীসীতারামকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন)

জীবাত্মা— হের সখে! করিছে
প্রণাম বাসব নন্দন
শত শত বার শ্রীরাম চরণে।

মন— প্রণামই মোক্ষের পরম উপায়।
সাধন-ভজন-হীন অতীব পাতকী,
সেও যদি করে নতি
ইষ্টপদে কাতর পরাণে
অবিলম্বে পায় কৃপা তাঁর।

—[•]—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

অত্রিমুনির আশ্রমে সীতা

(উমা-মহেশ্বর ব্রত ও বিবাহ কর্ত্তব্য অবলম্বনে)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! অত্রিপত্নী
অনসূয়া পাশে এসেছেন
জনককুমারী।
মুনি পত্নীর আনন্দের
নাহি পরিসীমা।

মন— আমার আনন্দময়ী মাতা
যথা করেন গমন,
আনন্দে পূর্ণ হয় সেই স্থান।
ও কে বালিকা বিধবা?

জীবাত্মা— পাবে পরিচয়
অনসূয়া মুখে।

অত্রিমুনির আশ্রম

(অনসূয়া, সীতা ও হৈহয়রাজকন্যা)

অনসূয়া—চিরায়ুষ্মতী হও বৎসে জানকি! আজ তোমায় দেখে আমার যথেষ্ট আনন্দ হয়েছে। তুমি এই যে বালিকা বয়সে বনবাসী স্বামীর অনুগমন করেছ এর জন্য আমি তোমায় প্রশংসা না করে থাকতে পাচ্ছি না। এই তো নারীগণের কর্ত্তব্য, সুখে, দুঃখে, হর্ষে, বিষাদে যে রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর সতত অনুবর্ত্তিনী, সে নারী

অনায়াসে স্বর্গলোক জয় করতে পারে। বৎসে! আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার এ পতিভক্তির কথা যাবচ্চন্দ্র দিবাকর নরনারীগণ ভক্তিভাবে কীর্ত্তন করবে।

সীতা—দেবি! আজ অনেক দিন পরে আপনার শ্রীমুখের মিষ্ট কথাগুলি শুনে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ'ল। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার স্বামীপদে ভক্তি থাকে।

অনসূয়া—পতিব্রতে! তোমার পতিপ্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হোক।

সীতা—দেবি। শুভ্রবসনা বিধবা, বাল্যে তপস্বিনী ইনি কে?

অনসূয়া—এটী হৈহয়-পতি শিবরামের কন্যা। জন্মান্তরকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলে বাল্যকালেই বিধবা হয়েছে।

সীতা—দেবি! ইনি কি এমন অন্যায় কর্ম্ম করেছিলেন, যার জন্য বাল্যকালেই বিধবা হয়েছেন? আহা এঁকে দেখলে কষ্ট হয়, এই বালিকা সমস্ত ভোগে বঞ্চিতা, আহা!

অনসূয়া—এই অমর সুন্দরী পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিল। যৌবনমদে গর্ব্বিতা হয়ে বিরূপ স্বামীকে দিবাভাগে দুর্ব্বাক্য দ্বারা ব্যথিত করতো এবং রাত্রিভাগে শয্যায় গমন করতো না, সেই স্বামী-অবমাননারূপ মহা অপরাধে এ জনমে বালবিধবা হয়েছে। স্বামী কর্তৃক আজ্ঞপ্তা হয়ে যারা স্বামীকে ভজনা না করে তারা বিধবা হয়! যে অবমাননা করে সে দরিদ্রা হয়। এই দোষের ফলেই এ বাল্যকালেই বিধবা হয়েছে। সেই হেতু বৈধব্য ব্রত বিধিযুক্তা হয়ে এখানে অবস্থান করছে।

সীতা—বিধবার কি কর্ত্তব্য?

অনসূয়া—স্বামী দেহত্যাগ করলে তাঁর সহিত সহমরণ অথবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা বিধবার উচিত। পুরুষ-সঙ্গ ত্যাগ, তাম্বুল ও অভ্যঙ্গ বর্জন, কাংস্য পাত্রে ভোজন প্রভৃতি [illegible] বিধবা নয়, যতী

ও ব্রহ্মচারীর অকর্ত্তব্য। বিধবা একবেলা আহার করবে, কখন দ্বিভোজন করবে না, পর্য্যঙ্কে শয়ন করলে বিধবার পতির অধঃপাত হয়। কখন গন্ধদ্রব্য সম্ভোগ করবে না। পুত্র পৌত্রাদি না থাকলে প্রত্যহ কুশ ও তিলোদকের দ্বারা স্বামীর তর্পণ করতে হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। স্নান, দান, তীর্থযাত্রা, মুহুর্মুহুঃ বিষ্ণুর নাম গ্রহণ করতে হয়। পতিহীনা ব্রাহ্মণী সর্ব্বদা নিষ্কামা হবে, দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করবে, দিব্য বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য, সুতৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ, সিন্দুর, ভূষণ ধারণ করবে না। মলিন বস্ত্রধারিণী হয়ে সর্ব্বদা নারায়ণ স্মরণ করবে। নিত্য নারায়ণ সেবা, অহরহঃ তাঁর নামোচ্চারণ, পুরুষগণকে পুত্রতুল্য দেখা বিধবার উচিত। মিষ্টান্ন ভোজন বা অর্থাদি বিভব সঞ্চয় করবে না। একাদশী ও শিবরাত্রি এবং যে সব নিত্য উপবাস বিধি শাস্ত্রে আছে সে সব উপবাস করা কর্ত্তব্য, তাম্বুল সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন বিধবা-স্ত্রী, যতী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর তাম্বুল ভক্ষণ গোমাংস ও সুরা ভক্ষণ তুল্য। রক্তশাক, মসুর, জম্বীর, তাম্বুল, গোল অলাবুও তাদের ভোজন করতে নাই। যানারোহণ করলে বিধবা নরকে গমন করে। বিধবা কেশ-সংস্কার, গাত্র সংস্কার করবে না। কেশ ছেদন করে ফেলবে, তৈলাভ্যঙ্গ ত্যাগ করবে ও দর্পণে মুখ দেখবে না। পর পুরুষের মুখ ও যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নর্ত্তক, গায়ক ও সুবেশ পুরুষ দেখবে না, এই হ'ল বিধবার কর্ত্তব্য। যে বিধবা এইরূপ বিধি পালন করে না তার অধঃপাত হয়।

সীতা—দেবি! যা অবলম্বন করলে স্ত্রীলোকগণের বৈধব্য হয় না এমন কি কোন উপায় নাই ?

অনসূয়া—আচ্ছা আমি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলছি।

(প্রস্থান)

সীতা—ভগিনি এই কঠোর বৈধব্য ব্রত পালনে তোমার কি খুব কষ্ট হয় ?

অমরসুন্দরী—ভোগের দ্বারায় পালিতা হয়েছিলাম, সেজন্য প্রথম প্রথম কষ্ট মনে হ'ত, এখন দিন দিন আনন্দই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধুনা বেশ বুঝতে পারছি, ভোগে সুখ নাই, সুখ ত্যাগে। যিনি যতটুকু ত্যাগ করেছেন তিনি ততটুকু সুখী হয়েছেন।

সীতা—ত্যাগে যে সুখ এ কথা খুবই সত্য, তথাপি তুমি বালিকা, তোমার স্বামী-বিরহে কষ্ট হয় না?

অমরসুন্দরী—দেবি! সুখ দুঃখ ভোগ মনই ত' করে। সেই মনকে আমি সর্ব্বদা স্বামীর ধ্যানে নিযুক্ত রাখি। আমার স্বামী জগৎস্বামী, তাঁর ক্ষয়োদয় নাই; তাঁর ধ্যানে, তাঁর স্পর্শে আমি সতত কণ্টকিত দেহে পরম নির্বৃতভাবে অবস্থান করি, অনুক্ষণ আলিঙ্গিত হয়েই থাকি, কাজেই আমার তো বিরহ নাই। লৌকিক স্বামীর দেহস্পর্শ পাই নাই সত্য কিন্তু আমার প্রিয়তমের সঙ্গে ক্ষণমাত্র ছাড়াছাড়ি নাই। আমি যখন বসে থাকি তখন মনে হয় আমার নাথের ক্রোড়ে বসে আছি; যখন শয়ন করি তখন দেখি আমার প্রাণেশ্বরের বুকে শয়ন করে আছি। যখন চলি তখন দেখি আমার প্রাণেশ আগে আগে চলেছেন। বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, আকাশ, নদী যে দিকে চাই, সে দিকেই দেখি আমার নাথ নানারূপ সাজে সেজে জগৎ মাঝে বিরাজ করছেন। আমার নাথ আমাকে নয়নে নয়নে, বক্ষে বক্ষে রেখেছেন, আমার তো বিরহ নাই দেবি!

সীতা—ভগিনি তুমি বিধবা বলে আমি তোমাকে দুঃখিনী মনে করেছিলাম; কিন্তু তোমার প্রিয়-পরশ পুলকিত দেহ ও ঢুলুঢুলু নয়ন ও গদগদ মধুর কথাগুলি আমার প্রাণে সুধা সিঞ্চন করলে। তুমি প্রিয়তমের প্রেমে আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছ, এ প্রেম লাভ বহু ভাগ্যে হয়। তোমার প্রেম সার্থক, তোমার জীবন ধন্য।

(অনসূয়ার প্রবেশ)

অনসূয়া—জানকি! মহর্ষি বল্‌লেন উমা-মহেশ্বর ব্রত নামে একটি ব্রত আছে, এ ব্রতের অনুষ্ঠানে নারী বিধবা হয় না।

সীতা—আজ আপনার চরণ দর্শন করে কৃতার্থ হলাম, অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানলাম, বালিকা অমরসুন্দরীর অপূর্ব্ব ভাব দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

(অলক্ষ্যে গীত—সকলে উৎকর্ণ)

"বিচলতি তপনে বারুণ গগনে গায়ত মধুরিপু নাম।
অলস শোষিত দিবস এমক আয়িত কমলজ যাম॥
কূজিত শীলিত বিহগ সকলং গচ্ছতি নিজ নিজ ধাম।
ভাস্বর ভূস্বর কুল নিনাদিতং শ্রবনং কুরুত সুসাম॥
রসযত রসিকা রাস রসিকবর করুণাময় হরিনাম।
বিভয়াঃ সততং ভবত ভবার্ণবে গচ্ছতু মুরহর ধাম॥
গময়ত সময়ং পূজন নৃতি জপৈর্যচ্ছত সরসিজ দাম।
শরণং নয়তরে পাদ যুগল মূল মেত্যথ হৃদয়জ কাম॥

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

মন— মরি মরি!
বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠ ঋষিকুমারগণ
আপ্লাবিত করি তপোবন
গাহিতেছে হরিগুণ গান। আপনা হারায়ে
সবে শুনিতেছে এ সুধা সঙ্গীত।
নীরব বিটপি শিরে বিহগ নিচয়,
মুখরা মন্দাকিনী সেও স্থিরা
সঙ্গীত শ্রবণে। উৎকর্ণা জননী মোর
শুনেন আনন্দে।

জীবাত্মা— বড় মনোরম
এই তপোবন।

—(*)—

কথা-রামায়ণ

অযোধ্যা কাণ্ড

অত্রিমুনির আশ্রমে সীতারাম

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! পরিহরি কামদগিরি
এসেছেন রঘুনাথ মহর্ষি
অত্রির আশ্রমে। অনসূয়া
জানকীরে করিছেন দান
দিব্যমাল্য, বসন, ভূষণ।

মন— মরি মরি কিবা মনোহর শোভা
হইয়াছে মাতার আমার
ঋষিপত্নী দত্ত অলঙ্কারে।

দণ্ডকারণ্যপথ—অত্রিমুনির আশ্রম

কাল —সন্ধ্যা; রাম ও সীতা

রাম—সীতা! এই দিব্য অলঙ্কার বস্ত্রাদি ধারণ করে তোমার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে। সহজেই নয়ন তোমায় ছেড়ে আর কিছু দেখতে চায় না. তা'তে আবার এ সব দিব্য বসনভূষণ।

সীতা—যাও, রহস্য করতে হবে না—অনসূয়া দেবী দিলেন, আমি কি করব—আমি ত' চাইনি।

রাম—আমি রহস্য কচ্ছি না, সত্যই বলছি। কি জানি কেন আজ নয়ন তোমার কাছে বাঁধা পড়েছে। তুমি যে অলঙ্কার চাওনি তা আমি জানি। দেবী কি বললেন?

সীতা—তাঁহার চরণে—"আমি জনকনন্দিনী সীতা" এই বলে প্রণাম করলাম। তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—"জানকি, তুমি সৌভাগ্যক্রমেই ধর্ম্মপথ অবলম্বন ক'রেছ। শুভাদৃষ্টবশেই জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান, সমৃদ্ধিত্যাগী বনবাসী পতির অনুগমন করেছ। পতি নগরে অথবা বনে থাকুন, অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল হউন, যে নারীগণের পতিই পরম প্রিয়তম তারা মহোদয় লোক সকল লাভ করেন। স্বামী দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী, দরিদ্র হলেও সৎস্বভাবা নারীগণের তিনিই পরম দেবতা। বৈদেহি—আমি বহুকাল চিন্তা করেও স্বামী অপেক্ষা পরম বন্ধু আর দেখিনি। পতিই ইহকাল পরকালের অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান স্বরূপ। কামাসক্ত স্ত্রীগণ, যারা কেবল ভরণপোষণের জন্য ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা বলে মনে করে—তারা এরূপ গুণদোষ না জেনে স্বেচ্ছাচারিণী হয়। সীতা! তুমি স্বামীর অনুব্রতা, সতীত্ব-সমন্বিতা ও শুদ্ধাচারিণী হও তাহলে যশ ও অক্ষয় ধর্ম্ম লাভ ক'রবে।"

রাম—তুমি কি বললে?

সীতা—আমি বল্লাম "দেবি! আপনি আমাকে যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। পতিই যে নারীর একমাত্র গুরু—আপনি যেমন বল্লেন—আমি সেইরূপই জানি, স্বামী যদি অসচ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তাহ'লে আমার মত স্ত্রীগণের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আর যিনি অতি গুণবান, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগসম্পন্ন, ধর্ম্মাত্মা, মাতাপিতার ন্যায় প্রিয় হন, তাঁর সহিত সমুচিত ব্যবহার করব তার আর বিচিত্র কি? আমার মহাবল স্বামী কৌশল্যা দেবীকে যেরূপ ভক্তি করে থাকেন, অন্যান্য বিমাতাগণকেও তদ্রূপ ভক্তি করে থাকেন। সমস্ত সদ্‌গুণ সর্ব্বদা তাঁকে আশ্রয় করে আছে। আজ আপনি যা বল্লেন সেরূপ উপদেশ বনে আসবার সময় শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যা দেবী দিয়েছিলেন এবং বিবাহের সময় অগ্নি সমক্ষে আমার মাতা যে উপদেশ দেন সেসব আমার মনে আছে, কিছুই

বিস্মৃত হই নাই। সত্যই পতিসেবা ব্যতীত রমণীগণের অন্য তপস্যা বিহিত নয়। সাবিত্রী দেবী পতিভক্তি বলে মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। আপনি, দেবি অরুন্ধতী সকলেই পতিভক্তিবলে স্বর্গে গমন ক'রবেন।"

রাম—তুমি তাহ'লে দেবীকে অনেক কথাই বলেছ। তিনি তোমার কথা শুনে কি বল্‌লেন?

সীতা—বল্‌লেন, "জানকি, তোমার মধুর বাক্যে পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। হে পবিত্র চরিত্রে! আমার বহু তপস্যা সঞ্চিত আছে, আমি তোমাকে বর দিব, বর গ্রহণ কর।"

রাম—দেবীর তপস্যা অতি বিস্ময়কর। পূর্ব্বে দশ বৎসর নিরন্তর অনাবৃষ্টি হলে ইনি তপঃ প্রভাবে ফলমূলের সৃষ্টি করে, এবং আশ্রমে জাহ্নবীকে এনে ঋষিগণের প্রাণরক্ষা করেন। কঠোর নিয়ম ধারণ করত ইনি দশ সহস্র বৎসর উগ্র তপস্যা করেছিলেন। দেবকার্য্যের জন্য এক রাত্রিকে দশ রাত্রি পরিমিত কাল দীর্ঘ করেন। ইঁহার তপস্যার তুলনা নাই। তুমি বরের কথা শুনে কি বল্‌লে?

সীতা—বল্‌লাম, "দেবি, আপনি আমার উপর সন্তুষ্টা হয়েছেন এই আমার বর হয়েছে, আর কি বর নিব?"

রাম—তা শুনে তিনি কি বল্‌লেন?

সীতা—তিনি বল্‌লেন, "তোমার লোভশূন্যতা দর্শনে আরও সন্তুষ্ট হলাম। এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কার সকল গ্রহণ কর। তারপর স্বয়ম্বরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও তোমার মিথিলা গমন, হরধনু ভঙ্গ ও বিবাহ সকল কথাই বল্‌লাম।"

রাম—তাহ'লে তুমি আজ অনসূয়া দেবীর সহিত অনেক কথাই কয়েছ?

সীতা—সত্যই ভালবেসে কাছে বসিয়ে আদর ক'রে অনেকদিন কেউ এরূপ জিজ্ঞাসা করে নাই।

রাম—এ সারল্য, এ ভালবাসা নগরে নেই। এ তপোবনেরই সম্পদ। সীতা!

সীতা—নাথ! (সীতা মুখপানে চাহিলেন) বল।

রাম—কি বলবো মনে করলাম, তোমার মুখপানে চেয়ে সব ভুলে গেলাম।

সীতা—আমার পানে চেয়ে তুমি সবই ভুলে যাও।

রাম—সত্যই তোমার পানে চেয়ে আমি সব ভুলে যাই।

[পরস্পর মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন]

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে—

মন— হের শুধু, হের শুধু, মিলনমাধুরী।
কহিওনা কথা আর, আমি অপলকে
নিরবধি পিব রূপসুধা।
হে বিধি! দাও মোরে সহস্র নয়ন।
দু'নয়নে হেরি নাহি মিটে
পিপাসা আমার।

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

বিরাধ বধ

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!
দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিছেন
রঘুমণি জানকী লক্ষ্মণ সহ।

মন— ওঃ কি ভীষণ কানন!

(কাল—প্রভাত, দণ্ডকারণ্যভাগ গভীর অরণ্য)

(বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল উচ্চ শাখা দ্বারা আকাশ স্পর্শ করত ও কণ্টক বৃক্ষ বল্লরী পথ রোধ করিয়া আছে। ঝিল্লি সমূহ রব করিতেছে, ভীষণ জলাশয় দর্শনে প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। ঘন সন্নিবেশিত বিটপীবৃন্দ সূর্য্যের গতিরোধ করিয়াছে)

শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ।

রাম—সীতা! দেখছ কি ভীষণ বন!

সীতা—তাইত! একেবারে যেন অন্ধকার ক'রে রেখেছে। বনে চন্দ্র সূর্য্যের অধিকার নাই দেখছি।

রাম—লক্ষ্মণ! এবার আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। কখন কোন্ দিক থেকে রাক্ষস এসে আক্রমণ করবে, তার স্থির নেই। ধনুকে জ্যারোপন কর। আমি অগ্রে, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে তুমি এস। সীতা! তুমি ভীতা হয়ো না।

লক্ষ্মণ—দেখুন আমার একটা কথা মনে পড়ল।

রাম—কি কথা?

লক্ষ্মণ—এই অগ্রে আপনি এবং পশ্চাতে আমি, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে মায়ার মত যেন মধ্যস্থলে দেবী—আমাদের ব্যবধান করে রেখেছেন।

সীতা—হাঁ গো, আমি তোমাদের কেবল ব্যবধান করতেই আছি। ওঃ কি ভীষণ একটা রাক্ষস।

(রুধির ও বসাপ্লুত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিহিত, সুদীর্ঘকায়, অতি ভয়ঙ্কর বিরাধ-রাক্ষস শূলে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ সকল বিদ্ধ করত ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়াই সীতা দেবীকে ক্রোড়ে লইয়া কিছুদূর গমন করিল। সীতা দেবী ভয়ে মুহুর্মুহু কম্পিতা হইতে লাগিলেন)

বিরাধ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ওরে কে তোরা? হাতে ধনুর্ব্বাণ, চীর পরেছিস, সঙ্গে স্ত্রীও আছে—তাপসের মত বেশ—তোরা দুজন দেখছি—একটী স্ত্রী—এটা কখন সঙ্গত নয়। এ সুন্দরী আমারই, তোরা পাপী অধর্ম্মাচারী—মুনির চরিত্র দূষিত করছিস্—তোদের রক্ত আমি পান করব। মাংস ভক্ষণ করব। এ পরমা সুন্দরী আমার ভার্য্যা হবে। (সীতার প্রতি) কেমন সুন্দরি! (সীতা বাতাহত কদলী বৃক্ষের মত কম্পিতা হইতে লাগিলেন) শোন, আমার নাম বিরাধ রাক্ষস, আমার ভয়ে মুনিগণ এ বন ছেড়ে পালিয়েছে—আর মুনিদের শুকনো মাংস খেতেও ইচ্ছা হয় না। তোদের কি নধর কোমল শরীর তোদের খাবার সময় আমার কত আনন্দই হবে। এমন কোমল মাংস আর কখনো খাইনি।

রাম—লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! চিরসুখে বর্দ্ধিতা সীতা আমার, বিরাধের আয়ত্তীভূতা হয়েছে, কৈকেয়ীর যাহা প্রিয় আজ সবই হ'ল, রাজ্য লাভ করেও তিনি তৃপ্তা ছিলেন না, যে উদ্দেশ্যে আমাকে বনে পাঠিয়ে-

ছিলেন আজ তা পূর্ণ হ'ল। রাজ্যভ্রংশ, পিতার মৃত্যু, সীতার বরাঙ্গে পর-পুরুষ স্পর্শ, এ অপেক্ষা আর কি দুঃখ হ'তে পারে লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ—দেব! এ কি বল্‌ছেন? আপনি সমস্ত প্রাণীর নাথ, বিশেষ আমি আপনার দাস বর্ত্তমানে আপনি অনাথের মত কেন বিলাপ কর্‌ছেন ? এখনি তীক্ষ্ণ শরাঘাতে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করব। রাজ্যলোভী ভরতের উপর আমার যে ক্রোধ আছে, সে ক্রোধে ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করেন, সেরূপ দেখুন এ দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসকে বিদীর্ণ করছি। (ধনুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরত্যাগ)

বিরাধ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (গাত্র হইতে শর পতিত হইল) ওরে কে তোরা কোথা যাবি ?

রাম—আমরা ক্ষত্রিয়—সূর্য্যবংশে আমাদের জন্ম, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করি, সম্প্রতি বনে এসেছি। তুই কে, তোর নাম কি ?

বিরাধ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ওরে রঘুকুল-জাত ক্ষত্রিয়, আমি কে শুনবি ? রাক্ষসশ্রেষ্ঠ জব আমার পিতা, মাতার নাম শতহ্রদা, আমি শ্রীমান বিরাধ, মুনিভক্ষক। খুব তপস্যা করেছিলাম, ব্রহ্মা বর দিয়েছেন অস্ত্রের দ্বারা আমার ছেদ-ভেদ-মৃত্যু হবে না। তোদের দেখে আমার দয়া হচ্ছে। এ সুন্দরীকে ছেড়ে যা—পালা—যেখান থেকে এসেছিস্ সেখানে চলে যা—তোদের আর খাব না। পালা—পালা—পালা—আমার হাতে যেন তোদের প্রাণ না যায়।

রাম—রে নীচাশয়! তোর সাধ্য কি যে আমাদের অনিষ্ট করতে পারিস্—শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ শরাঘাতে এখনি তোকে যমালয়ে পাঠাব। জীবন থাকতে আমার হাতে নিস্তার পাবি না। (রাম অতি তীক্ষ্ণ সপ্তশর নিক্ষেপ করিলেন। বিরাধ সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া ভীষণ চীৎকার করত ইন্দ্রধ্বজ তুল্য শূল হস্তে শ্রীরাম লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইলে উভয়ে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিরাধের সর্ব্বাঙ্গ শরের দ্বারা আচ্ছন্ন হইল)

বিরাধ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—আমায় বাণ দিয়ে মারবি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— (সে জৃম্ভন করিলে, সমস্ত বাণ তাহার শরীর হইতে বাহির হইয়া ভূতলে পড়িল। অতি ক্রোধে শূল ধারণ করত তাহাদের দিকে ধাবিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র দুইটী বাণের দ্বারা শূল ছেদন করিলেন, পরে উভয়ে কৃষ্ণ-সর্পের মত দুইখানি খড়্গের দ্বারা বিরাধকে প্রহার করিলেন। রাক্ষস আহত হইয়াও অকম্পিত দেহে রাম লক্ষ্মণকে সবলে ধারণ পূর্বক স্কন্ধে লইয়া বনপথে প্রস্থানের উপক্রম করিল)

রাম- লক্ষ্মণ! এ রাক্ষস আমাদের যেখানে লয়ে যেতে চায় লয়ে চলুক, রাক্ষস যে পথে চলেছে এই আমাদের গন্তব্য পথ। এর স্কন্ধে আরোহণ করেই যাওয়া যাক।

বিরাধ উভয়কে স্কন্ধে করিয়া লইয়া ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিল

সীতা (হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক) ওই রাক্ষস আমার স্বামী দেবরকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখনই আমায় বন্য জন্তুতে ভক্ষণ করবে। হে রাক্ষসপ্রধান! দাঁড়াও—দাঁড়াও—আর যেওনা যেওনা— তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার স্বামী ও দেবরকে ত্যাগ কর। আমাকে লও, আমায় ভক্ষণ কর।

রাম—লক্ষ্মণ! সীতা বিলাপ ক'রছে, তুমি এর বাম হস্ত, আমি দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন করি এস

লক্ষ্মণ—উত্তম। উভয়ে বিরাধের হস্তদ্বয় ভগ্ন করিয়া দিলেন। রাক্ষস মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। উভয়ে হস্ত পদ মুষ্টি প্রহার এবং বারংবার উত্তোলন পূর্বক মাটিতে নিক্ষেপ ও ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাম—লক্ষ্মণ! যখন এ রাক্ষস তপস্যা প্রভাবে অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য তখন এস একে ভূমিতে প্রোথিত করি। তুমি এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।

(লক্ষ্মণ গর্ত্ত করিতে লাগিলেন। রাম পদদ্বয় দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠ পিষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সীতা দেবী নয়নদ্বয় মুছিয়া নিকটে একটী পুষ্পিত ক্ষুদ্র অশোক বৃক্ষের তলদেশে দাঁড়াইয়া সোৎসুক নয়নে রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সীতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।)

বিরাধ—হে পুরুষ প্রবর, আজ আপনার পাদস্পর্শে কৃতার্থ হ'লাম। আমি অজ্ঞানবশে আপনাকে চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। হে কৌশল্যার সুসন্তান। আপনাকে, সৌভাগ্যবতী জনক তনয়াকে ও মহাযশা লক্ষ্মণকে এবার জানতে পেরেছি। আমি রাক্ষস নই, তুম্বুরু নামা গন্ধর্ব্ব—রম্ভাতে আসক্তি হেতু যথাসময়ে কুবেরের কাছে না যাওয়ায় তিনি রুষ্ট হ'য়ে "রাক্ষস" হও ব'লে অভিশাপ প্রদান করেন। অনন্তর তাঁকে প্রসন্ন করার পর তিনি বললেন দশরথনন্দন রাম যুদ্ধে তোমায় বধ ক'রলে পুনর্ব্বার তুমি গন্ধর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হবে। আপনারই আশাপথ চেয়ে এ ঘৃণিত রাক্ষস দেহ বহন ক'রছিলাম। আজ শাপমুক্ত হ'লাম। হে নাথ—আপনার ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত যে চরণ যুগল সমাধিনিরত যোগিগণ সর্ব্বদা হৃদয় কমলে ধ্যান করেন, একবার সেই চরণ দুটী মস্তকে দিন, আমি পাপ রাক্ষস দেহ ত্যাগ ক'রে স্বধামে যাই। এর অর্দ্ধযোজন দূরে মহর্ষি শরভঙ্গ মুনি বাস করেন। আমায় গর্ত্তে নিক্ষেপ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে আপনারা তথায় গমন করুন। মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষস গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তারা সনাতন লোকসকল লাভ করে।

(উভয় ভ্রাতা বিরাধকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। বিরাধ বিকট চীৎকার করত দেহত্যাগ করিল)

রাম—(সীতার নিকট যাইয়া) সীতা তোমার খুব ভয় হ'য়েছিল নয় ?

সীতা—(সজল নয়নে) ওঃ রাক্ষসটা কি ভয়ঙ্কর।

রাম—(সীতার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন) অয়ি কোমলহৃদয়ে আজ দণ্ডকারণ্যে বিরাধের বক্তে রাক্ষস সংহার ব্রতের অধিবাস কর্‌লাম। অতঃপর নিত্যই এরূপ কত রাক্ষসকে বধ কর্‌তে হবে।

(সীতা রামের গাত্র রক্তের ধারা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জটাজাল যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বিরাধের শরীর হইতে অতি সুন্দর আকৃতি জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষ নির্গত হইয়া রাম সীতার চরণে প্রণাম করিল॥)

দিব্যপুরুষ— (পুনঃ প্রণাম করত)

নাথ সংসার শান্তির তরে
তব চরণ কমলে
স্মৃতি রহুক নিয়ত মোর।
বাণী মম, থাকুক সতত রত
নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
শুনুক শ্রবণ পরমপাবন
তব কথা সুধাসার।
কর দুটী হউক নিরত
চরণ কমল সেবনে,
শির সদা করুক প্রণাম।
বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি আমার সীতারামে
করি কোটী নমস্কার।
শরণাগতে কর রক্ষা প্রভো।
তোমারই আজ্ঞায় দেব
চলিলাম দেবলোকে।
মায়ায় ভুলিয়া কভু যেন
নাহি হই বিস্মৃত তোমায়।

রাম— গন্ধর্ব্ব প্রবর, স্বধামে করহ গমন।
আমার দর্শনে মুক্ত তুমি আজ।

ভক্তি মোর বড়ই দুর্ল্লভা।
যেজন লভিবে তাহা,
অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে সেজন।

(পুষ্পিত অশোকের মূলে রাম দাঁড়াইয়া আছেন, বামে জানকী, পার্শ্বে লক্ষ্মণ। তুম্বুরু অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করিতে লাগিল)

চিত্রাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে।

মন— দেখিব, দেখিব শুধু যুগল মিলন,
আন্ কিছু না হেরিব আর।
রূপের কিঙ্কর ওরে আঁখি মোর
অনুক্ষণ হের ওই যুগল মিলন।

—(*)—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

মুনিগণেব প্রতি অভয় দানেব পর "সীতারাম"

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হেব সখে, সুতীক্ষ্ণ মুনির পাশে
লইযা বিদায়, কবেন গমন
দণ্ডকারণ্যে বঘুনাথ,
মধ্যে সীতা, লক্ষ্মণ পশ্চাতে।

মন— আহা আকুল হইযা
বাম রূপ হেবে বন্যজন্তুদল
বসি বৃক্ষশাখে অনিমেষে
নিরখিছে বিহঙ্গমগণ,
অপরূপ শ্যামরূপেব মাধুরী।
মবি মবি হে হবি।
অনুদিন বহু মোব নয়নে নযনে।

দণ্ডকারণ্যভাগ

বকুলেব বৃক্ষতলে শ্রীবাম ও সীতা।

(লক্ষ্মণ একটী একটী কবিয়া বকুল পুষ্প তলদেশ হইতে গ্রহণ করিয়া মালা গাঁথিতেছেন)

সীতা—আমি একটা কথা বলবো। বল আমার অপরাধ নেবে না?

রাম—এমন কি কথা বলবে বৈদেহি, যার জন্য আগেই শঙ্কিতা হচ্ছ?

সীতা—স্বামিন্। সূক্ষ্ম বিচার করে দেখলে—আমার মনে হচ্ছে তুমি মহাত্মা হয়েও অধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রছ।

রাম—কিসে অধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রছি বল?

সীতা—ইহলোকে কাম জন্য ব্যসন তিন প্রকার—প্রথম মিথ্যাকথা—দ্বিতীয় পরস্ত্রীগমন—তৃতীয় বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা। তুমি কখনই মিথ্যাকথা বল নাই—বলবেও না এবং পরদার গমন তোমার কোন কালেই সম্ভব হবে না। তুমি গুরু আজ্ঞা পালনকারী, ধাম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়। তোমাতে ধর্ম্ম ও সত্য স্থিরভাবে সতত অবস্থান কচ্ছেন, কিন্তু তৃতীয় ব্যসন—বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা, এইটী তোমার এসেছে।

রাম— ওঃ আমি "যুদ্ধভূমে রাক্ষসগণকে বধ করবো" দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট এই কথা বলেছি ব'লে তুমি তৃতীয় ব্যসনে আসক্ত হ'য়েছি বলছ?

সীতা -হাঁ তোমার প্রতিজ্ঞা পালন ব্রত জেনে আমি তোমার ইহকাল পরকালের কল্যাণ চিন্তা করে চিন্তিত হয়ে পড়েছি আর দণ্ডকারণ্যে গিয়ে কাজ নেই—অকারণ বাণক্ষয় ক'রে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে এবং শুধু শুধু প্রাণিহত্যা করলে অধর্ম্ম হবে। তোমার যেরূপ মনের অবস্থা দেখছি তাতে দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না। অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হলে তাঁদের তেজ বৃদ্ধি করে। অস্ত্র হিংসাবৃত্তি জাগিয়ে দেয়। একটা ঘটনা শুনেছিলাম—কোন এক পবিত্র আশ্রমে একজন সত্যনিষ্ঠ মুনি তপস্যা করতেন—তাঁর তপস্যায় ভীত হয়ে শচীপতি ইন্দ্র তপে বিঘ্ন করবার জন্য যোদ্ধার বেশ ধারণ করে এসে একখানি সুন্দর খড়্গ মুনির কাছে রেখে যান, মুনি সেই রক্ষিত খড়্গখানি রক্ষার জন্য যত্নবান হলেন, কুশ কাশ ফলমূল সমিধ আহরণের সময়ও খড়্গখানি সঙ্গে রাখতেন, পাছে রক্ষিত

অস্ত্রখানি কোনরূপে নষ্ট হয়, এইরূপ নিত্য অস্ত্রখানি বহন করাতে তাঁর তপস্যার ঐকান্তিকতা নষ্ট হয়ে গেল, তিনি হিংসাপরায়ণ হ'য়ে নরকে গেলেন। শস্ত্র সংযোগ অগ্নি সংযোগের মত বিকারের হেতু।

রাম—অয়ি ভীরু! আমরা ক্ষত্রিয়—আমাদের অস্ত্রই যে নিত্য সহচর। আর্ত্তকে ত্রাণ করাই যে ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম।

সীতা—অধুনা পিতার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তুমি তাপসের ব্রত গ্রহণ ক'রেছ। তুমি এখন তপস্বী, ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনের জন্য বনে আস নাই। তপস্যা কোথায় আর ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন কোথায়! তুমি মুনিদিগের ব্রত পালন করিলে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অক্ষয় আনন্দ হবে। তারপব যখন অযোধ্যায় যাবে, তখন আবার ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন ক'রো। ধর্ম্ম হ'তে অর্থ, ধর্ম্ম হ'তে সুখ, ধর্ম্মের দ্বারা সকলই লাভ হয়। জগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

রাম—সত্যই সীতা ধর্ম্ম সার পদার্থ। আমি তো আমার ধর্ম্ম প্রতিপালন কচ্ছি, আর্ত্তকে পবিত্রাণ এ যে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম কেমন ক'বে ত্যাগ ক'র্‌ব সীতা?

সীতা—বনে তো তুমি তপস্যা ক'র্‌তে এসেছো, সেই তপস্যাই কর। মুনির ধর্ম্ম পালন কর। তুমি ত্রিলোকের সবই জান, তোমার নিকট ধর্ম্ম নিরূপণ করে কার সাধ্য। আমি রমণী-সুলভ চপলতার বশে এসব কথা বল্‌ছি, কিছু মনে ক'বো না, আমায় ক্ষমা কর, ভ্রাতার সহিত বিচার করে দেখ। একথা আমি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, শিক্ষা দিচ্ছি না। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার প্রিয়তম, তাই তোমায় একথা বল্‌ছি,। বেশ ক'রে বিচার ক'রে দেখে যা' ভাল হয় কর।

রাম—সীতা! দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ আর্ত্ত হ'য়ে আমার শরণ নিয়েছেন, তাঁরা. ফলমূলাহারী, বনে বাস করত চিরদিন তপস্যা

ক’রুছেন। রাক্ষসগণের অত্যাচারে তাঁরা অত্যন্ত উৎপীড়িত হ’য়েছেন। নরমাংস-খাদক রাক্ষসগণ বহু মুনিকে ভোজন করেছে, দেখেছো ত মুনিগণের পর্ব্বত প্রমাণ অস্থিরাশি। নিরীহ ধর্ম্মপরায়ণ তাপসগণের প্রতি এ দারুণ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিজ্ঞা ক’রেছি, দণ্ডকারণ্য রাক্ষসশূন্য ক’র্‌ব। শরণাগত সেই তপস্বী গণের কাতর মুখগুলি দেখে কেহ কি স্থির থাকতে পারে সীতা?

সীতা—না।

রাম—যখন মুনিগণ এসে আমাকে রাক্ষসগণের অত্যাচারের কথা বল্‌লেন, আমি তাঁদের গৌরব ক’রে ব’ল্‌লাম “আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হোন, আমার কর্ত্তব্য আপনাদের নিকট গমন করা, আপনারা যে আমার কাছে এসেছেন, এ আমার অতি লজ্জার কথা, বলুন আমায় কি ক’র্‌তে হবে”। তখন তাঁরা সকলে মিলিত হ’য়ে ব’ললেন—“রাম! আমরা দণ্ডকারণ্যে বহুকামরূপী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হ’চ্ছি। পর্ব্বকালে যখন আমরা হোম করি সেই সময় দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ অত্যন্ত উৎপীড়ণ করে। বহু কষ্টে তপস্যা সঞ্চয় হয়, সেই তপস্যা ক্ষয় হবার ভয়ে আমরা আমাদের ভক্ষণ ক’র্‌তে এলেও রাক্ষসগণকে অভিশাপ দিই না। এতদিন একজন উপযুক্ত রক্ষাকর্ত্তা অনুসন্ধান ক’র্‌ছিলাম, আজ তোমায় পেয়েছি, তুমি আমাদের উপযুক্ত রক্ষক। তুমি ভ্রাতার সহিত আমাদের রক্ষা কর।” তাঁদের কাতর প্রার্থনায় তৎক্ষণে প্রতিজ্ঞা করছি তাঁদের রক্ষা ক’র্‌ব। ধর্ম্ম-পরায়ণ ঋষিগণের প্রতি এ ভীষণ অত্যাচার কি আমার সঙ্গে শত্রুতা করা নয়? এ বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসা যদি বুঝে থাক, ভুল বুঝেছ। সব সহ্য ক’র্‌তে পারি সীতা, কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের, ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের উপর অধার্ম্মিকের উৎপীড়ন কিছুতেই সহ্য ক’রতে পারি না। মুনিগণের নিকট প্রতিজ্ঞা ক’রেছি তার অন্যথাচরণ করা আমার অসাধ্য। সত্য আমার সর্ব্বস্ব। শোন সীতা তোমাকে, লক্ষ্মণকে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত

বিসর্জ্জন করতে পারি, কিন্তু কারো নিকট বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা ক'রে সে প্রতিজ্ঞা কিছুতেই অন্যথা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই তা পালন করবো। বল সীতা তা কি উচিৎ নয়?

সীতা—তুমি ত উপস্থিত মুনি ব্রত ধারণ ক'রে পিতার প্রতিশ্রুতি পালন ক'রতে এসেছো।

রাম—মধ্যমা-মাতা প্রথম বর ভরতের রাজ্য, দ্বিতীয় বর চীর বাকল ধারণ ক'রে আমার বনবাস প্রার্থনা করেন। আমি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ ক'রে বনে আসতে আদিষ্ট হই নাই, অথবা শরণাগত ব্রাহ্মণ-গণকে রক্ষা করতে পারবো না এ কথা ত মাতা বলেন নাই। কেন রাক্ষস বধ ক'রব না? আমরণ ক্ষত্রিয়ের আর্ত্তরক্ষা করাই পরম ধর্ম্ম, প্রাণপণে সে ধর্ম্ম রক্ষা ক'রব। যাক—তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য বশে যা' ব'লেছ তা'তে আমি খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছি। দেখ সীতা! অপ্রিয় ব্যক্তিকে কেহ হিত উপদেশ দেয় না। তোমার মহাকুলে জন্ম, পিতৃকুলের অনুরূপ কথাই তুমি বলেছ। আমার খুব আনন্দ হল, তুমি আমার সহধর্ম্মিনী—তোমাকে প্রাণ হতেও সমধিক প্রিয়তমা মনে করি। তোমার কোন ভয় নাই।

সীতা—দেখ, দেবর একমনে বসে মালা গাঁথছে।

রাম—তোমার দেবরটী এ রাজ্যের লোক নয়। লক্ষ্মণ—কগাছা মালা গাঁথলে?

লক্ষ্মণ—দুগাছা গলার এবং দুগাছা চরণ পূজার। (রামের মালা গাছটী রামকে পরাইয়া দিলেন। সীতার গাছটী রামের হাতে দিলেন, রাম সীতাকে পরাইয়া দিলেন) (বকুলের মালা দুগাছি ও রাশীকৃত বকুল পুষ্পের দ্বারা রাম-সীতার চরণ যুগল আবৃত করিয়া দিলেন। বকুল গাছে কোকিল কুহু কুহু রব করিতে লাগিল—কেও কেও রবে ময়ূর আসিয়া রাম সীতাকে দেখিতে লাগিল)

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— হের সখে।
সীতারাম মূরতি সুন্দর।

মন— আহা! আহা! লক্ষ্মণ!
লহ সাথে মোরে,
আমিও তব সম
অনুদিন সেবিব চরণ যুগল

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

কৌশল্যাব কক্ষ

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হেব সখে। বাম বিবহে
উন্মাদিনী যশস্বিণী কৌশল্যা দেবীবে,
ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি
আদি বধুগণে সযতনে
কবিছেন সেবা নিবন্দি।

মন— আহা চিনিবাব নাহিক উপায,
সে কান্তি, সে লাবণ্য গিযাছে চলিযা।
বাম বাম ববে কাঁদিযা কাদিযা
অন্ধপ্রায তুইটী নযন।

অযোধ্যা কৌশল্যাব কক্ষ

কৌশল্যা, উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি

কৌশল্যা—মাণ্ডবী, মা একবাব গুণে দেখ্‌তো, বামধন আমার কতদিন বনে গেছে?

মাণ্ডবী—মা। অযোধ্যানাথ আজ সাত বৎসব বনে গেছেন।

কৌশল্যা—দূব পাগলী, সাতবৎসব কি বল্‌ছিস্ সে যে কত যুগ বে। আমি যে মনে কর্‌তে পার্‌ছি না। আচ্ছা শ্রুতকীর্ত্তি উর্ম্মিলা তোমরা তুজনে বেশ কবে গুণে দেখতো।

উর্ম্মিলা—মা! আর্য্য সাতবৎসর বনে গেছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি—এরা গুণ্‌তে ভুল করেনি মা আর্য্য সাতবৎসরই বনে গেছেন।

কৌশল্যা—তোরা তিন জনেই ভুল করছিস্ মা, সাতবৎসর কিগো, কত যুগে সাতবৎসর হয়। ওরে আমি যে মনে কর্‌তে পার্‌ছি না, কতদিন রাম ছাড়া আছি।

সুমিত্রার প্রবেশ

কৌশল্যা—ভগিনি এসেছো? তুমি গুণে দেখতো আমার রাম কতদিন বনে গেছে, এরা ছেলে মানুষ, তিনজনেই গুণ্‌তে ভুল করেছে।

সুমিত্রা—দিদি, বাছারা আমার সাতবৎসর রাজ্য ছেড়ে বনে গেছে।

কৌশল্যা—সুমিত্রা, তুমিও ভুল করেছো।

সুমিত্রা—না দিদি, আমি ভুল করিনি। এই দীর্ঘ সাতবৎসর প্রতিদিন গ্রন্থি দিয়ে রেখেছি। তুমি নিজে গুণে দেখ। (গন্থিবদ্ধ সূত্র সকল দান করিলেন)

কৌশল্যা—আহা ভগিনি তুমি নিত্যই বুঝি সূত্রে গ্রন্থি দাও? আমি তো গুণ্‌তে পার্‌বো না ভাই ভুলে যাব। আহা রাম! কবে তোমার সেই চাঁদ মুখ খানি দেখ্‌বো? আহা মা আমার রাজার নন্দিনী কখন দুঃখ সহ্য করেনি সে কি দারুণ বনবাসের কষ্টে প্রাণে বেঁচে আছে? লক্ষ্মণ বাছা আমার অতি বালক বনবাসে সে কত কৃশ হয়ে গেছে।

(বাহিরে বাদ্যধ্বনি)

'জয় অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রের জয়।'

কৌশল্যা—ওই শোন, আমার রাম বনে থেকে ফিরে এসেছে, তাই বাজ্‌না বাজ্‌ছে। সবাই বাছার জয়ধ্বনি দিচ্ছে, তোরা গুণ্‌তে ভুল করেছিস। চল্‌ চল্‌ আমরা রামকে দেখিগে চল্‌।

সুমিত্রা—দিদি আজ শ্রীরাম নবমী। রাম আমার ৩১ বৎসরে পড়ল, রামের জন্মোৎসবের জন্য বাজনা বাজছে।

কৌশল্যা—তাই কি? চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ। তাহলে সাত বৎসরই তো হচ্ছে। চব্বিশ বৎসরে বাছা আমার বনে গেছে। এতদিনে যদি সাত বৎসর হয়, তা হলে আমি তো আর থাকতে পারবো না। সুমিত্রা! তুমি নন্দীগ্রামে ভরতের কাছে কাউকে পাঠিয়ে দাও, ভরত আসুক, আমায় সে রামের কাছে নিয়ে চলুক, আমি যে আর রাম বিরহ সহ্য করতে পারছি না। আহা রাম রে! তোমার মত পুত্র পেয়েও কাঁদতে কাঁদতে আমার সারা জীবন কাটলো।

কৈকেয়ীর প্রবেশ

কৈকেয়ী—দিদি!

কৌশল্যা—কৈকেয়ী এসেছো? তোমার ঠিক মনে আছে, বলতো বোন আমার রাম কতদিন বনে গেছে? এরা সবাই ভুল করে বলছে সাত বৎসর, কিন্তু আমার যে কত যুগ বলে মনে হচ্ছে—তুমি একবার গুণে বল?

কৈকেয়ী—দিদি—সাত বৎসরই আমার রাম অযোধ্যা অন্ধকার করে বনে গেছে। হায়! হতভাগিনী রাক্ষসী আমি, আমার জন্য রাম-বিরহে দেবী উন্মাদিনী, অযোধ্যার গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ, কি করলুম, কি করলুম, সোনার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিলুম, আমার পাপ নিঃশ্বাসে সব জ্বলে গেলো, কি করি, কি করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে? দিদি, দিদি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। (ক্রন্দন)

কৌশল্যা—চুপ কর বোন, চুপ কর, কেঁদোনা, তুমি কি করবে? আমার কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করছি। তোমার কোন দোষ নেই, এ কথা তো গুরুদেব অনেকবার বলেছেন।

অন্তঃপুর-রক্ষিকার প্রবেশ

অন্তঃপুর-রক্ষিকা—প্রণাম দেবি, গুরুদেব বিষ্ণুমন্দিরে অযোধ্যা-নাথের মঙ্গল কামনায় স্বস্ত্যয়ন করছেন। আপনাদের সেখানে আহ্বান করলেন।

কৈকেয়ী—দিদি- -

কৌশল্যা—হাঁ চল। অনেকদিন গুরুদেবকে দেখিনি।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! করেন আগমন
শ্রীরাম-জননী, বধূগণ সাথে
শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে। কৈকেয়ী, সুমিত্রা
যাইছেন পশ্চাতে পশ্চাতে।

মন— হে নাথ!
যাহারে আপন বলি করহে স্বীকার,
তার নয়নের বারি কভু না শুকায়।
বড়ই অপূর্ব্ব ভালবাসা তব,
হে করুণাময়!
কাঁদিবার তরে নর
তোমার সহিত করে সম্বন্ধ স্থাপন।
পিতা দশরথ কাঁদিতে কাঁদিতে
মর দেহ পরিহরি

চলিলেন স্বরধামে।
মাতা উন্মাদিনী সম
অবিরাম "রাম রাম" রবে করেন ক্রন্দন
তব পিতামাতার এ হেন দুর্গতি
করি নিরীক্ষণ
আর কভু কেহ না করিবে
প্রার্থনা, পুত্র হও বলি।
না পারি করিতে নির্ণয়
জীবের কল্যাণ তরে নরদেহ
কেমনে করিবে ধারণ।

—(•)—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

ফল্গুতীরে শ্রাদ্ধকথা

(শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৩০ অধ্যায়)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে। ঐ ফল্গুতীরে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জানকীরে।
চলেছেন সুমিত্রানন্দন
শ্রাদ্ধদ্রব্য সংগ্রহ কারণ।

মন— মরি! মরি! কিবা শাস্ত্র অনুরাগ,
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া
সযতনে রঘুনাথ করেন নিয়ত।
কভু ঔদাসিন্য না দেখিনু
দিনেকের তরে।

ফল্গুতীর

শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ

রাম—লক্ষ্মণ! পিতৃশ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হয়েছে। তুমি নিকটস্থ গ্রাম হতে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে লয়ে এস।

লক্ষ্মণ—গ্রামে যেতে হবে?

রাম—নচেৎ উপায় কি? শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত, সেরূপ ফলতো কিছু নাই। যাও তুমি বিলম্ব করো না।

লক্ষ্মণ—আচ্ছা। (পাত্র হস্তে গমন)

রাম—সীতা! ফল্গু নদী দেখছ?

সীতা—হাঁ নাথ! বড় সুন্দর জল। ফল্গুকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা নাথ! এই ফল্গুতীরে কিছুদিন থাক্‌লে হয় না?

রাম—বহুস্থানতো ভ্রমণ করা হ'ল, এবার ইচ্ছা আছে বনবাসের অবশিষ্টকাল গোদাবরীতীরে পঞ্চবটী বনে বাস ক'রবো। সে স্থানটী বড় মনোরম। তাইতো লক্ষ্মণ তো এখন এলো না। যাই, আমি দেখি, মধ্যাহ্নকাল অতীত প্রায়।

সীতা—তুমি কোথা যাবে?

রাম—এই যে নিকটেই গ্রাম, আমি এখনই আস্‌ছি, ভয় নেই।

(গমন)

সীতা—নাথের আমার গমন কি সুন্দর, একটার পর একটী পা ফেল্‌ছেন, হাত দুখানি আপনা আপনি দুলছে, ঐ নরনারী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা আকুল হ'য়ে আমার নাথের গমনলীলা দর্শন ক'চ্ছে। ধরণীর বক্ষে পদ ক্ষেপণ ক'চ্ছেন, পাদস্পর্শে পৃথিবী যেন কণ্টকিতা হ'য়ে উঠছেন। নাথ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। ফল্গুনদী আপন মনে ব'য়ে যাচ্ছে। ফল্গু! ফল্গু! তুমি কোথায় যাচ্ছ? বোধ হয় নাথের কাছে নয়? আচ্ছা, তোমার নিকটে এলাম তুমি কথা ক'চ্ছ না কেন? এ কি ফুলের গন্ধ—এই যে কেতকী গাছ র'য়েছে। কেতকী ফুলের গন্ধতো বেশ, আজ কেতকী ফুল দিয়ে নাথের পূজা ক'রবো। তাইতো মধ্যাহ্ন প্রায় অতীত হ'য়ে গেল—লক্ষ্মণ এখনও এলো না। প্রাণেশ্বর কেন বিলম্ব কচ্ছেন, শ্রাদ্ধের কাল চলে যাচ্ছে, রাক্ষসী বেলা পড়বে, কি হোলো—কি করি—শ্রাদ্ধ পণ্ড হ'য়ে যাবে? আচ্ছা আমি স্নান ক'রে অন্যান্য যোগাড় করি। (স্নান করত ইঙ্গুদী তৈলের প্রদীপ জ্বালিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন)। কি করি, কি করি, সময় চলে যাচ্ছে, লক্ষ্মণ বা নাথ তো এখনও এলেন না। শ্রাদ্ধতো পণ্ড হ'য়ে যাবে। না—আর অপেক্ষা করতে পারি না,

স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিনী, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার ক্রটী হ'লে স্বামীর অপরাধ হবে। এই যা ফল আছে এর দ্বারা আমিই পিণ্ড দান করি।

হে শ্বশুর! হে আর্য্যশ্বশুর! হে প্রার্য্যশ্বশুর! এই পিণ্ড গ্রহণ করুন। আমি মন্ত্রাদি কিছু জানি না, আপনারা কৃপা ক'রে পিণ্ড নিন।

(অলক্ষ্যে)

জনক নন্দিনি আজ আমরা পরিতৃপ্ত হ'লাম। তুমি ধন্যা।

(স্থবর্ণালঙ্কৃত হস্ত সকল পিণ্ড গ্রহণার্থ বহির্গত হইল)

সীতা—আপনারা কে এসেছেন বলুন ?

(অলক্ষ্যে)

হে স্থব্রতে সীতে! আমি তোমার শ্বশুর দশরথ, আর আমার পিতৃগণ সঙ্গে আছেন, তোমার দত্ত পিণ্ড লাভে আমরা পরিতৃপ্ত হ'য়েছি। তোমার শ্রাদ্ধ করা সফল হয়েছে।

সীতা—পিতঃ! এমন সৌভাগ্য তো আর কখন কারও হয়নি, এ হস্ত দর্শনাদি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা আমার স্বামীতো বিশ্বাস করবেন না। পুনরায় হয়তো শ্রাদ্ধ করবেন।

(অলক্ষ্যে)

হে অনঘে! তুমি কতকগুলি সাক্ষী রাখ।

সীতা—হে ফল্গুনদি! হে ধেনু! হে অগ্নি! হে কেতকী! তোমরা সব দেখলে শুনলে, তোমরা আমার সাক্ষী থাক। আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করলে বলো।

(হস্ত সকলের অন্তর্দ্ধান)।

(রাম ও লক্ষ্মণের দ্রুতপদে প্রবেশ)।

রাম—সীতা! সীতা! শ্রাদ্ধকাল গত প্রায়। শীঘ্র তুমি পাক করে দাও। পিতৃদেব অন্তরালে শ্রাদ্ধ ভোজনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

সীতা—(রামচন্দ্রের মুখের দিকে বিস্মিতা হইয়া চাহিয়া রহিলেন)

রাম—বিস্মিতা হ'য়ে মুখপানে চেয়ে র'য়েছো, না যাও, দেরী ক'রো না।

সীতা—নাথ, আজ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার দে'খেছি।

রাম—কি বল! সত্বর বল!

সীতা—তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার আস্‌তে বিলম্ব হচ্ছে দেখে স্নান ক'রে প্রদীপ জেলে ফলমূল যা' ছিল তাই দিয়ে শ্বশুর মহাশয়কে পিণ্ড দিয়েছিলাম্‌, শ্বশুর মহাশয় বল্‌লেন—"সীতা! আমরা পরম প্রীত হ'য়েছি তুমি ধন্যা।" তাঁদের স্বুবর্ণ-ভূষিত হস্ত সকল পিণ্ড গ্রহণ ক'রল দেখ্‌তে পেলাম।

রাম—লক্ষ্মণ। সীতার কথা শুন্‌লে? আমরা যথাশাস্ত্র আহ্বান ক'রে যাঁদের দর্শন পাই না, আজ তাঁরা অযথা আহ্বানে সীতাকে দর্শন দিয়েছেন, এ বড় আশ্চর্য্য। নিশ্চয়ই কার্য্যের জন্য ব্যাকুলা হ'য়ে সীতা মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছে।

সীতা—রঘুনাথ! আমি এবিষয়ে ফল্গুনদী, ধেনু, অগ্নি ও কেতকী বৃক্ষকে সাক্ষী রেখেছি। হয় না হয় তুমি জিজ্ঞাসা কর।

রাম—হে ফল্গো! হে ধেনো! হে বহ্নিদেব! হে কেতকী বৃক্ষ! তোমরা কি আমার পিতৃগণের বাক্য শ্রবণ ক'রেছ অথবা হস্তাদি দর্শন ক'রেছ?

ফল্গু—না রঘুনাথ।

ধেনু—না রামচন্দ্র।

অগ্নি—না রঘুপতি।

কেতকী—না রঘুবীর।

রাম—(হাসিতে হাসিতে) সীতা! বেশ সাক্ষী রেখেছো। লক্ষ্মণ! ব্যাপার কিছু বুঝলে ?

লক্ষ্মণ—না দেব! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

রাম—বেলা অনেক হ'য়েছে, সীতার বড় কষ্ট হ'চ্ছে, তুমি অভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত, মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, কি ক'রে শ্রাদ্ধ হবে ?

সীতা—আচ্ছা, আমি সত্বর পাক ক'রে দিচ্ছি। তুমি শ্রাদ্ধ ক'র্‌তে বোসো। (সীতা পাক করিতে লাগিলেন)।

রাম—ওঁ পিতৃন্ আবাহযিষ্যে। এতঃ পিতরঃ সৌম্যাসঃ গম্ভীরেভি পথিভিঃ পূৰ্ব্বিণেভি দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ।

(সূর্য্যমণ্ডল হইতে পিতৃগণ)

হে পুত্র! পুনরায় আহ্বান কেন ক'র্‌ছ? সীতা আমাদের তৃপ্তি সাধন করেছে।

রাম—একি! আকাশবাণী না আমার মনোভ্রান্তি! হে বিভো! একথা আমি বুঝলাম না।

(সূর্য্যমণ্ডল হইতে) "হে রাম, জানকী শ্রাদ্ধ ক'রেছে, আর শ্রাদ্ধ করো না।"

রাম—না, এ ঠিক আমি বুঝতে পার্‌ছি না। লক্ষ্মণ! শুন্‌ছো?

লক্ষ্মণ—হাঁ দেব।

রাম—না, পুনরায় আহ্বান ক'র্‌বো। ওঁ এতঃ পিতঃ।

(অন্তরীক্ষ হইতে)

"হে রামচন্দ্র! আমি দিবাকর, আমি বল্‌ছি সীতা শ্রাদ্ধ করেছে, কেন পুনরায় শ্রাদ্ধ কর্‌ছো ?

রাম—সীতা! সীতা! আমার সীতা! আমার জানকি। তোমার অপূর্ব্ব ভক্তিতে পিতৃগণ তোমায় দর্শন দান করে তোমার

দত্ত পিণ্ডাদি গ্রহণ করেছেন। আমরা ধন্য আমাদের কুলবধূ এমন পবিত্রা।

লক্ষ্মণ—দেবী ধন্যা, দেবী ধন্যা।

রাম—আচ্ছা ফল্গু প্রভৃতির কি অন্যায়, এরা সাক্ষী থেকেও মিথ্যা কথা বল্‌লে ?

সীতা—হে ফল্গুনদি তুমি যা' দেখেছ শুনেছ তাহা সত্য বল্‌লে না, এজন্য আজ হতে পাতালে প্রবাহিতা হও। হে কেতকি তুমি সত্য বল্‌লে না, তার ফল ভোগ কর, তুমি সর্ব্বদা শিবের অগ্রাহ্য হবে। হে ধেনো! তুমি মিথ্যা ব'লে, সেজন্য তুমি পুচ্ছে পবিত্রা, মুখে অপবিত্রা হও। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের মুখ হয়েও যখন মিথ্যা বল্‌লে তখন আমার শাপে তুমি "সর্ব্বভক্ষক" হবে।

লক্ষ্মণ—মিথ্যাবাদিগণের এইরূপ দণ্ড হওয়াই উচিত। যাই ফল আনি। (গমন)

সীতা—(ছল ছল নেত্রে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন)।

রাম—জানকি, বর্ষণ উন্মুখ মেঘের মত চোখ দুটী ছলছল করছে কেন ?

সীতা—না! (নয়নদ্বয় হইতে জলধারা নির্গত হইতে লাগিল)।

রাম—(হস্তদ্বারা নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিলেন) না, কেঁদোনা, তুমি যে অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কথা বল্‌লে তাতো সচরাচর দেখা যায় না, আর ফল্গু প্রভৃতি মিথ্যা কথা বলায় আমি তোমায় মিথ্যাবাদিনী বলেছি, তোমার কথায় অবিশ্বাস করেছি, অভিমান করো না, আমার দোষ নিও না।

সীতা—ওকথা বল্‌তে নাই, তোমার দোষ কোথায় ? তুমি যে গুণের সাগর।

রাম—তবে তুমি হাস। (উভয়ে হাসিতে লাগিলেন)।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে।
কিবা শোভা, ভুবন মোহন।

মন— সখে! সখে! দুইটী নয়নে
হেরে না মিটে পিপাসা।
গগন নয়ন হলে
অপলকে হেরিতাম দিবস রজনী।

—[•]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

শ্রীরামের পুষ্করতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ। (গরুড় পুরাণ)

চিত্তাকাশ —জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! ওই রঘুমণি
করিছেন পিতৃশ্রাদ্ধ
পুষ্কর-তীর্থ স্থলে।

মন— ওই পক্কফল, সিদ্ধ করি
আসিছেন জননী আমার।

পুষ্করতীর্থ।

(শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণাস্য হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন। সম্মুখে শ্রাদ্ধোপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে। নিমন্ত্রিত ঋষিগণ সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন।

রাম—বিষ্ণুরোম্ কাশ্যপগোত্রঃ পিতঃ দশরথ দেব বর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং স্বধা। (আসন দান)।

অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন—ও পরিত্রাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতমসি (পবিত্র ছেদন স্থাপন):—ওঁ শন্নো দেবিরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি স্রবন্তুনঃ। (অর্ঘ্যপাত্রে জলদান)। ওঁ তিলোঽসি সোম দেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিত প্রত্নমদ্ভিপৃক্ত স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহিনঃ স্বাহা। ওঁ অচ্ছিদ্র মিদ মর্ঘ্যপাত্র মস্তু। ওঁ পবিত্রং নমঃ ওঁ জলং নমঃ, (পাত্রান্তর হইতে) জলং নমঃ ওঁ পুষ্পং নমঃ, (পুষ্প পাত্র হইতে) ওঁ পুষ্পং নমঃ। অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া:—ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়া

স্তান আপ শিবা সং শ্যোনা স্থহ বা ভবন্তু। বিষ্ণুরোম্ কাশ্যপগোত্র পিতঃ দশরথ দেব বর্ম্মন্ এতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা। (গন্ধাদি পঞ্চক সজ্জিত করত) বিষ্ণুরোম্ কাশ্যপগোত্র পিতঃ দশরথ দেববর্ম্মন্ এতানিতে গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ আচ্ছাদনানি স্বধা। এষতে গন্ধ, এতত্তে পুষ্পং, এষতে ধূপঃ এষতে দীপ, এতত্তে আচ্ছাদনং, এতৎ যজ্ঞোপবীতং।

(অন্নপত্র স্থাপনের জন্য চতুষ্কোণ মণ্ডল করণ)।

রাম—সীতা! যে সিদ্ধ পক্কফল আছে, লযে এস! (দূর হইতে সীতা ঋষিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত সেইস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক লতাকুঞ্জে লুক্কাযিত হইলেন)।

রাম—সীতা! সীতা! অন্নদানের সময় হয়েছে, তুমি কেন বিলম্ব করছ? একি সীতা কোথায় গেল? সীতা! সীতা! লক্ষ্মণই বা এসময় কোথায় গেল? তাইতো সীতার জন্য কতক্ষণই বা অপেক্ষা করবো? আমি অন্ন লযে আসি। (গমন) (পক্ক সিদ্ধ ফল আনিযা দান করিলেন ঋষিগণের ভোজন। ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া হরিতকী দক্ষিণা দান করিলে ঋষিগণের গমন)। প্রণাম

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীযন্তে সর্ব্বদেবতা॥

পিতৃন্নমস্যে দিবি যেচ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ প্রদান শক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভি-সংহিতেষু। (প্রণাম)।

রাম—(অন্বেষণ করিতে করিতে লতাকুঞ্জে যাইয়া সীতাকে দেখিয়া) সীতা তুমি এখানে লুকিয়ে আছ, বেশ তো মুনিগণকে দেখে কেন তুমি লুকালে? সহসা এত লজ্জার কারণ কি?

সীতা—নাথ! আমি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে লুকিয়েছিলাম।

রাম—কি আশ্চর্য্য দেখেছ জানকি?

সীতা—তুমি যখন আমায় অন্ন আনবার জন্য বল্‌লে, আমি অন্ন লয়ে আস্‌ছি এমন সময় মুনিগণের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো।

আমি দেখলাম তোমার পিতা ও আরও দু'জন বোধ হয় তোমাব পিতামহ ও প্রপিতামহ হবেন, তিনজনে সর্ব্বাভবণভূষিত হয়ে তোমাব সম্মুখে বসে আছেন। আমি বল্কলধারিণী, এ বেশে তাঁদেব সম্মুখে কেমন কবে যাবো। আব যে কদর্য্য অন্ন, দাসদাসীও ভোজন কবে না—কেমন কবে তাঁদেব এ অন্ন দেবো, এই ভেবে লুকিয়ে ছিলাম। শ্বশুরমহাশয আমাকে সর্ব্বাভরণভূষিতা দেখেছেন, এখন স্বেদ-মল-বিভূষিতাঙ্গী দেখলে তাঁর কত কষ্ট হবে। আমি এখন অপকৃষ্টা হয়েছি তাই নিতান্ত লজ্জায় সম্মুখে যেতে পারিনি।

রাম—আহা সীতা! তুমি বড সৌভাগ্যবতী। আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিনজনকে একসঙ্গে দেখেছ! আমার প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হযে গেল, আমাব পিতৃগণ এসে আমাব অন্নাদি গ্রহণ করেছেন।

(ফল হস্তে লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—দেব! এই ফল গ্রহণ করুন।

রাম—লক্ষ্মণ! আজ জানকী শ্রাদ্ধস্থলে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ দেবকে দেখেছে।

লক্ষ্মণ—কি রকম ?

রাম—আমি গন্ধাদি পঞ্চক দানেব পর সীতাকে অন্ন দানের জন্য যখন ডাকলাম, সীতা সেই সময দূব হতে দেখতে পেলে সর্ব্বাভরণ ভূষিত হযে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন।

লক্ষ্মণ—বড আশ্চর্য্য ব্যাপাব! এরূপ দেখা বা শোনা যায় না তো!

রাম—সীতা ভক্তিমতী তাই তাঁরা কৃপা করে দর্শন দান করেছেন। শ্রাদ্ধস্থানে পিতৃগণ আগমন করেন। তবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিষ্পাপ ভক্তিমান হলে দর্শনে সমর্থ হয়। নিত্যশ্রাদ্ধ, তর্পণ, দেব পূজাদির দ্বারা মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়। তারপর জ্ঞান লাভে কৃতার্থ হয়।

লক্ষ্মণ—আচ্ছা, যাদের পিতৃগণ ভিন্ন যোনিতে গমন করেছেন তাঁদের শ্রাদ্ধের দ্বারা কেমন করে তৃপ্তি হয়?

রাম—নাম, গোত্র, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ন্যায়ানুমোদিতভাবে যথাবিধি যা কিছু পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মানব প্রদান করে, অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, উদ্দিষ্ট প্রাণী যে স্থানে আছে, সেই স্থানেই তা প্রেরণ করেন। সেই জীব যদি দেবতা হয় অমৃতরূপে; গন্ধর্ব্বজন্মে ভোগরূপে, পশুজন্মে তৃণরূপে, নাগজন্মে বায়ুরূপে, পক্ষীজন্মে ফলরূপে, দানব ও রাক্ষসজন্মে মাংসরূপে, প্রেতত্বে রুধিররূপে এবং মনুষ্যজন্মে অন্ন-পানাদিরূপে তৃপ্তিজনক হয়। শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট পথই ইহ ও পরকালের কল্যাণদায়ক। এই পথ অবলম্বনে মানব অনায়াসে চিত্তশুদ্ধি এবং তারপর জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়।

চিত্তাকাশ

জীবাত্মা— হের সখে! ওই
লক্ষ্মণ আনীত ফল
করিছেন ভক্ষণ রঘুনাথ।

মন— চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়
ভক্ষ্য-ভোজ্য আদি অযোধ্যায়
যেরূপ আনন্দে ভোজন
করিতেন রঘুপতি
কটু-তিক্ত ফলমূল
সেইরূপে করেন ভক্ষণ।
মুখবর্ণের নাহিক বৈলক্ষণ্য কিছু,
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব, আমার নাথের মহিমা।

—[*]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

পঞ্চবটী

শ্রীসীতা, রাম ও মুনিগণ

(গোপালতাপিনী উপনিষদ্ ভাব অবলম্বনে)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!
পঞ্চবটী বনে গোদাবরীতটে
শ্রীরাম আশ্রম। ওই
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে,
রাম রঘুমণি, বিরাজেন জনকনন্দিনী সহ।
তুঁহুশিরে বৃক্ষদল করিতেছে পুষ্প বরিষণ।
মরি মরি কিবা অপরূপ শোভা!
কি ছার সে মকরকেতন,
এ রূপ হেরিলে, রূপগর্ব্ব
চিরতরে দূরে যাবে তার।

মন— ওরে রে নয়ন মোর
পান কর রূপসুধা।
যত দিন আছ তুমি, আর কভু
চেয়োনাকো অন্য রূপ পানে।
পিয় পিয় পিয় অপলকে।

[পঞ্চবটী লতাকুঞ্জে সীতারাম পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন, বৃক্ষদল পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। সুগন্ধ পুষ্পগন্ধে দিক আমোদিত। অদূরে গোদাবরী নদী, ধীরে ধীরে

প্রবাহিতা হইতেছে। কুমুদ, মুদিত, কহ্লার, কমল সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। হংস, কারণ্ডব, বক প্রভৃতি পক্ষিগণ জলে ক্রীড়া করিতেছে। জলচর ও আকাশচর পক্ষীগণের ধ্বনিতে দিক মুখরিত হইতেছে। গোদাবরীর জলকণা-বাহী সমীরণ সীতারামের অঙ্গস্পর্শ করিতেছে]

রাম—আচ্ছা সীতা! পঞ্চবটী ভাল না চিত্রকূট ভাল?

সীতা—তুমিই বল কি ভাল?

রাম—আমি বলছি চিত্রকূট ভাল। তুমি কি বল?

সীতা—চিত্রকূটও ভাল আর পঞ্চবটীও ভাল।

রাম—ও তো দুজনকার মন রাখা কথা হল। একটী নির্দ্দিষ্ট করে বল।

সীতা—তুমি ভাল।

রাম—বেশ উত্তর দিয়েছ। আমি তোমায় চিত্রকূট পঞ্চবটীর মধ্যে কোনটি ভাল জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল্লে তুমি ভাল, এ কেমন হল?

সীতা—আমি অত জানি না, তুমি যখন যেখানে থাক সেই স্থানটাই ভাল। চিত্রকূটে ছিলে চিত্রকূট ভাল, এখন এখানে আছ, এখান ভাল, আবার যখন যেখানে যাবে সে স্থানটাই ভাল হয়ে যাবে। সকল ভালোর ভাল তুমি, তোমার স্পর্শে সবই ভাল হয়ে যায়।

রাম—তা বেশ—(একটি হরিণ শিশু সীতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল) তোমার এ হরিণীটির নাম কি?

সীতা—এর নাম কমলমুখী।

রাম—কমলমুখী নাম হ'ল কেন?

সীতা—দেখনা কেমন মুখখানি (মুখ উচ্চ করিয়া ধরিলেন, হরিণী ছোট ছোট শৃঙ্গদ্বয় সীতার শরীরে ঘর্ষণ করিতে লাগিল)।

রাম—তাইত—বড় সুন্দর।

সীতা—(হরিণীর প্রতি) দুষ্টামি হচ্ছে—যা' মেঘ-মল্লারের সঙ্গে খেলা কর্‌গে। (হরিণী চলিয়া যাইল)

রাম—বাঃ! এ যে সত্য সত্যই চলে গেল। সীতা বনের মৃগ পক্ষিগণকেও বশ করে ফেলেছ। মেঘ-মল্লারটী কে ?

সীতা—ওই পুষ্পিত অশোক শাখায় নৃত্য করছে যে ময়ুরটী ওর নাম মেঘ-মল্লার।

রাম—ময়ুর তো মেঘ দেখেই নৃত্য করে, এখন সহসা নৃত্য করছে কেন ?

সীতা—তোমার ওই নবঘনশ্যাম কান্তি দেখে মেঘ মনে করে নৃত্য করছে। মেঘমল্লার! এদিকে এস।

ময়ুর—কেও—কেও—

সীতা—আমি—আমি। (মেঘমল্লার লতাকুঞ্জে আসিয়া একদৃষ্টে রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল) দেখ দেখ নাথ! পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা সব তোমার পানে আকুল হ'য়ে চেয়ে আছে। যে ওরূপ দেখেছে সে আর নয়ন ফেরাতে পাচ্ছে না। কি আকুলতাপূর্ণ দৃষ্টি! দেখ তুমি একবার চেয়ে দেখ।

[দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ]

নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর
হের রে নয়ন হের অনুক্ষণ।
রূপ-সাগরে ডোব চিরতরে
আন্ কিছু আর ক'রোনা দর্শন॥

অপলকে শুধু রহরে চাহিয়ে
দৃশ্য জগৎ যাওরে ভুলিয়ে,
রূপের মাঝারে আপনা হারায়ে,
রামময় হের সকল ভুবন।
অনলে অনিলে ওই নভোনীলে,
শ্যাম বৃক্ষদলে অবনী সলিলে,
হেরি রাম রূপ নিখিল অখিলে,
রাম হয়ে যাও ওরে মোর মন ॥

রাম—সীতা! দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ আসছেন। এস আমরা অগ্রসর হই।

সীতা—চল।

[মুনিগণের প্রবেশ]

রাম—(সীতা সহ অগ্রগমন পূর্ব্বক) আসুন—আসুন—আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। (উভয়ে প্রণাম করিলেন)

মুনিগণ— মরি মরি, কি রূপ মাধুরী,
সকল সৌন্দর্য্যরাশি করি একত্রিত
কে গড়িল রে হেন শ্যাম শশধরে?
কোটী-কল্প অপলকে
নেহারিলে এই রূপ,
তবু নাহি যাবে কভু
নয়নের অনন্ত পিপাসা।
আহা বড়ই সুন্দর তুমি,
বড় মনোরম বরতনুখানি তব।
হে মদনমোহন! হতেছে বাসনা
দৃঢ় আলিঙ্গনে চিরবন্দী
করে রাখি হৃদয়-মন্দিরে।

রাম— হে মুনিগণ।
বাসনা হইবে পূর্ণ তোমা সবাকার।
দ্বাপর যুগেতে যবে কৃষ্ণ রূপ করিয়া ধারণ,
ব্রজভূমে খেলিব প্রেমের খেলা।
গোপী হয়ে সেই কালে
করো আলিঙ্গন যমুনা পুলিনে
কদম্বের মূলে। কুসুমিত কানন
মাঝারে শরৎ-শশীর হাসি
করি নিরীক্ষণ, আকুল পরাণে যবে
ফুকারিবে মোহন মুরলী
করিব আহ্বান, তখন
কুল লাজ মান সব
যমুনা সলিলে করি বিসর্জ্জন,
উন্মাদিনী সম ধাইবে সে বন মাঝে।
সেই দিন পুরাইব সাধ সবাকার।
নিগূঢ় প্রেমের নিগড়ে
রব বন্দী চিরদিন।
বড় ভালবাসি— আমি ভালবাসা—
প্রেমিকের প্রেমরজ্জু ছিন্ন করিবার
নাহিক শকতি মোর।
গোপী হ'য়ে গোপী প্রেম
প্রচারিব জগৎ মাঝারে,
সেই প্রেম পথে পথিক সুজন
অনায়াসে লভিবে আমারে।
সাধনার নবীন আলোকে
আলোকিত হইবে ভুবন।

মুনিগণ— ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু
হে শ্যামসুন্দর। আজি হইল সফল

যাগ যজ্ঞ কঠোর সাধনা।
তব অঙ্গ সঙ্গ আশে রহিনু চাহিয়া
সেই শুভক্ষণ। এবে উভয়েরে
করি প্রদক্ষিণ, কবিবারে
নাম গান হয়েছে বাসনা।

[সেই লতাকুঞ্জের মাঝে নীপতরুমূলে সীতারাম দাঁড়াইয়া আছেন। মুনিগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন]

জয় সীতাবাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম।
জয় সীতারাম জয় সীতাবাম জয় সীতারাম॥

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে !

মন— (নীরব)

জীবাত্মা— আহা ! হারাযেছে
সখা মোর অস্তিত্ব আপন
সীতাবাম রূপে। ওই ভূম
ওই অখণ্ডেব মাঝে
থাক ডুবে চিরদিন।

—[•]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

শূর্পণখার শ্রীরামাশ্রমে গমন

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে! গৌতমী নদীর তটে
রাবণ-সোদরা শূর্পনখা ওই,
কি যেন কি করে অন্বেষণ।

মন— ত্যজি শ্রীরাম জানকীর
সুশীতল চরণের ছায়া—
হেথা কেন আনিলে আমারে?

জীবাত্মা— আছে প্রয়োজন—
এখনি পারিবে বুঝিতে। যাই চল
রামাশ্রমে—শূর্পণখা সাথে।

গোদাবরীতীর—শূর্পণখা

শূর্পণখা—আমার যেন কি হারিয়ে গেছে। কবে কি যে কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না—তা নিত্য নিত্য বনে বনে খুঁজে বেড়াই। কা'কে বা জিজ্ঞাসা ক'রব—কে বা জানে কি পেলে আমার ব্যথা যাবে। আ' মর্ মুখপোড়া ভোমরা মাটীতে বার বার বসছিস্ কেন? ওরে কাণা—ও ফুল নয়, ওটা মাটী মাটী—তবু বসছে। ওরে বোকা ভোমরা—ফুলে বোস্‌না—আবার বসে—দূর, দূর—বেরো বেরো। একি! এ কার পদচিহ্ন—পদচিহ্নে পদ্ম ও আরও কত কি আঁকা রয়েছে—ঐ পদচিহ্নের পদ্মে ভোমরাটা কেবল বসছে—না দেখতে হোলো—ভাল করে পায়ের দাগ দেখতে হ'ল। আ মরি—আ মরি

—কি সুন্দর চরণচিহ্ন। এমন চরণচিহ্ন ত' আর কখনও দেখি নাই —কে এ পুরুষপ্রধান? কার চরণের এমন মাধুরী? দেখি—আবার দেখি—(একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল)

জীবাত্মা— হের সখে! রাম-পদচিহ্ন হেরি
আকুলিতা শূর্পণখা,
হারায়েছে বাহ্যজ্ঞান,
ধ্যানমগ্না যোগিনীর প্রায়
নীরবে নির্নিমিষে করে নিরীক্ষণ।

মন— জানি না কি গুণ আছে ও চারুচরণে।
রাক্ষসী মজিল যাহা বারেক হেরিয়া।

শূর্পণখা—আ মরি—আ মরি—কি সুন্দর—চরণ দেখে পিপাসা মিটছে না। দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রচিহ্ন, মধ্যমাঙ্গুলির মূলে কমলচিহ্ন, কমলের নিম্নে ধ্বজচিহ্ন, কনিষ্ঠামূলে বজ্র, পার্ষ্ণি মধ্যে অঙ্কুশ, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যবচিহ্ন। যাঁর পদচিহ্ন এত সুন্দর, না জানি তিনি কত বা সুন্দর। আমি এই পদচিহ্ন দেখে তাঁকে ভালবেসে ফেলেছি—তিনি কি আমায় ও চরণ সেবার অধিকার দেবেন না? আমাকে কি রাক্ষসী বলে উপেক্ষা কর্‌বেন? আমার এ ভালবাসা কি ব্যর্থ হবে? যা হোক একবার তাঁকে দেখ্‌ব। কোথা তাঁর দেখা পাব? তাঁর সন্ধান কে আমায় বল্‌বে? কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি—দেখ ভাই পদচিহ্ন। আমি তোমায় খুব ভালবেসে ফেলেছি, তুমি বলত ভাই আমার সেই মনোচোরটী কোথায় থাকেন? দেখ ভাই! আমি এখনও তাঁকে চোখে দেখিনি, শুধু তাঁর পদচিহ্ন তুমি—তোমায় দেখে আমি সব হারিয়েছি—বল ভাই, শীগগীর বল—দূরতোর—আমি পাগল হয়ে গেছি—পদচিহ্ন কখন কথা কইতে পারে? কা'কে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছি? ওই দূরে একখানি কুটীর দেখা যাচ্ছে, নয়? গোদাবরীর তীর থেকে কুটীর পর্য্যন্ত একটা পথও রয়েছে দেখছি—

পদচিহ্নিত ওই দিকেই গেছে—যাই—আমি ঐ পদচিহ্ন ধ'রে—আমাব মনোহবেব সন্ধানে যাই—(অগ্রসব হইল)। এই একটি পদ-চিহ্ন—এই একটি পদচিহ্ন—এই যে আব একটি পদচিহ্ন—আমি যাই, না, পাযেব দাগ দেখি—আহা আহা প্রতি পদচিহ্নে ভ্রমর উড়ে উড়ে বস্‌ছে - দেখ, ভাই ভোমবা, তোকে আমি বোকা ব'লে গাল দিযেছিলাম,—কিছু মনে কবিস না, তুই বড চতুব, কেবল ঘুরে ঘুবে চবণের ধূলা মাখছিস্—আমাবও তোব মত চবণের রেণুতে লুটিযে পডতে ইচ্ছা কবৃছে। আমি একটু বজঃ মাখি (চবণ চিহ্নেব ধূলি লইযা বক্ষে ও মস্তকে ধাবণ কবিল, ইতস্ততঃ চাহিযা) কি জানি কে কোথা থেকে দেখ্‌বে—কি মনে কবৃবে। যাই একবার দেখে নাবী জন্ম সার্থক কবি। (অগ্রসব হইল)।

মন— রাক্ষসী।
এত ভালবাসা তুই লভিলি
কেমনে। তোব ভালবাসাব
কণামাত্র পেলে
পূর্ণ হ'ত সব সাধ মোব।

জীবাত্মা— হের সখে।
বক্ত, নীল, শ্বেতপদ্ম দিযা
সাজাইযা বাম জানকীবে,
দূর হ'তে হেবিছে লক্ষ্মণ।
গৃহ প্রাঙ্গনে বিস্তীর্ণ কবিযা পদ্মদল,
কমল মণ্ডিত আজি কবিযাছে
বামাশ্রম সৌমিত্রি যতনে।
হেব হেব
পদ্ম বনে যুগল রতন।

কথা-রামায়ণ

পঞ্চবটী—রামাশ্রম

পর্ণকুটীর সংলগ্ন বহির্দেশে পদ্মভূষণে ভূষিত সীতারাম।

রাম—লক্ষ্মণ যেন বালক, নিত্যনূতন ক'রে আমাদের সাজাবে, পূজা ক'রবে। কতদিন এইভাবে নিত্য সাজাচ্ছে—তার বিরক্তি নাই।

সীতা—দেবর কি আমার বালক নয় বল্‌তে চাও?

রাম—আমি কি তা' বল্‌ছি, তোমার দেবরটীর গুণে আমার বনবাস উপবন বিহার হ'য়েছে। এই দেখনা আজ রাশি রাশি রক্ত, নীল, শ্বেতপদ্ম এনে আমাদের সাজিয়েছে। গৃহপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত পদ্মময় ক'রে তুলেছে। পদ্মপরাগ কিঞ্জল্ক বায়ুবেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ওই দেখ সীতা! তোমার দিকে ভ্রমরটা ছুটে আস্‌ছে। তোমার মুখখানিকে পদ্ম মনে ক'রেছে।

সীতা—(একটী সবৃন্ত পদ্ম লইয়া ভ্রমরকে আঘাত করিলেন) যা, ওই পাদপদ্মে আশ্রয় নিগে, তোর ভ্রমর জন্ম সার্থক হবে। আমার দিকে কেন আস্‌ছিস্?

রাম—ওকি বল্লে শুন্‌বে ওই দেখ আবার তোমার দিকেই যাচ্ছে।

শূর্পণখা—(নেপথ্যে) ঐ সেই পুরুষ রতন
হেরিয়া শ্যাম কলেবর
সার্থক জীবন মোর, সার্থক জনম।

সীতা—দেখ দেখ নাথ ওই কে একটী রমণী, আকুল হ'য়ে তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছে—বড় নির্লজ্জা তো?

রাম—রাক্ষসী ছাড়া এখানে আর কে আস্‌বে!

(শূর্পণখা প্রবেশ করত এক দৃষ্টে রামের আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিল। সীতা বিস্মিত ভাবে শূর্পণখার দিকে চাহিলেন। রামও শূর্পণখার দিকে চাহিলেন।)

শূর্পণখা—কে তুমি সুন্দর, এ রাক্ষস-সেবিত বনে সস্ত্রীক কেন এসেছো! অমন সুন্দর শরীরে জটাবল্কল ত শোভা পাচ্ছে না। কেন জটাবল্কল ধারণ ক'রেছ ?

রাম—অয়ি সুদতি। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাম'। ইনি আমাব পত্নী জনকনন্দিনী সীতা আর ওই লক্ষ্মণ আমার ভ্রাতা, আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য জটাবল্কল ধারণ ক'রে বনে এসেছি। ভুবন সুন্দরি, তুমি কে ?

শূর্পণখা—আমি—আমি।

রাম—হাঁ তোমাকে দেখে আমার মায়াবিনী রাক্ষসী বলে মনে হ'চ্ছে। সত্য পরিচয় দাও। আমি তোমার কি ক'রবো বল ?

শূর্পণখা—সত্যই আমি রাক্ষসী, ত্রিলোক বিজয়ী রাবণের নাম নিশ্চয় শুনে থাক্‌বে—আমি তার ভগ্নী শূর্পণখা। সর্ব্বদা নিদ্রাতুর কুম্ভকর্ণ নামে আমার আর একটী ভ্রাতা আছে এবং অতি ধার্ম্মিক বিভীষণ নামে অপর একটী ভ্রাতা আছে, এ দণ্ডকারণ্যে খরদূষণ নামে আরও দুইটী অন্য বীর ভ্রাতা আছে—আমি মুনি-ভোজন ক'রে এইখানেই বাস করি।

রাম—এখানে কি মনে ক'রে এসেছো ?

শূর্পণখা—দেখ আজ গোদাবরী তীরে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় তোমার পায়ের দাগ মাটীতে দেখ্‌তে পেলাম। তোমার চরণচিহ্ন দেখে তোমাকে বড় ভালবেসে ফেলেছি। ভ্রাতাদের মত না নিয়েই তোমাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি। তুমি আমায় গ্রহণ কর। আহা তুমি বড় সুন্দর, (সীতা রামের দিকে চাহিলেন, রাম সীতার দিকে চাহিয়া হাসিলেন) আমি অতি প্রভাব সম্পন্না, ইচ্ছামত রূপ ধারণ

কর্‌তে পারি। এস রাম আমার সহিত বিহার কর্‌বে এস। আমি তোমায় কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে পাচ্ছি না। নির্লজ্জা মনে ক'র্‌ছ? তা কর—সত্যই তোমার রূপে আমায় উন্মাদিনী করেছে। আমার লজ্জা সরম সব গেছে। ঐ কুৎসিতা, কদাকৃতি সীতা কোন মতে তোমার যোগ্যা নয়—তুমি একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ—আমিই তোমার উপযুক্তা পত্নী। আমি তোমার কুৎসিতা, করালা, মানুষী ভার্য্যাকে ও তোমার ভ্রাতাকে ভক্ষণ ক'র্‌ব।

রাম—(সীতার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যে) দেখ সুন্দরি! আমি বিবাহ ক'রেছি। আমার এই প্রেয়সী ভার্য্যা র'য়েছে, আমায় বিবাহ কর্‌লে চিরদিন সপত্নী যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে, তোমার মত রমণীর সপত্নী থাকা অতি ক্লেশদায়ক, ত'ার চেয়ে এক কাজ কর, ওই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। যুবক সচ্চরিত্র প্রিয়দর্শন, বীর্য্যবান্, অদ্যাপি বিবাহ করে নাই—বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছুক আছে। যাও, সূর্য্যকিরণ যেমন মেরু পর্ব্বতকে ভজনা করে সেরূপ লক্ষ্মণকে ভজনা কর—লক্ষ্মণই তোমার উপযুক্ত ভর্ত্তা। (শূর্পণখা নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল) যাও স্ত্রীলোকের সপত্নী-দুঃখের মত আর দুঃখ নাই। (সীতা রামের মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন, রাম সীতার মুখপানে চাহিয়া হাসিলেন—শূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হইল)।

শূর্পণখা—হে সুন্দর! আমি তোমায় পতিত্বে বরণ ক'রছি, তুমি আমার পতি হও; এস আমার সহিত গিরিকাননে বিহার ক'র্‌বে এস, এ বিবাহ তোমার অগ্রজের অভিমত, তাঁর আদেশে তোমার কাছে এসেছি।

লক্ষ্মণ—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) অয়ি কমলবর্ণে। আমি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের দাস—আমাকে পতিত্বে বরণ ক'র্‌লে চিরদিন তোমায় দাসী হ'য়ে থাক্‌তে হবে, স্বেচ্ছায় দাসীত্ব স্বীকার কেন ক'র্‌ছ? তার চেয়ে যাও রামকে বরণ করগে, তিনি অখিলের রাজা তিনি তোমার মত পত্নী পেলে নিশ্চয়ই ওই কুরূপা, নতোদরী, বৃদ্ধা, মানুষী

ভার্য্যাকে ত্যাগ ক'রে তোমাকে ভজনা ক'রবেন। যাও তাঁর কাছেই যাও।

শূর্পণখা—হুঃ—তা বটে, রামকেই চাই। (রামের দিকে অগ্রসর হইয়া) সুন্দর। বুঝেছি, তুমি এই বৃদ্ধা ভার্য্যার জন্য আমাকে গ্রহণ ক'রছ না। আগে এই মানুষীকে ভক্ষণ করি তারপর সপত্নী-শূন্যা হ'য়ে তোমার সহিত বিহার ক'রব। (শূর্পণখা সীতাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইল, সীতা রামের বুকে মুখ লুকাইলেন)।

রাম—রে দুষ্টে ক্ষান্ত হ। শুভদর্শন লক্ষণ। অনার্য্যদিগের সহিত পরিহাস করা কোন মতে কর্ত্তব্য নয়। সীতা রাক্ষসীর ভয়ে অতিকষ্টে জীবিতা আছেন, তুমি এই কুরূপা, মহোদরী, বিকৃতাকারা রাক্ষসীকে বিরূপা কর। (লক্ষ্মণ কোষ হইতে খড়্গ বাহির করিয়া রাক্ষসীর নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন)।

শূর্পণখা—বুঝলে না—নিষ্ঠুর পুরুষ—ভালবাসা বুঝলে না। এত অপমান আমি রাক্ষসী বলে, তোমায় ভালবাসাও আমার অপরাধ! প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এলাম, তুমি আমার নাক কাণ কেটে দিলে—ওঃ বুকটা জ্বলে যাচ্ছে—এর প্রতিশোধ চাই। তোদের তিনজনের রক্ত পান করবো, মাংস ভোজন ক'রব, তবে আমার নাম শূর্পণখা। ভাই রে খরদূষণ। তোদের আদরের ভগ্নী শূর্পণখার দুর্দ্দশা একবার দেখ্। (বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রস্থান)

রাম—(বক্ষস্থিতা সীতার প্রতি) সীতা! সীতা! মুখ তুলে চেয়ে দেখ, রাক্ষসী চলে গেছে।

সীতা—আহা, তার নাক কাণ কেন কেটে দিলে?

রাম—তোমার তাতে কি কষ্ট হচ্ছে?

সীতা—সত্যই তোমায় সে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। কল্পতরুর কাছে প্রার্থী বঞ্চিত হয় এই প্রথম শুনলাম।

রাম—বঞ্চিত কেহ হয় না—তবে সময় সাপেক্ষ।

সীতা—এর আশা কি পূর্ণ হবে?

রাম—হবে, তবে এ যুগে নয়, যখন দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হব তখন এই শূর্পণখা কংসের দাসী কুব্জা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। সেই সময়ে এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সীতা—নাথ! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে!

মন— অপূর্ব্ব তোমার লীলা।
ও লীলাময় হরি! এক লীলার
অভিনয় কবিতে করিতে
অন্য লীলার করিছ সূচনা।
প্রণমি তোমার পদে বার বাব,
হে মোর হৃদয়রতন।

—[০]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

সীতা হরণ

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে!

পঞ্চবটী বনে শ্রীরাম আশ্রম।
ওই স্থলপদ্ম, মালতী,
মল্লিকা, করবীর, সিন্ধুবার,
বাসন্তী মাতুলঙ্গপূর্ণ, কুন্দগুল্ম;
করঞ্জ, মধুক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক,
তিলক, নাগকেশর, নীল,
অশোকাদি পুষ্পবৃক্ষদল
শোভিতেছে পুষ্পিত হইয়া
গোদাবরী জলকণাবাহী গন্ধবহ
সকল কুসুম গন্ধ মাখিয়া অঙ্গেতে
ছুটিয়াছে দেশ দেশান্তরে।
কদলী তরুমণ্ডিত শ্রীরাম আশ্রমের
চতুর্দ্দিকে, কুসুম কানন।
ফুল্ল যুল ফুল গন্ধামোদিত কুটীরে,
জনক নন্দিনী সহ
রঘুনাথ নিরবধি করেন নিবাস।
হের কুটীরে বসিয়া আছেন শ্রীরাম;
লক্ষ্মণ কর্ণিকার বৃক্ষতলে করেন বিশ্রাম
আর জনক-ঝিয়ারী,
মালতী, মল্লিকা, চম্পক, অশোকাদি
পুষ্পচয়ণ করিছেন আনন্দিত মনে।

মন— আহা! আহা!
উৎফুল্লা হরিণীসম মাতা মোর,
করেন ভ্রমণ কুসুম কাননে।
অশোক চম্পক সাথে কহিছেন কত কথা,
করবীর স্থলপদ্মে করি নিরীক্ষণ
হাসিছেন আপনার মনে।
মাতার পালিত হরিণীর দল
পশ্চাতে পশ্চাতে ধাইছে আনন্দে!
নাচিছে অশোক শিরে
শিখিকুল কেকারব করি।
দূর হ'তে রঘুপতি
কুসুম-চয়নরতা মাতারে আমার
হেরেন আনন্দে। মরি মরি
কি মনোহর স্থান।
যেন শান্তি দেবী মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
করেন বিরাজ হেথা।

জীবাত্মা— পঞ্চবটী-লীলা আজ হবে অবসান।
আসিয়াছে শান্তির বিদায়ের কাল।
ক্ষণপরে জানকী বিয়োগে
কাঁদিবেন রঘুপতি আকুল পরাণে।
তাঁহার ক্রন্দনে
কাঁদিবে এ জনস্থান,
কাঁদিবে বৃক্ষলতা পশুপক্ষিগণ।
হের দূরে খরযোজিত রথে
ভুবন বিজয়ী দশানন
আসিয়াছে মারীচের সহ
সীতারে করিতে হরণ।

অপূর্ব্ব মৃগরূপ করিয়া ধারণ
আসিতেছে মারীচ রাক্ষস
প্রলুব্ধ করিতে মাতায়।

মন— মা! মা! নহে মৃগ মারীচ রাক্ষস
আসিয়াছে ছলিতে তোমারে।
হেরোনা হরিণে মাগো।

(শ্রীরাম আশ্রম সান্নিধ্য—কুসুম-চয়নরতা সীতা—হরিণীগণ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে যাইল।)

সীতা—হাঁরে কমল! আমি ফুল তুলতে এলাম, আর তোরা সঙ্গে সঙ্গে এসেছিস্। (মৃগীদল সীতাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল) বা রে, তোরা আমায় ঘিরে দাঁড়ালি—আমি ফুল তুলবো না! (মৃগীদল স্থির রহিল) সর্—যা—সরে যা—ফুল তুলি। (কমলমুখী সীতার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল) আজ তোদের ব্যাপার কি বল্ দেখি? আজ তোরা আমার কাছ ছাড়তে চাইছিস্ না কেন? কি হ'য়েছে? আমাকে ঘিরে দাঁড়ালি কেন? রঘুনাথ কি ব'কেছেন? চল্ কমল আমি যাচ্ছি।

(ময়ূরদল সহ মেঘমল্লার সীতার [illegible] বৃক্ষে বসিল)।

সীতা—আচ্ছা মেঘমল্লার! আমি যেখানে যাব, তোদের কি সেখানে যেতে হয়? আমার কাছ ছাড়া একটু থাক্‌তে নেই? আমাদের বনবাস শেষ হ'য়ে এসেছে—আমরা যখন অযোধ্যা যাব তখন তোরা কি ক'রে থাকবি? (মেঘমল্লার মাথা নীচু করিল) না না দুঃখ করিস্‌নে—তোদের সকলকে আমি অযোধ্যা নিয়ে যাবো—সেইখানে আমার কাছে থাক্‌বি। কেমন? (পক্ষিগণ রব করিতে লাগিল) চুপ কর্—চুপ কর্—তোদেরও নিয়ে যাবো। (সীতা

পুষ্পচয়ণ করিতে লাগিলেন) আজ মল্লিকার মালা গেঁথে রঘুনাথের গলায় দেবো, এই অশোক পুষ্পের গুচ্ছ তুটী কর্ণাভরণ ক'রে দেবো— আর চাঁপার মালা গেঁথে জটায় জড়িয়ে দেবো, জটার সঙ্গে চাঁপাও ঝুল্‌বে—বেশ হবে।

(মৃগরূপধারী মারীচের গন্ধে মৃগগণ সশব্দে পলায়ন করিতে লাগিল। সীতা দৃষ্টিপাত করিয়া মণিমুক্তা চিত্রিতগাত্র রজতবর্ণ রোমযুক্ত মনোহর দন্ত ও মণিময় শৃঙ্গ বিশিষ্ট মৃগরূপধারী মারীচকে দেখিতে পাইলেন)।

সীতা—(সবিস্ময়ে একদৃষ্টে মৃগকে দেখিতে লাগিলেন) মরি মরি এমন সুন্দর মৃগতো কখনও দেখি নাই ? (মারীচ সীতার সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল)। না—মৃগটীকে আমার চাই—আর্য্যপুত্র !

রাম—সীতা ! ডাক্‌ছো ?

সীতা—হাঁ, একবার লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে শিগ্‌গির এখানে এস !

রাম—যাই। (লক্ষ্মণকে) লক্ষ্মণ এসত ?

(সীতা মৃগকে দেখিতেছেন ও পথস্থিত রামের দিকে চাহিতেছেন।)

রাম—কি দেবি

সীতা—ঐ কেমন সুন্দব মৃগ দেখ—আমি এতদিন বনে আছি— এমন মৃগতো কখনও দেখি নাই ?

রাম—তাই তো, এ যে অতি অপূর্ব্ব মনোহর মৃগ। এরূপ মৃগ হ'তে পারে—তাতো কল্পনা কর্‌তে পারি না। লক্ষ্মণ দেখ্‌ছো ?

লক্ষ্মণ—হাঁ দেব—আমাদের মনে হচ্ছে—এ মৃগ নয়। এরূপ মৃগ পৃথিবীতে তো নাই ! এ নিশ্চয় মারীচ—তুষ্ট রাক্ষস মৃগরূপ ধ'রে

অনেক মৃগয়াশীল রাজাকে সংহার ক'রেছে, এ মারীচের ছলনা। এ নিশ্চয়ই মায়া মৃগ।

সীতা—আর্য্যপুত্র! হরিণটী বড় সুন্দর। আমি এই হরিণটী নিব। চমর, সৃমর, পৃষত প্রভৃতি মৃগগণ ও বানর ভল্লুক অপ্সর সকল দলে দলে আমাদের আশ্রমে ভ্রমণ করে, কিন্তু এমন সুন্দর দীপ্তিমান মৃগ আর আমি দেখিনি। এই চন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন মৃগের শোভায় বনস্থলী অপূর্ব্ব শোভান্বিত হ'য়েছে। মৃগটাকে আমার রত্নের মত মনে হচ্ছে। তুমি আমার জন্য মৃগকে আনয়ন কর। যদি জীবিত অবস্থায় আনতে পারো বড় ভাল হয়। এখন আমাদের ক্রীড়ার সঙ্গী হবে। তারপর যখন বনবাসান্তে আমরা অযোধ্যায় যাবো তখন অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করবে—শ্বশ্রূগণও ভরত শত্রুঘ্ন এ মৃগ দেখে খুব বিস্মিত হবেন। যদি নিতান্ত জীবিত একে ধরতে না পারো, বধ ক'রে এর চর্ম্ম লয়ে এস, কুশাসনের উপর এই স্বর্ণ মৃগ চর্ম্ম বিস্তীর্ণ ক'রে তুমি বসবে—আমিও তোমার পাশে গিয়ে বসবো। দেখ নাথ! স্ত্রীলোকের এরূপ স্বেচ্ছাচার খুব অন্যায় তা' আমি বুঝেছি, তথাপি ঐ মৃগের তরুণ অরুণবর্ণ বিশিষ্ট মণিময় শৃঙ্গ ও স্বর্ণময় রোমযুক্ত তারকার মত প্রভাশালী দেহ দেখে আমি স্থির থাকতে পাচ্ছি না। তুমি আমায় হরিণটী এনে দাও। (রাম হরিণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন) বিলম্ব করোনা নাথ সত্বর যাও।

রাম—লক্ষ্মণ! এ হরিণটীর জন্য [illegible] আগ্রহ হয়েছে তখন এর আর নিস্তার নাই। দেখ লক্ষ্মণ, এমন মৃগ নন্দনকাননে অথবা চৈত্ররথ বনে নাই পৃথিবীতে তো থাকতেই পারে না। এদিব্য মৃগের সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলের চিত্তই মোহিত হয়। সীতা এই মৃগ রত্নের চর্ম্মে আমার সহিত বসবার ইচ্ছা করেছে, আমার বোধ হয়—কি কদল কি প্রিয়ক কি প্রবেণ কি মেষ কারও চর্ম্ম এর চর্ম্মের ন্যায় কোমল ও মসৃণ হবে না। এমন সুন্দর মৃগ আর দেখিনি। হাঁ তুমি একে যা' সন্দেহ করেছ—যদি দুষ্ট মারীচের মায়ার কার্য্যই হয়

তাতেই বা ক্ষতি কি ? ঐ দণ্ড বনে বহুঋষি এবং মৃগয়াকারী রাজাকে বধ করেছে। আজ তার প্রতিফল পাবে। আমি ঋষিগণের নিকট রাক্ষসকুল সংহার করব প্রতিজ্ঞা করেছি। রাক্ষসবধ করাতো আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ আমার রাক্ষসবধ ব্রতাগ্নিতে মারীচকে আহুতি দিব। বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞরক্ষা করবার সময় প্রাণে না মেরে দূর করে দিয়াছিলাম, আজ যদি সে পুনর্ব্বার আমার কাছে এসে থাকে—তার যে নিশ্চিত মরণ এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

সীতা—(একদৃষ্টে মৃগ দেখিতে দেখিতে) আর্য্যপুত্র !

রাম—হাঁ যাচ্ছি। লক্ষ্মণ তোমার ইল্বল বাতাপির কথা মনে আছে ?

লক্ষ্মণ—হাঁ, বাতাপি মেষরূপ ধারণ করতো আর ইল্বল তার দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাত এবং শেষে ইল্বলের আহ্বানে বাতাপি ব্রাহ্মণ-গণের উদর বিদীর্ণ ক'রে বহির্গত হ'ত। এই ত ?

রাম—হাঁ, তারপর একদিন বাতাপি অগস্ত্যমুনির উদরস্থ হয়, তিনি তাকে জীর্ণ ক'রে ফেলে ব্রাহ্মণগণের ভয় দূর করেন। যদি এ মৃগ মারীচই হয় তবে অগস্ত্যমুনির মত আজ একে নাশ ক'রবো। আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি ততক্ষণ তুমি পিতৃসখা পক্ষীরাজ জটায়ুর সহিত সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। রাক্ষসগণের সঙ্গে আমাদের প্রবল শত্রুতা হ'য়েছে, কোন গুরুতর কারণেও যেন সীতাকে একাকিনী আশ্রমে রেখে যেওনা। আমার বিলম্ব হবেনা, আমি এখনই এ'কে বধ করে চর্ম্ম নিয়ে আসছি।

(রাম ধনু তূণীরদ্বয় ও অসি গ্রহণ করিয়া মৃগের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মৃগ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। রাম তার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে। তীব্র বেগে
মায়ামৃগ ছুটিয়া ছুটিয়া
আশ্রম হইতে বহুদূরে আনিল রাঘবে।
ওই লুকাইল বনমাঝে। ক্লান্ত রঘুনাথ
বসিলেন বৃক্ষমূলে না হেরি মৃগেরে।

মন— ওই আবার—আবার মারীচ
আসিয়াছে রাঘব সমীপে
ছুটিছেন রঘুপতি ধরিতে উহারে।

জীবাত্মা— মারীচ লম্ফ দিয়া উঠিছে আকাশে কভু—
কভু বা হয় লুকায়িত বৃক্ষ অন্তরালে।
আর নাহিক নিস্তার,
আকর্ণ পুরিয়া এড়িলেন বাণ সীতানাথ।
ওই তাল প্রমাণ লম্ফ করিয়া প্রদান
পড়িল মারীচ মহীতলে।

(হা সীতে! হা লক্ষ্মণ)

সীতা—লক্ষ্মণ! এ যে রঘুনাথের কণ্ঠস্বর। যাও লক্ষ্মণ তুমি শীঘ্র যাও—তাঁর এই আর্তনাদ [illegible]র স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না—বনে তুমি ছাড়া তাকে সাহায্য কর্‌বার আর যে কেউ নেই। তিনি রাক্ষস কর্তৃক পীড়িত হ'য়ে কাতরস্বরে তোমায় ডাক্‌ছেন, যাও তুমি শীঘ্র যাও—আর বিলম্ব ক'রোনা দেবর।

(লক্ষ্মণ স্থির হইয়া রহিলেন)।

গেলে না লক্ষ্মণ? কাতরভাবে তিনি আর্তনাদ ক'র্‌ছেন, আর তুমি নীরবে র'য়েছ?

লক্ষ্মণ—দেবি। ও অগ্রজের কণ্ঠস্বর নয়। তিনি ওরূপ আর্ত্তস্বরে ডাক্‌তে পারেন না।

সীতা—আমি তাঁর কণ্ঠস্বর জানি না—নয়?

লক্ষ্মণ—আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি—ও রাক্ষসের মায়া।

সীতা—লক্ষ্মণ—তুমি কেমন ক'রে স্থির হয়ে আছ। এ তোমার কেমন ভ্রাতৃভক্তি? যাঁর সঙ্গে বনে এলে, তিনি বিপন্ন, আর তুমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে রইলে? যাও, (লক্ষ্মণ নীরবে বনের দিকে চাহিয়া রহিলেন)। লক্ষ্মণ। তুমি বাইরে মিত্রতা দেখাও, ভিতরে ভিতরে তোমার শত্রুতা, নচেৎ এ বিপদে কি ক'রে চুপ ক'রে আছ? ও—এতক্ষণে বুঝ্‌তে পারলুম, তুমি আমার লোভে ভ্রাতার অনুগমন ক'রেছ—তাঁর উপর তোমার ভক্তি নাই—তুমি তাঁর বিপদই চাচ্ছ—তাই এমন নিরুদ্বেগে দাঁড়িয়ে র'য়েছ তুমি মিত্ররূপী শত্রু।

লক্ষ্মণ—(গণ্ডবাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল—অশ্রু মুছিয়া) দেবি। কেন আপনি কাতরা হচ্ছেন? দেবদানব গন্ধর্ব্ব অসুরনাগ মনুষ্য কেহই আপনার স্বামীকে পরাস্ত করতে পারে না। জগতে দেবতা দানব রাক্ষসগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সেই মহেন্দ্রতুল্য রামের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে সমর্থ হয়। 'রাম' যুদ্ধে সকল প্রাণীর অবধ্য। আপনি আমার যাবার কথা বল্‌বেন না। আমি আপনাকে একাকিনী রেখে কিছুতেই যেতে পারি না। অগ্রজের অনুমতি নেই। লোকে কি—দিক্‌পাল ... ইন্দ্রও এসে যদি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন—তাঁদেরও পরাস্ত হ'য়ে পলায়ন কর্‌তে হবে। আপনি সন্তাপ ক'র্‌বেন না। এখনি অগ্রজ মৃগ বধ ক'রে ফিরে আস্‌বেন। তিনি আমার কাছে আপনাকে বিশ্বাস ক'রে রেখেছেন—আমি কেমন ক'রে তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করি—বিশেষ 'খরকে' বধ করাতে রাক্ষসগণের সহিত আমাদের অত্যন্ত শত্রুতা হ'য়েছে। তারা সর্ব্বদা আমাদের ছিদ্র অন্বেষণ ক'র্‌ছে। রাক্ষসগণ বনমধ্যে নানা প্রকার শব্দ করে। ওশব্দ তাঁর নয়—আপনি চিন্তিত হবেন না।

সীতা—(সরোষে) রে দুরাচার! তুই খুব ভ্রাতৃভক্তি দেখাচ্ছিস্। কুলকলঙ্ক! এখনও নীরবে রৈলি? রামের গুরুতর বিপদই তোর প্রিয়, সেইজন্য তাঁর বিপদে এইসব কথা বল্‌ছিস্। তোর মত নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী, নির্দ্দয় স্বভাব, শত্রুর মনে যে এ জঘন্য অভিপ্রায় থাক্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি? দুষ্ট চরিত্র, তুই ভরতের নিয়োগে অথবা নিজেই আমাকে—(লক্ষ্মণ করে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন) গ্রহণ কর্‌বার জন্য ভ্রাতৃভক্তি দেখিয়ে একাকী রামের সঙ্গে বনে এসেছিস্। রে কুলাঙ্গার, তোর বা ভরতের মনোরথ কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। আমি সেই ইন্দীবর তুল্য, শ্যামল, পদ্মলোচন পতিকে ত্যাগ ক'রে এ পৃথিবীতে আর কা'কেও কামনা ক'র্‌বো না। তবে লক্ষ্মণ রাম বিনা এক মুহূর্ত্তকাল প্রাণ রাখ্‌বো না।

লক্ষ্মণ—দেবি! আপনার তপ্ত নারাচ সদৃশ এ বাক্য আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না। আপনি আমার দেবতা আপনাকে আর কি বল্‌ব—কি উত্তর দিব? স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ অসঙ্গত বাক্য বলা বিচিত্র নয়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই দেখা যায় চঞ্চলচিত্তা, বিরুদ্ধধর্ম্ম-চারিণী, ভ্রাতৃভেদকারী যাক আমি ন্যায়সঙ্গত কথা বলাতে আপনি যেরূপ কঠোর বাক্য বলেছেন—তাতে মনে হ'চ্ছে অদ্য আপনি বিপদগ্রস্তা হবেন—আপনার বিনাশকাল নিকটে এসেছে—নচেৎ চিরকিঙ্কর আমি—আমাকে ঐরূপ কথা কি ব'ল্‌তে পারেন? হে বন দেবতাগণ! আপনারা [illegible] দেবীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সহ্য ক'র্‌তে না পেরে—অগ্রজের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌তে অগ্রসর হ'লাম। দেবি! আমায় ক্ষমা করুন—আজ আপনার দাস লক্ষ্মণ বড় জ্বালায় আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে একাকিণী দেবীকে রেখে যাচ্ছে। আজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধ আমার এই প্রথম। দেবি! বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন। চতুর্দ্দিকে যে দারুণ দুর্লক্ষণ দেখ্‌ছি—তা'তে অগ্রজের সহিত এসে আর আপনাকে দেখ্‌তে পাবো কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে।

সীতা—লক্ষ্মণ! আমি—আমি 'রাম'-বিহীনা হ'লে একদণ্ড প্রাণ রাখ্‌বো না। গোদাবরীতে ডুবে, উচ্চ স্থান হ'তে পতিত হ'য়ে অথবা বিষপানে—কিম্বা অগ্নি প্রবেশ ক'রে দেহত্যাগ ক'রবো। আমি রাম ছাড়া অন্য পুরুষ স্পর্শ ক'র্‌বো না (উদরে আঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)।

লক্ষ্মণ—দেবি! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

(প্রণাম করিয়া সীতাব দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিলেন। সীতা সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন)।

মন— ও কে ভিক্ষুক আসিল
কুটীর দ্বারে। হেরিয়া ভিক্ষুকে
জনস্থান উঠিল শিহরি।

জীবাত্মা— ওই রাবণ এসেছে, ভিক্ষুক
বেশে—সীতায় হরিতে।

(ভিক্ষুকবেশে রাবণ প্রবেশ করত অনিমেষে সীতাকে দেখিতে লাগিল। সীতা রামের গমন পথপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাবণের আগমন জানিতে পারিলেন না।)

রাবণ—"হরি [illegible] নারায়ণ—ভিক্ষুক তোমার দ্বারে নেহার নয়নে (সীতা রাবণের দিকে চাহিলেন)। সুন্দরি পীত কৌষেয় বাসিনি—কি সুন্দর রূপ তোমার—কি গন্ধর্ব্ব, কি দেবী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, কি মানবী তোমাব মত রূপবতী নারী আর আমি দেখি নাই। হে শুভহাসিনি তুমি রতি, শ্রী, কীর্ত্তি, ভূতি কিম্বা ইন্দ্রপত্নী শচী অথবা রুদ্র, মরুৎ ও বসুগণের মধ্যে কারও পত্নী। তুমি কি হরি হৃদিবিলাসিনী কমলা অথবা অন্য কেহ? তোমার মুখখানি কি সুন্দর। আহা—কুন্দকোরকের মত শুভ্রবর্ণ দন্তগুলি

নির্ম্মল কৃষ্ণতারকা সম্পন্ন নয়নদুটী কি মনোহর। মরি মরি বিধাতা নির্জ্জনে তোমায় নির্ম্মাণ করেছিলেন। জঘন স্থূল ও বিস্তৃত উরুদুটী করিকর সদৃশ সুগোল স্তনযুগল পরস্পর মিলিত, তোমার নয়ন, ঈষৎ হাস্য, বড় সুন্দর, রমনীয় নদী বেগ যেমন কূলহরণ করে সেইরূপ তুমি আমার মন হরণ ক'র্‌ছ—বল তুমি কে? কেন এ সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে এসেছ। নরমাংস লোভী রাক্ষসগণ এস্থানে সর্ব্বদা ভ্রমণ কচ্ছে—মানুষ ত দূরের কথা দেবতাগণ এস্থানে আস্‌তে ভীত হন। তুমি একাকিণী কি প্রকারে এখানে বাস ক'র্‌ছ? তোমার যে রূপ, অপরূপ সৌন্দর্য্য—তোমার দণ্ডকারণ্যে কুটীরে বাস কোন মতে শোভা পায় না। নগরের উপবন পরিবেষ্টিত সুরম্য হর্ম্মশিখর অথবা কলকণ্ঠ বিহগকুল কূজিত মনোরম উপবনই তোমার বিহারভূমি হওয়া উচিত। তুমি কে—কার ভার্য্যা কোথা হ'তে এসেছ? আমায় সবিশেষ বল।

(সন্ন্যাসীর মুখে সীতা প্রশংসা শুনিয়া সন্তুষ্টা হইলেন না। বর্ণনার ভঙ্গী ভাল লাগিল না। তিনি বসিতে আসন—পাদ্যাদি দিলেন।)

সীতা—আসুন, এই কুশাসনে বসুন, এই পাদ্য গ্রহণ করুন। (গৃহ হইতে সিদ্ধ অন্ন আনিয়া) এই সিদ্ধ অন্ন ভোজন করুন। (বনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাবণ উপবেশন না করিয়া একদৃষ্টে সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। [illegible] ইয়া) বসুন—অন্নাদি গ্রহণ করুন। (রাবণ নীরবে রহিল) আমার পরিচয় দিচ্ছি আপনার মঙ্গল হোক। আমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের কন্যা সীতা। অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে আমাকে বিবাহ ক'রে অযোধ্যায় আনেন। বিবাহের পর অযোধ্যায় বারবৎসর ছিলাম, তারপর যখন আর্য্যপুত্রের বয়স চব্বিশ বৎসর ও আমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সে সময় শ্বশুর মহাশয় আর্য্যপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌লে আমার মধ্যমা-

শ্বশ্রূ কৈকেয়ী দেবী তাঁর নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুটি প্রার্থনা করেন। তিনি বর দিতে সত্যবদ্ধ হ'লে, দেবী প্রথম বরে ভরতের রাজ্য এবং দ্বিতীয় বরে চীর বাকল পরিধান পূর্ব্বক আর্য্যপুত্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস চাইলেন। শ্বশুর মহাশয় বড় কাতর হয়ে পড়লেন, তখন দেবী নিজেই আমার স্বামীকে বরের কথা বললেন। রঘুনাথ দান করেন—প্রতিগ্রহ করেন না—সত্য বলেন—কদাচ মিথ্যা বলেন না—মাতার এই কথা শুনিবামাত্রই উপস্থিত রাজ্য ত্যাগ করে—তাপসবেশে দণ্ডকারণ্য যাত্রা করলেন—আমি এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁর অনুগমন করলাম। নানা স্থানে ভ্রমণ করে উপস্থিত এখানে আমরা বাস করছি। আমার স্বামী ও দেবর অত্যন্ত বীর—রাক্ষস ত দূরের কথা দেবতাগণও তাঁদের পরাজয় করতে পারেন না। আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন—এইখানেই বাস করতে পারবেন। আমার স্বামী এখনি রুরু, গোধা, বরাহ বধ ক'রে প্রচুর মাংস লয়ে আসবেন। তিনি বড় অতিথিপ্রিয়, আপনাকে দেখলে খুব আনন্দিত হবেন। আপনি একাকী কেন দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ কচ্ছেন? আপনি কে? কোন্ বংশে আপনার জন্ম? আপনার আশ্রম কোথা?

রাবণ—সীতে! তুমি নিশ্চয়ই দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব-বিজয়ী ত্রিভুবন বিখ্যাত লঙ্কাধিপতি রাবণের কথা শুনে থাকবে। আমি সেই রাবণ। পীত-কৌষেয় বসন পরিধারিণী সীতে! তুমি বড় সুন্দরী, তোমায় দেখে [illegible]গণের প্রতি আর অনুরাগ হচ্ছে না। নানা স্থা[illegible]ণী এনেছি—তুমি আমার মহিষী হয়ে তাদের সকলের প্রধানা হও। সমুদ্রের পরপারে পর্ব্বতশিখরে লঙ্কা মহানগরে আমার বাস—আমি লঙ্কার রাজা—তুমি আমার মহিষী হও—পাঁচ সহস্র দাসী তোমার সেবা করবে। তুমি আমার হও দেবি আমি তোমাকে আমার করবই।

সীতা—(সক্রোধে) আমার স্বামী মহাসাগরের মত অক্ষোভ্য, হিমালয়ের মত অকম্পনীয়, মহেন্দ্রতুল্য রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, আমার

চিত্ত তাঁতেই অনুরক্ত আছে। আমি সেই বিশালকায়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাবাহু, বিশালবক্ষ, নরসিংহ, জিতেন্দ্রিয় রামের প্রতিই অনুরক্তা আছি। তাঁরই অনুগামিনী হয়ে তাঁরই আদেশ পালন করে থাকি। তাঁরই মতানুসারে বনে এসেছি। রাম পুরুষসিংহ, আমি সিংহিনী। তুই শৃগাল, তুই আমাকে পাবার যোগ্য নস্। সূর্য্যপ্রভার মত আমাকে স্পর্শ করতে তুই কখন পারবি না। হতভাগা রাক্ষস, তোর মৃত্যুকাল নিকটে এসেছে, তাই তুই রামের পত্নীকে লাভ করতে ইচ্ছা করছিস্। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও সর্পের মুখ হতে দন্ত উৎপাটন করতে—কালকূট বিষ পান করতে ইচ্ছা করছিস্—হস্তের দ্বারা মন্দর-পর্ব্বত উৎপাটন করতে চাচ্ছিস না। তুই বুঝতে পারছিস না—সূচী দ্বারা চক্ষু মার্জন ও ক্ষুর লেহন—গলায় শিলা বেঁধে সমুদ্র পার এবং বস্ত্রে অগ্নি বন্ধন করতে বাসনা করছিস। সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও নদীতে, চন্দনে ও কর্দ্দমে, হস্তীতে ও বিড়ালে, স্বর্ণে ও সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মদ্গুতে, হংসে ও শকুনিতে যেমন প্রভেদ, তেমনি তোতে আর আমার স্বামীতে প্রভেদ। মক্ষিকা ঘৃত পান ক'রে যেমন জীর্ণ করতে পারে না মরে, আমাকে হরণ করলে তেমনি তোকে রামের হাতে মরতে হবে এ কথা স্থির জানিস, হতভাগা রাক্ষস।

রাবণ—আহা! তোমার কোপও সুন্দর, যে সুন্দর হয় তার সকলই সুন্দর। জান না বরবর্ণিনি, [illegible] পরিচয় জান না। তাই দুর্ব্বাক্য বলতে সাহস কচ্ছ—আমি [illegible] দশানন রাবণ। আমার ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সতত কম্পবান্। ইন্দ্রকে বন্ধন করে আমি লঙ্কায় এনেছিলাম। কুবেরের তপস্যালব্ধ কামগামী পুষ্পক নামক মনোহর বিমান আমি কেড়ে নিয়েছি। তাকে লঙ্কা হতে দূর করে দিয়েছি। বায়ু আমার ভয়ে মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়, সূর্য্য চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ কিরণ দান করে, নদী প্রবাহিত হয় না। ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য আমার লঙ্কা রাজ্য—সেই রাজ্যের তুমি রাণী হবে। এ তোমার কম সৌভাগ্যের কথা নয়। রাজ্যচ্যুত,

বনবাসী, তপস্বী রাম তোমাব কোনমতে উপযুক্ত নয়। তুমি আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার উপযুক্ত পতি। আমি তোমার রূপে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছি—তাই উপযাচক হয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমায় প্রত্যাখ্যান করো না। উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে অনুতাপ করেছিল, তেমনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকেও অনুতাপ করতে হবে।

সীতা—(কোপভরে) হতভাগা রাক্ষস! তুই কুবেরের ভ্রাতা হয়ে কেমন করে পরস্ত্রীকে এমন কথা বলছিস্? তুই একলা ধ্বংস হবি না—তোর বন্ধু বান্ধব প্রজা সকলেই রামের বণে যমালয়ে যাবে। শচীকে হরণ করে বরং জীবিত থাকতে তুই পারিস্, কিন্তু রাক্ষস, রামের পত্নী আমাকে হরণ করে সবংশে বিনষ্ট হবি।

রাবণ—উন্মত্তে! নিশ্চযই তুমি আমাব পবাক্রমের কথা শোননি। আমি এই বাহু দ্বারা হর-পার্ব্বতী সহ কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করেছিলাম। আমি সমুদ্র পান কবে ফেলতে পাবি—যমকে যমালয়ে প্রেরণে আমি সমর্থ। বাণের দ্বারা আমি সূর্য্যকে খণ্ড খণ্ড করে ভূতলে পাতিত করতে পারি। আমি কামরূপী। এই দেখ আমার প্রকৃত রূপ। (রাবণ দশমুণ্ড বিংশতি বাহু, কৃতান্ততুল্য নিজ রূপ ধারণ করিল) সীতা! যদি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ পতি লাভ করতে চাও আমাকে ভজনা কর। আমি শপথ কবছি, আমি তোমার অপ্রিয় কার্য্য ক[illegible]শ করবে তাই পালন কবব। কোন্ গুণে সেই রাজ্যচ্যুত বনবাসী জটিলী রামের এত অনুরক্তা হয়েছো? এস তুমি আমাব সঙ্গে, আমিই তোমার শ্লাঘনীয পতি।

(সহসা রাবণ বামহস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণহস্তে সীতার উরুদ্বয় ধারণ করিয়া খর যোজিত মায়াময় রথে আরোহণ করিল)

সীতা—(উন্মাদিনী মত) হা রাম! হা লক্ষ্মণ! তোমরা কোথা? তোমরা কি জানতে পারছ না—দুষ্ট রাক্ষস আমায় হরণ করে লয়ে

যাচ্ছে। হা রাম! তুমি ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করে থাক—আমি অধর্ম্মের দ্বারা হৃতা হচ্ছি—তুমি কেন প্রতিকার করছ না? এ দুষ্ট রাবণকে কেন শাসন করছ না? হা লক্ষ্মণ—তোমায় অযথা কটু বাক্য বলেছি বলে কি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে আমায় রক্ষা করলে না? হায়! এ দুর্দ্দশা হবে বলেই তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলেছিলাম। ওরে রাক্ষস (রথ উপরে উঠিতে লাগিল) তুই মনে করেছিস্ এখান থেকে পালালে জীবিত থাকবি—না—তা হবে না, তোর আর নিস্তার নাই। তুই যেখানে যার কাছে যাসনা কেন তোকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। মহাকালের আশ্রয় নিলেও তোর নিস্তার নাই। মৃত্যু তোর সন্নিকট। হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকল, তোমাদের আমন্ত্রণ করছি, তোমরা আমার রামকে বোলো তোমার 'সীতা' রাবণ হরণ করে নিয়ে গেছে। হে গোদাবরী নদি! হে বনদেবতাগণ! তোমরা আমার রামকে বোলো, তোমার 'সীতা' রাবণ হরণ করে নিযে গেছে। হে আশ্রমস্থ মৃগ পক্ষী জীবজন্তুগণ! তোমরা আমার রামকে বোলো, দুষ্ট রাবণ বিবশা তোমার সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। (রথ উৰ্দ্ধে উঠিতে লাগিল। বৃক্ষশিরে নিদ্রিত জটায়ুকে দেখিয়া) আর্য্য জটায়ো! আপনি রাম লক্ষ্মণকে আমার কথা বলবেন। আপনি ত একে নিবারণ করতে পারবেন না, আপনি তাঁদের সংবাদ দিবেন। হা রাম—হা লক্ষ্মণ—

জটায়ু—ভয় নাই মাতা— আছে, ততক্ষণ কার সাধ্য তোমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে? রাবণ! তুমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি কুবেরের ভ্রাতা, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন? সত্বর রাম-পত্নীকে ত্যাগ কর। নিজের পত্নীকে যেমন রক্ষা করা উচিত, পরস্ত্রীকেও সেরূপ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাম তোমার কাছে কি অপরাধ করেছেন, যার জন্য তাঁর পত্নীকে চোরের মত নিয়ে যাচ্ছ? তুমি ত্রিভুবন-বিজয়ী রাবণ, চোরের মত পরস্ত্রীকে হরণ করে লয়ে যেতে লজ্জা করছে না? যদি তুমি সত্যই বীর হও,

একটু অপেক্ষা কর, রাম লক্ষ্মণ আসুন, তাঁদের সহিত যুদ্ধ কর। (রাবণ সে কথায় কর্ণপাত করিল না, রথ লঙ্কাভিমুখে চলিল) দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষস—মনে করেছিস্ পলায়ন কর্‌বি, তা হবে না, দেখ্ তোর কি দুর্গতি করি। তুই যে কত বড় বীর আজ তার পরিচয় দে (রাবণের রথ চলিতে লাগিল)। রাবণ—পালাসনে—আমি তোকে যুদ্ধে আতিথ্য দিচ্ছি, ক্ষণকাল দাঁড়া— (পক্ষবিস্তার করিয়া রথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন)।

রাবণ—পক্ষীবর! কেন পরের জন্য নিজের প্রাণ হারাবে? যাও —সরে যাও।

জটায়ু—তোর সাধ্য থাকে আমাকে পরাস্ত ক'রে তবে এখান থেকে যা।

রাবণ—উত্তম, তবে যমালয়ে যা।

(বাণ ক্ষেপণ আরম্ভ করিল, জটায়ু সে বাণ পদেব দ্বারা প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন এবং নখ ও চঞ্চ্বাঘাতে রাবণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন, রাবণ বাণের দ্বারা জটা[illegible]য়ু পদের দ্বারা রাবণের ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। [illegible] অপর ধনু গ্রহণ করিলে তাহাও ভঙ্গ করিয়া দিলে অন্য ধনু গ্রহণ করত সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা জটায়ুকে বিদ্ধ করিল। জটায়ু রাবণের রথের ধ্বজ, অশ্ব, সারথিকে নখ চঞ্চ্বাঘাতে নষ্ট করিলে—খড়্গ মাত্র সহায় রাবণ সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া গমন করিতে লাগিল। দেবতা গন্ধর্ব্ব চারণগণ উচ্চৈঃস্বরে—"সাধু—সাধু—গৃধ্ররাজ সাধু। তুমি দুষ্ট রাবণের দর্প চূর্ণ করলে।")

জটায়ু—পাপিষ্ঠ রাক্ষস—তুই যাবি কোথা? *(রাবণের হস্ত ছিন্ন করিয়া দিলে পুনরায় হস্ত হইল। এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, রাবণ সীতাকে ভূমিতলে রাখিল।)

চিন্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে,
খড়্গ মাত্র করে করিয়া গ্রহণ,
জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করিল রাবণ

মন— আহা! আহা! মাতা মোর
বাহু দিয়া আলিঙ্গিয়া
পক্ষীবরে করেন রোদন।
রাবণ সবলে করে আকর্ষণ।
আহা রাবণের করে
পরিত্রাণ পাইবার তরে
দৃঢ় করে করিয়া ধারণ
বৃক্ষকাণ্ড, আছেন জননী।
ওই ছাড় ছাড় বলি
নিকটে আসি[illegible]।
মাতার কে[illegible]
করে আকর্ষণ। ওহো [illegible]হছে না
বায়ু আর ম্লান দিবাকর, চতুর্দ্দিকে
ঘোর অন্ধকারে হইল আচ্ছন্ন।
স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদল
করে হাহাকার, কার্য্যসিদ্ধি
হইল এবার, বলিলেন প্রজাপতি।
মাতার পীড়নে ব্যথিত মহর্ষিগণ।

প্রীত হয়ে বলিছেন, এতদিনে
রাবণের মৃত্যুকাল হোলো উপস্থিত
হের সখে—হের সখে—
রাম রাম রবে, কাঁদিছেন
মাতা মোর উন্মাদিনী প্রায়।
হা রাম, হা রাম—
রব শুধু শোনা যায়।
আর পারি না, লয়ে চল
অন্য স্থানে মোরে।

—(•)—

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

সীতা অন্বেষণ

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, অশুভ লক্ষণ হেরি
শঙ্কিত হৃদয়ে, আসিছেন রঘুনাথ
সৌমিত্রির সহ।

মন— আর কি দেখিবে নাথ
শূন্য কুটীর ওই করিছে রোদন
মাতার বিরহে হাহাকারে
পূর্ণ জনস্থান।

রামাশ্রমের বহির্ভাগ

(রাম ও তৎপশ্চাতে লক্ষ্মণের বেগে প্রবেশ)

রাম—সীতা—সীতা—(কুটী [illegible]) সীত[illegible]
সীতা—কৈ সীতা (কুটীরের বাহিরে আসিলেন) সীতা—কোথায় তুমি? লক্ষ্মণ ভাইরে সীতা তো কুটীরে নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) সীতা, ও সীতা—সাড়া দিচ্ছ না কেন? সীতা—ও সীতা—আচ্ছা আমি এত ডাক্‌ছি—শুন্‌তে পাচ্ছ না? লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—সীতা কোথায় গেল ভাই?

লক্ষ্মণ—বোধ হয় দেবি গোদাবরীতে জল আন্‌তে গেছেন।

রাম—সীতা তো একাকিনী কোথাও যায় না। দেখি—গোদা-বরীতে! (নদীর দিকে ছুটিলেন, পশ্চাতে লক্ষ্মণ) সীতা—সীতা—সীতা—ও সীতা—(প্রতিধ্বনি হইল সীতা—সীতা) কৈ সীতা, গোদাবরী আমার সীতা কোথায—তুমি বল্‌ছ না—চুপ ক'রে আছ, তুমি নিশ্চয়ই—আমার—কমলমুখী সীতাকে কমলবনে লুকিয়ে রেখেছ—(জলে নামিয়া পদ্মবন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) লক্ষ্মণ—আমার সীতা তো এখানে নাই, সীতা কোথা গেল—ভাইরে—(রাম জল হ'তে উঠিলেন)।

লক্ষ্মণ—চলুন দেব, হয়ত দেবী এতক্ষণে কুটীরে এসেছেন।

রাম—চল চল (দ্রুতপদে কুটীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া) সীতা—সীতা—না, সীতা নাই—সীতা সীতা ও সীতা—কোথা গেলে সীতা, আমি তোমায় এত ক'রে ডাক্‌ছি—তুমি কেন উত্তর দিচ্ছ না। প্রিয়তমে, আর পরিহাস করে লুকিয়ে থেক না—আমি তোমায় না দেখে বড ব্যাকুল হয়েছি, তুমি ত অতি কোমলহৃদয়া, তবে কেন আজ আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করছ? কি করি—কাকে জিজ্ঞাসা করি—কে আমায় সীতার সংবাদ বল্‌বে? (উন্মত্তের মত ভ্রমণ করিতে করিতে কদম্ব বৃক্ষ দর্শনে) এই যে কদম্ব দাঁড়িয়ে রয়েছো, হে কদম্ব! তোমায় আমার সীতা বড ভালবাসতো। বল ত কদম্ব—আমার সীতা কোথায় [illegible] না—চুপ করে রৈলে? বল্‌বে না? ([illegible] বিল্ব! মনোহর পল্লবের মত প্রভাশালিনী আমার সীতা কোথায় জান কি? আহা তোমায় দেখে আমার সেই ক্ষীণমধ্যা পীতকৌষেয়বাসিনী প্রিয়ার পয়োধর যুগল মনে পড়ছে। বল বিল্ব বল—চুপ করে থেকো না—বল। বিপন্ন রাঘবের প্রাণ রক্ষা কর। বলবে না? হে অর্জ্জুন! বল আমার সীতা কোথায়? বল্‌বে না? (কুটজের প্রতি) হে কুটজ! তুমি বৃক্ষগণের মধ্যে প্রধান, লতাপল্লব পুষ্পে অতি শোভান্বিত হ'য়েছো, মধুকর দল তোমার পুষ্পে বসে গুঞ্জন ক'রছে, তুমি

নিশ্চয়ই আমার সীতাকে দেখেছ, বল সীতা কোথায়, আমার প্রাণ রক্ষা কর। বল্‌লে না? না কেউ বল্‌লে না, আমার সীতার কথা কেউ বল্‌লে না। এই যে তিলকপ্রিয়া প্রিয়ার প্রিয় তিলক বৃক্ষ—একে জিজ্ঞাসা করি। হে তিলক। তুমি জান কি? আমার জানকী কোথায়? (অশোকের প্রতি) হে অশোক! তুমি সকলের শোক নাশ কর, তুমি আমার প্রিয়ার সংবাদ ব'লে আমার মহাশোক দূর কর। বল্‌লে না—কেউ বল্‌লে না? এই যে কর্ণিকার—তোমার তলদেশে প্রিয়ার উরু উপাধানে কত নিশা অতিবাহিত ক'রেছি—তুমি নিশ্চয় প্রিয়াকে চেন এবং প্রিয়া কোথায় জানো। বল ত কর্ণিকার, বল তো আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া কোথায়? নীরব রইলে—একটা কথার দ্বারা উপকার করতে পারলে না? হে তাল, হে আম্র, হে পনস, হে মহাশাল, হে কুরব, হে দাড়িম্ব, হে বকুল, হে পুন্নাগ, হে চন্দন, হে কেতক তোমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার সেই কমলনয়না প্রিয়া কোথায় গেছে বল। একটা কথা কয়ে আমার প্রাণ রক্ষা কর। ওঃ তোমরা কি নিষ্ঠুর—আমি সীতার শোকে আকুল হয়ে তোমাদের সকলের কাছে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা একটা বাক্য ব্যয় করতে পারলে না—ধিক্ তোমাদের—তোমরা বড় কৃতঘ্ন, তোমাদের মূলদেশে আমার প্রিয়া কত জল সেচন করেছে, সে সব ভুলে গেলে, আচ্ছা যাও। (হরিণ দেখিয়া) এই যে হরিণ—বল ত বল ত মৃগ বল ত, আমার সেই হরিণনয়না জানকী কোথা[illegible] পারলে না—তার আদর সোহাগ সব ভুলে গেলে? [illegible] হে গজরাজ! তুমি বল তো—আমার জানকী কোথায়? আহা আমার প্রিয়ার উরু যুগল তোমার করের মত। চলে গেলে গজরাজ, একটা কথাও বলতে পারলে না? (ব্যাঘ্রকে দেখিয়া) পালিও না—ব্যাঘ্র পালিও না—তোমার ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করবো না, বল আমার সীতা কোথায়? ব্যাঘ্র না বলেই চলে গেল। (উন্মত্তের মত) ওই যে—ওই যে—আমার প্রিয়া ঘনপল্লব বৃক্ষদলের মধ্যে

লুক্কায়িত রয়েছে—আর তুমি কোথায় লুকাবে? এবার তোমায় দেখেছি। সীতা, তুমি কেন ছুটে পালাচ্ছ? আমি তোমায় দেখতে পেয়েছি—তোমার পীতকৌষেয় বসন দেখে তোমায় চিনতে পেরেছি। তুমি এত কঠিনা কত দিন হয়েছ, আমাকে এত কাতর দেখেও তুমি স্থিরভাবে আছ? চারুহাসিনি! একবার কাছে এস, দূরে যেওনা—আর লুকিয়ে পালিও না। দেখ সীতা, তোমায় বনে বনে খুঁজে বেড়াচ্ছি—আর তুমি এখানে লুকিয়ে রয়েছ? এস সীতা—এস সীতা—পালিও না, কোথা পালাবে, এইবার তোমায় ধরেছি। (কিছু দূরে দৌড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়লেন। লক্ষ্মণ ব্যজনাদির দ্বারা চৈতন্য সম্পাদন করিলেন)।

লক্ষ্মণ—দেব! আশ্বস্ত হ'ন, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। বিপদকালে ধৈর্য্যই মানুষের অদ্বিতীয় বন্ধু।

রাম—ভাইরে! আমি যে সীতার বিরহ সহ্য করতে পারছি না ভাই। হায় আমাব প্রিয়া আমার জন্য সব ত্যাগ করে আমার অনুগমন করেছিল। হায়, আমি এমন অক্ষম কাপুরুষ, তাকে রক্ষা করতে পারলুম না। বন্য জন্তুতে ভক্ষণ করলে অথবা রাক্ষসে হরণ ক'রে নিয়ে গেল। ধিক আমার বাহুবলে, ধিক আমার বীরত্বে, রক্ষা করতে পারলুম না। আহা সেই চন্দ্রবদনা প্রিয়া, সেই মুখখানি বন্য জন্তুতে অথবা রাক্ষসে ভোজন [illegible]। আহা প্রিয়া আমার কত কাতর হয়ে [illegible] সঙ্গে করে বনে নিয়ে এলাম, তাকে রক্ষা করতে পা[illegible] সীতা—

লক্ষ্মণ—হে মহাবুদ্ধে! আজ কেন এরূপ কাতর হচ্ছেন, বিপদে এরূপ অধৈর্য্য হ'তে আর তো কখনও দেখি নাই। আসুন দেবীর অনুসন্ধান করি।

রাম—ভাইরে! তীব্র যন্ত্রণায় শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, একটা যন্ত্রণা নয় ভাই, প্রিয়ার বিরহে জলছি এবং প্রিয়াকে রক্ষা করতে পারিনি

বলে দ্বিগুণ যাতনা হচ্ছে। আমার মত কাপুরুষকে বিশ্বাস করে সীতা আমার বনে এসে জীবন হারাল। হায় সীতা, আর তোমার সে চন্দ্রবদন দেখতে পাব না, আর সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাব না, আর তুমি তেমনি করে আর্য্যপুত্র বলে ডাকবে না। কোন্‌খানটা ভুলবো সীতা, তোমার সেই মুখখানি, সেই নাসিকা, সেই অধর ওষ্ঠ, সেই নয়ন, সেই বাহু, সেই চম্পকনিভ আঙ্গুলগুলি, সেই বিনা অলক্তকেও অরুণবর্ণ পদ দুখানি, সেই মৃদু মন্থর গমন, সেই আদর সোহাগমাখা সম্ভাষণ আমি যে ভুলতে পারছি না প্রিয়তমে—সীতা—সীতা—কোথায় গেল সীতা। আহা, প্রিয়া আমার যদি জীবিত থাকে, তা হলে সেও আমার মত হাহাকার করছে। যদি জীবিত থাকে তা হলে তাকে নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে নিয়ে আসবো, কার সাধ্য আমার সীতাকে লুকিয়ে রাখতে পারে? শরানলে ত্রিভুবন দগ্ধ করে ফেলবো। যদি রাক্ষসে সীতা হরণ করে থাকে তা হ'লে রাক্ষসকুল সংহার করবো। কি করি, কাকে আমার সীতার কথা জিজ্ঞাসা করি, কে আমাকে সীতার সন্ধান দেবে? হে পবনদেব। জগতে আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই, বলুন আমার সীতা কোথায় আছে? কুলমর্য্যাদারক্ষাকারিণী আমার সীতা হৃতা অথবা মৃতা? আপনি অবশ্যই জানেন, আমায় সীতার সংবাদ দিন। হে পাপপুণ্যের সাক্ষী দিবাকর। আপনি কৃত অকৃত সবই জানেন, আপনার কুলের বধূ সীতা [illegible] কোথায় আছে বলুন? বৃক্ষপত্র কম্পিত করতে করতে ব[illegible]আমার কথায় কর্ণপাতও করলেন না। রবি[illegible]লেন। আজ আমি দুর্দ্দশাপন্ন ব'লে কেহ আমায় বাক্যমাত্র সাহায্য করলেন না। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ—ভাইরে—আমার সীতা কোথায় গেল—কে নিয়ে গেল? ওঃ, সীতা—

লক্ষ্মণ—দেব! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আসুন, আমরা দেবীর অনুসন্ধান করি। উৎসাহশীল ব্যক্তি অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না। দেবী যে স্থানেই কেন থাকুন না—আমরা তাঁকে পুনঃ প্রাপ্ত হব।

রাম—হা সীতা! লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—আর একবার বেশ করে গোদা-বরীতে সীতাকে খুঁজে দেখে এস এবং নদীকে আবার জিজ্ঞাসা করে এস আমার সীতা কোথায় ?

লক্ষ্মণ—আচ্ছা— (গমন)

রাম—হায়, সীতাকে হারিয়ে আমি যেন আমাকে হারিয়ে ফেলেছি, আমার যেন আর কিছু নাই—সব শূন্য—সব শূন্য—

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—দেব! দেবীর কোন সন্ধান পেলাম না।

রাম—আচ্ছা, চল আমি যাই গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করি। (রাম লক্ষ্মণের গোদাবরী তীরে গমন) গোদাবরী, আমার সীতা কোথায় বল—আমার সীতা কোথায় বল—বল ? (গোদাবরী তরঙ্গের দ্বারা কুলে আঘাত করিতে লাগিল) বল্‌লে না গোদাবরি, একটা কথার সাহায্য করতে পারলে না ? ওঃ সীতা—সীতা—কি করি, কোথা যাই, কেমন করে সীতাকে পাব ? কে আমার সীতার সন্ধান দেবে ? সীতা—সীতা—সীতা—

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— কি সখে, নেহারিয়া
রাঘবে[illegible] ছ্বাস
[illegible]য়ে তোমার ?

মন— সংশয় স্বভাব মোর
তথাপি নিশ্চয় জানি
ব্রহ্মবাক্য রক্ষিবারে
লীলা অভিনয় করেন ঠাকুর!

জীবাত্মা— এই লীলা অভিনয়
লঘুপায়ে জীবকুলে নিস্তার কারণ।

নাহি হেথা নেতি নেতি বেদান্তের
দুরূহ বিচার। এই—
এই অভীষ্ট আমার,
ভাবিতে ভাবিতে সুখেতে
আপনা ভুলে ভকতমণ্ডলী।
জ্ঞানীর—ব্রহ্ম—মনোবাক্ অগোচর,
আর ভক্তের হৃদয়নিধি, অন্তরে বাহিরে
সদা করি অবস্থান
কতই আশ্বাসবাণী কতই অভয় দান
করেন নিয়ত।
নয়নে নয়নে রাখি প্রিয়তমে
ভুলে ভক্ত জগৎ সংসার।

মন— আহা ঐ কাঁদিছেন রঘুনাথ,
কোথা সীতা কোথা সীতা ব'লে।
আকুল ক্রন্দনে তাঁর,
কাঁদে পশুপক্ষী, তরুলতাগণ,
সীতার বিরহে ক্ষণে ক্ষণে
ধরণী উপরে, পড়িছেন মূর্ছিত হইয়ে।
না—দেখিতে—
পারি না
—[ ]

কথা-রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

লঙ্কা—অশোক বনে সীতা

ব্রহ্মণো বচনাদিন্দ্রো প্রাশয়চ্চরু মৈথিলীম্।
তেন তস্যাঃ ক্ষুধা তৃষ্ণা গতা যাবৎ স্থিতা তথা ॥৫৩॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ১৯ অধ্যায়।

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, রাবণের
অশোক কাননে কাঁদিছেন
রাঘব-ললনা "রাম রাম" রবে।
ভয়ঙ্করী নিশাচরী দল
করিছে তর্জ্জন সদা।

মন— হায়রে ব্যাধের বাগুড়া বদ্ধা
কুরঙ্গিনী প্রায় কাঁদেন জননী,
ওই শোণিতলোলুপা
শার্দ্দূলীর মত রাক্ষসীগণ

সম্বর রোদন মাতঃ
হেন দিন রহিবে না তব ;
অবিলম্বে পাবে মাগো তোমার রাঘবে।

লঙ্কা—অশোক-কানন। গভীরা রজনী—রাক্ষসীগণ নিদ্রিতা

(সীতা শিংশপা বৃক্ষমূলে কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া চিন্তামগ্না।
গণ্ডস্থল প্লাবিত করত অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে।)

সীতা—সীতা, সীতা—এই তোমার স্বামী-প্রেম, এই তুমি পতিব্রতা? রাম-শূন্যা হ'য়ে এখনও তুমি জীবিত আছ! ছি ছি ধিক্ তোমায়! হা রাম! হা রঘুনাথ! তোমার সীতা মানবী নয়, সীতা দানবী, তা' না হ'লে এখনও সে কেন মরে নাই? এখনও তোমার বিরহ সহ্য ক'রে সে বেঁচে আছে? তাইত কি করি, কি করি, হা নাথ, আর কি তোমার সেই হাসিমাখা মুখখানি দেখ্‌তে পাবো না? আর কি সেই আদর ভরা "সীতা" ব'লে মধুর সম্বোধন শুন্‌তে পাবো না? আর কি সেই তোমার সব-ভুলানো মধুর স্পর্শ পাবো না? কোথায় দণ্ডকারণ্য আর কোথায় লঙ্কা, মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর, কে আমার সংবাদ 'রামকে' দেবে? আমি এখানে আছি জান্‌তে পার্‌লে তিনি নিশ্চয়ই শরানলে সাগর শুষ্ক ও সবংশে রাবণকে সংহার ক'রে আমায় উদ্ধার ক'র্‌বেন। কিন্তু আমি যে আর রাম-বিরহ সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না! সমস্ত শরীরটা জ্বলে যাচ্ছে, রাম্ রাম রাম তুমি এস, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি ভিন্ন আর আমার যে কেহ নাই। তাইত আমি কি করি। আর্য্যপুত্র কুটীরে ফিরে যখন আমাকে দেখ্‌তে পেলেন না, তখন কি মনে ক'র্‌লেন; বোধ হয় খুব ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে চারদিকে আমাকে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লেন। জনশূন্য অরণ্য, আমার সংবাদ তাঁকে কে আর দিবে? আমার হরণ দেখেছে মৃগপক্ষিগণ আর আর্য্যজটায়ু। আমার অদৃষ্টক্রমে তিনি যদি জীবি[illegible] তাহলে নিশ্চয়ই রামকে ব'লেছেন। যখন মৃগরূপী [illegible]" ব'লে চীৎকার ক'রেছিল, তখনই তিনি [illegible]রেছিলেন, এর মধ্যে রাক্ষসগণের কোন ছলনা আছে। বোধ হয় তিনি উৎকণ্ঠিত হ'য়েই ফির্‌ছিলেন এমন সময় লক্ষ্মণের সঙ্গে পথে দেখা হ'তেই তাড়াতাড়ি কুটীরে এসে আমায় খুঁজতে আরম্ভ করেন। আহা তিনি আমায় বড় ভালবাসেন, একদণ্ড নয়নের অন্তরাল ক'র্‌তেন না, আমার বিরহে তিনি কতই কাতর হ'য়েছেন। "সীতা" "সীতা" বলে কত ক্রন্দন ক'চ্ছেন। না না তিনি পুরুষ মানুষ, জ্ঞানী, তিনি কি একটা

স্ত্রীলোকের জন্য আকুল হ'তে পারেন? না, তিনি শোকাকুল হন নাই। হা রাম! তুমি ছাড়া আমার যে কেহ নাই। আমি যে আর তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। হ'লেন বা জ্ঞানী তথাপি তিনি আমার বিরহে কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌বেন না। আমি আমার হৃদয় দিয়েই বুঝেছি, তিনি "হা সীতা"—"হা সীতা" ক'রে অবিরাম কাঁদ্‌ছেন। কি করি আর যে তাঁর বিরহ সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি না, এর চেয়ে মরণ ভাল। মর্‌বো, আত্মহত্যা ক'রেই মর্‌বো, তারই বা সুবিধা কৈ, দিবারাত্রি রাক্ষসীরা আমায় ঘিরে র'য়েছে। সর্ব্বদা দুর্ব্বাক্য ব'লছে, কেমন করে ম রবো, কে আমায় বিষ দেবে, কে আমায় উদ্বন্ধনের রজ্জু দেবে? রাক্ষসীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই অবসর, যে কোন প্রকারে দেহত্যাগ ক'রে বিরহ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করি। ছি ছি, আমার কি স্বার্থপরতা! আমি রাম বিরহে দেহত্যাগ ক'র্‌তে যাচ্ছি, কিন্তু এদেহে আমার কি অধিকার আছে? এ দেহ যে রাম ভালবাসতেন, একে কত সাজাতেন, কত আদর ক'র্‌তেন, তাঁর ভালবাসার জিনিষ আমি নষ্ট করবার কে? এই আমার ভালবাসা, নিজের জন্য তাঁর ভালবাসার জিনিষ নষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছি। সীতা যে তাঁর, দেহ তাঁরই, এদেহ ত্যাগ কর্‌তে আমি তো পারি না।

(অলক্ষ্যে—"মা")

সীতা [illegible] থাক্‌ছে? এ রাক্ষসপুরীতে এমন কোমল কণ্ঠ [illegible]

(ইন্দ্র প্রকাশ হইলেন)

ইন্দ্র—মা! আমি দেবরাজ ইন্দ্র।

সীতা—ইন্দ্র! ইন্দ্র! আমি দীনা, পতিবিরহবিধুরা মানবী, আমার কাছে ইন্দ্র কেন আস্‌বেন? ওঃ রাক্ষস! কি দারুণ ছলনা তোমার।

ইন্দ্র—মা বৈকুণ্ঠেশ্বরি, এ দাস ইন্দ্রের প্রণাম গ্রহণ করুন। মা আমার জন্যই আপনাকে এ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হ'চ্ছে, আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা! একবার লীলা বিলাস ত্যাগ ক'রে সেই ঐশ্বর্য্যময় ভাব স্মরণ কর মা।

সীতা—সুরপতি সব কুশল?

ইন্দ্র—হাঁ দেবি, আপনারা যাকে রক্ষা ক'রছেন, তার অমঙ্গল কোথায়?

সীতা—সহসা গভীর নিশীথে রাবণের অশোক কাননে কেন এসেছো?

ইন্দ্র—দেবি, নরশরীর ধারণ করেছেন, বিনা আহারে এ দেহ তো থাকবে না। তাই এই অমৃতময় চরু এনেছি, ভোজন করুন।

সীতা—সে কি। আমার রঘুনাথ আমার বিরহে অনাহারে, অনিদ্রায় হাহাকার ক'রছেন আর আমি কেমন ক'রে চরু ভোজন ক'রবো?

ইন্দ্র—দেবি! অধম সন্তানকে কেন ছলনা ক'রছেন? আমি কি জানি না আপনারা নিত্য মিলিত অর্দ্ধনারীশ্বর, আপনাদের বিচ্ছেদ নাই, এ শুধু লীলা বিলাস। চরু গ্রহণ করুন মাতঃ!

(সীতা চরু গ্রহণ ক[illegible] [illegible]জন করিলেন। উচ্ছিষ্ট চরুপাত্র মস্তকে করিয়া ইন্দ্র[illegible]

সীতা—হা রাম! হা রঘুনাথ! [illegible] তোমার সীতাকে উদ্ধার করো। সীতাকে না দেখে তুমি যে একদণ্ড থাকতে পারতে না নাথ! আজ তিন চারদিন কেমন করে আছ? হা রাম—রাম—

(রাক্ষসিগণের নিদ্রাভঙ্গ)

১মা রাক্ষসী—মুখে আর কথা নাই, কেবল রাম আর রাম। সীতা তুমি কি মনে করেছ, রামকে তুমি আর পাবে?

সীতা—হা রাম—হা রঘুনাথ—

২য়া— আমর্, আর কোন কথা জানিস্ না—রাম—রাম—রাম। একটা জটাধারী বনচারী ভিক্ষুক, কেবল তার নাম ক'রছে। এত বড় রাবণ রাজা, ইন্দ্র চন্দ্র যম যার আদেশ পালন করতে পারলে কৃতার্থ হয়; সে তোর পায়ে লুটুচ্ছে, তুই একবার ফিরে দেখতে পারিস্ না? এত গরব কিসের? ওঃ, বড় তো রূপ, কি রকম রাজার চোখে লেগেছে, তাই তোর এত তেজ, এখনও ভাল চাস্‌তো রাজাকে পতিত্বে বরণ কর।

সীতা—হা রাম, হা নাথ, তুমি কবে আসবে নাথ?

শূর্পণখা—তারা কি বেঁচে আছে যে আসবে? সে আশা ছেড়ে দে। তোকে দেখলে আমার সমস্ত শরীরটা রি রি ক'রে জলে উঠে। তোর জন্যেই লক্ষ্মণ আমার নাক কান কেটে দিয়েছে, তুই আমার এ দুর্দ্দশার কারণ। ইচ্ছা ক'রছে তোর মাথাটা কড়্‌মড় ক'রে চিবিয়ে খাই। কি বলবো—দাদা তোকে ভালবেসে ফেলেছে, নইলে এতদিন তোকে কোন্ কালে টপ্ করে মুখে ফেলে দিয়ে গিলে ফেলতুম্।

৩য়া—দিদি এক কাজ করি আয়। সীতাকে আমরা খেয়ে ফেলে রাজাকে গিয়ে বলিগে [illegible] ছে। সীতা—এখনও রাজা যা বলেন [illegible] এখুনি খেয়ে ফেলবো।

সীতা—তোমরা আমাকে খেয়েই ফেল। হা রাম—হা রাম—রঘুনাথের বিরহে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরণ মঙ্গল। হা রাম—হা রাম—

৪র্থা—আ মর্ কেবল হা রাম—হা রাম, আর কোন কথা নেই। দেখ্ এখনও আমরা যা বল্‌ছি শোন্, নইলে এই বেত দেখছিস্, মেরে তোর গতর চূর্ণ করে দেবো, 'হা রাম' করা বের করে দেবো।

সীতা—হা রাম—হা রাম—হা রঘুনাথ! মার, মার তোমরা আমায় মেরে ফেল। হা রাম—

৫মা—(রাক্ষসীগণের প্রতি) যা—তোরা এখান থেকে সরে যা। তোদের একটু দয়া মায়া নেই। খালি যন্ত্রণা দিচ্ছিস্। সীতা তোমার কোনও ভয় নাই, সত্যই তো, স্বামীকে কত ভালবাসতে। সেই স্বামীর কাছ থেকে রাজা তোমায় কেড়ে এনেছেন, তোমার কষ্ট হবে বৈ কি! আমরা রাক্ষসী, আমাদেরই স্বামীর কাছ ছাড়া থাকতে কত কষ্ট হয়, তুমি তো মানুষী।

সীতা—হা রাম—হা রঘুনাথ—

৫মা—তোমার মুখখানি বড় সুন্দর। তোমায় বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। দেখ এ লঙ্কায় দেবগণ প্রবেশ করতে পারে না, বুঝে দেখ, এই শত যোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করে রাম এখানে কি প্রকারে আসবে? আমি তোমায় ভাল কথাই বলছি, বোঝ, মিছিমিছি অনাহারে কেঁদে কেঁদে শরীর নষ্ট করোনা। খাওয়া দাওয়া কর; এখুনি যে রাজার কাছে যেতে হবে, এ কথাতো আর বলছি না। থাক্ না তুই এক মাস থাক্—একটু দুধ নিয়ে আসবো?

সীতা—হা রাম—তুমি [illegible] রৈলে?

শূর্পণখা—যমের বাড়ী
ধর্ম্মের কাহিনী শুনবে না।
আয়। তোর জন্যে আমার নাক কান গেছে হতভাগী! (বেত্রাঘাত)

সীতা—হা রাম—হা রঘুনাথ—

শূর্পণখা—আবার 'হা রাম,' ছাড়্, রাম নাম ছাড়্।

সীতা—তোরা মেরে ফেল্লেও আমি রাম নাম ছাড়বো না। হা রাম—একবার সীতার দশা দেখে যাও।

শূর্পণখা—দেখি তুই রাম নাম ছাড়িস্ কি না, আয় সবাই মিলে বেত মারি। দেখি রাম নাম ছাড়ে কি না ?

সীতা—হা রাম !

শূর্পণখা—আবার হা রাম হতভাগী, শতেকখোয়ারী ! মার, মার—

(সকলে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল)

সীতা—হা রাম, হা রাম !

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

মন— ওঃ ভীষণ প্রহারে
ঝরিতেছে সুকোমল মাতৃ-অঙ্গ হতে
শোণিতের ধারা,
অবিরাম করে বেত্রাঘাত রাক্ষসীর দল।
হা রাম—হা রাম রবে
কাঁদেন জননী মোর।
ল'য়ে চল সখে ল'য়ে চল
অন্য স্থানে মোরে। পারি না
দেখিতে আর মা[illegible]ণা।

রাজাকে গিয়ে
[illegible] বলেন

কথা-রামায়ণ

অরণ্য কাণ্ড

পার্ব্বতীর সীতারূপ ধারণ

আনন্দ রামায়ণ ও গোঁসাইজী

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— দেখ সখে
সীতারূপ ধরিয়া রাবণ
চলেছেন ভববাণী ছলিতে রাঘবে।
হা সীতা হা সীতা বলি
কাঁদিতে কাঁদিতে ওই
আসিছেন রাম রঘুমণি।

মন— কেন সখে সীতারূপ
ধরিলেন শিব সীমন্তিনী।

জীবাত্মা— সীতা শো[illegible] আকুল
হেরিয়া [illegible]
পশিল [illegible]
যেই 'রাম' [illegible]
অবিরাম জপেন শঙ্কর,
ইনি সেই পরব্রহ্ম রাম
কিম্বা অন্যজন, নারীর বিরহে
যিনি এত শোকাকুল?
তিনি নিত্য মুক্ত সত্য সনাতন
অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়

নিগুর্ণ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন।
কেমনে সম্ভবে ইহা ?
তাই সীতারূপে
এসেছেন হেথা।

দণ্ডকারণ্য—বনপথ

(সীতারূপধারিণী দুর্গা বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করিতেছেন। দূরে রাম ও লক্ষ্মণ।)

রাম—সীতা, হা জনকতনয়ে, কোথায় তুমি ? তোমার বিরহ আর সহ্য ক'র্‌তে পারছি না প্রিয়তমে !

লক্ষ্মণ—(শঙ্করীকে দেখিয়া) একি ! দেবি—(প্রণাম)

রাম—'মা' হর মনমোহিনী আমার প্রণাম গ্রহণ কর মা। কৈলাস ত্যাগ ক'রে সীতারূপে এখানে কেন মা ? সীতার বিরহে আমি বড় কাতর হয়েছি, তাই কি আমায় সান্ত্বনা দান করবার জন্য এসেছো জননী ! মা এ দীন রাঘবের প্রতি তোমার কি অপার করুণা। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, প্রণাম কর, কৈলাসেশ্বরী ভবভয়নিবারিণী সন্তান-দুঃখনাশিনী মাতাকে প্রণাম কর।

লক্ষ্মণ—দেবি, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাজাকে গিয়ে' দুর্গা [illegible] লেন) '
মা বলেন [illegible]
[illegible] জগদীশ্বরী মহামায়া আমায় দর্শন দান ক'রেছেন। কোটি কোটি কল্প কঠোর তপস্যা ক'রেও মুনিঋষিগণ যাঁর কৃপালাভে সমর্থ হন না, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী জগদাধারা জগন্ময়ী জগজ্জননী পত্নী-শোকাকুল ভজনসাধনহীন দীন ভক্তিসম্পর্ক-শূন্য আমাকে দেখা দিয়াছেন। অহো ! কি আনন্দ ! কি আনন্দ !

লক্ষ্মণ—দেব ইনি কি হৈমবতী শঙ্করী ?

রাম—হাঁ ভাই, ইনিই তিনি, ব্রহ্মরূপিণী এঁর শক্তিবলে অসুরগণ নিহত হলে যখন দেবগণ বৃথাগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়েছিলেন, তখন ইনি তথায় উমারূপে আবির্ভূতা হ'য়ে তাঁদের গর্ব্ব দূর করেন। তাঁরা বুঝতে পারেন তৃণটী তোলবার বা ভস্ম করবার শক্তি তাঁহাদের নাই। তারপর হৈমবতী রূপে ব্রহ্মের সংবাদ দেন। ইনি ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের কারণ, এঁর শক্তি ভিন্ন কেহই স্পন্দিত হ'তে পারে না। ইনি বিষ্ণুর পালন শক্তি এবং রুদ্রের নাশ শক্তি। ইনি পরম শক্তিরূপিণী, ইনি নিত্যা। ত্রিভুবনে যে কিছু সদ্ অসদ বস্তু আছে, সেই সকলের যিনি শক্তিরূপিণী তাঁর উৎপত্তি কোথা হ'তে হবে? যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দিবাকর ইন্দ্রাদি দেবতা সকল, ধরা, ধরাধর কিছুই ছিল না, সেই সৃষ্টির আদিতে এই নির্গুণা পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষের সহিত সংযুক্তা হয়ে বিহার করতেন, তারপর ইনি সগুণারূপে ভুবনত্রয় সৃষ্টি করেন। এঁকে বিদিত হ'লে মানব জন্ম সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়। ইনি পরমা বিদ্যা বেদাখ্যা বেদকারিণী, ব্রহ্মাদি দেবগণ গুণকর্ম্ম বিভাগের দ্বারা এঁর বহু নাম কল্পনা করেছেন। "অ" কারাদি "ক্ষ" কারান্ত স্বরবর্ণ যোজিত ইহার অসংখ্য নাম। মা মধুকৈটভ নাশ বিধায়িনী, মহিষাসুর নাশিনী, শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী, মা তোমায় কি ব'লে স্তব ক'রবো মা—মাগো—

বিদ্যাঃ সম[illegible] দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সু[illegible]
ত্বয়ৈকয়া[illegible]
কাতে স্তুতি [illegible]

তোমার চরণে আবার প্রণাম করি। (প্রণাম করিলেন)॥

দুর্গা—হে লীলা বিগ্রহধারিণ্! অখণ্ড আনন্দময় পরম পুরুষ! দাসীর প্রণাম গ্রহণ কর! হে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, সত্য, সনাতন, নিরঞ্জন, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরীহ, নিত্যৈশ্বর্য্যশালিন্ এ অধীনীর অপরাধ ক্ষমা কর প্রভো! পত্নী-বিরহে তোমায় শোকাকুল দেখে আমার সংশয় হয়, তুমি সেই অনন্ত আনন্দাধার আনন্দময় কিনা, তাই

সীতারূপে তোমায় পরীক্ষা ক'রবার জন্য এসেছি। আমায় ক্ষমা কর নাথ।

রাম—মা মা ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারিণী জননী, একি ব'ল্‌ছো মা! আমি যে দশরথ-নন্দন মানব রাম। তুমি আমায় পরীক্ষা ক'র্‌তে আস নাই মা, আমার কাতর আহ্বানে স্থির থাক্‌তে পার নাই, তাই কৈলাস ত্যাগ করে এখানে এসেছো। যে যে ভাবে ডাকে, তাকে সেই ভাবে দেখা দাও—আমি 'সীতা' 'সীতা' ব'লে কাঁদছি, তাই "সীতারূপে" আমায় শক্তি দান ক'র্‌বার জন্য এসেছো? মা মহাশক্তি, তোমার শক্তি ব্যতীত রাক্ষস কুলতো নির্ম্মূল হবে না, তাই শক্তি সঞ্চার করতে এসেছো। অধম সন্তানকে আর ছলনা ক'রোনা জননি।

দুর্গা— চতুর! ছলনায় স্বরূপ আপন,
চাহ লুকাইতে। না—তাহা শুনিব না
আমি, দাও ধরা মোরে।
একি! একি! সমগ্র দণ্ডকারণ্য আজি
রামরূপ ক'রেছে ধারণ,
নাহি বৃক্ষ, নাহি [illegible]
নাহি [illegible]
রাজাকে গিয়ে [illegible]
যা বলেন [illegible]ক ভূধর,
[illegible] করে অবস্থান।
ঊর্দ্ধে অধে সম্মুখে পশ্চাতে,
যে দিকে ফিরাই আঁখি
হেরি শুধু অপরূপ "রাম রূপ"
মদন মোহন। রাম রাম রাম
সব রাম, সব রাম, শুধু রাম।
আর নাহি কিছু, রাম রাম রাম॥

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে, হের সখে,
অনন্ত কোটী রাম
আজ নয়ন সমীপে ॥

মন— শুধু রাম, শুধু রাম,
কৈ আমি, কৈ আমি
শুধু রাম, শুধু রাম
রাম রাম
ডুবিনু ডুবিনু আমি
রামরূপ অসীম পাথারে।
রাম, রাম ॥

—[০]—

কথা-রামায়ণ

অরণ্যকাণ্ড

শবরী মিলন

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— হের সখে
প্রেম-পাগলিনী শবরীর
শান্তিপূর্ণ কুটীর প্রাঙ্গন।
অনুক্ষণ রাঘবের পথ চাহি
আছে বসি চণ্ডালিনী,
পত্রের মর্ম্মর শব্দে
পবনের সন্‌স্বনে ধায় উন্মাদিনী,
রঘুনাথ এসেছেন ভাবি।
বদর তিন্দুক আদি ফলচয়

রাজাকে গিয়ে [illegible] রেখেছে [illegible] বে অঙ্গে,
যা বলেন [illegible]

মন অপেক্ষা হৃদয়ে যদি নাহি জাগে
তবে কেহ নাহি পারে
লভিতে সেই সাধনার ধনে।
অপেক্ষাই এনে দেয়,
প্রিয়তমে। আপনারে
ধন্য মানি হেরি শবরীরে।

শবরীর কুটীর।

গৃহলেপনরতা শবরী

শবরী—গুরুদেব ব'লেছেন 'রাম' এখানে আসবেন, তুমি রাম রাম কর, তাঁকে দেখে দেহ ত্যাগ ক'রো। রাম—রাম—রাম—কৈ রাম! তুমি আজও তো এলে না। তুমি আসবে ব'লে, আমি দিনরাত তোমার পথপানে চেয়ে বসে আছি। হাঁ শীগ্‌গীর ক রে ঘর নিকিয়ে নিই—নইলে রাম এলে কোথায় বসতে দেবো? আচ্ছা রাম এলে বসতে কি পেতে দেবো, ঐ কুশগুলা পেতে দেবো, কিন্তু কুশের উপর বসলে তাঁর কোমল দেহে যে ব্যথা লাগবে। কুশের উপর কি পেতে দেবো—হাঁ যাই গোটাকতক পদ্মফুল এনে ঐ কুশের উপর বিছিয়ে রাখি। (গৃহ লেপন অসমাপ্ত রাখিয়া শবরীর প্রস্থান ও পদ্মফুল হস্তে পুনঃ প্রবেশ) এই কুশের উপর পদ্মফুল বিছিয়ে রাখি—পদ্মের বোঁটা ও কোঁপল বড় শক্ত, এগুলো ফেলে দিই, তা না হ'লে লাগবে। (পদ্মের বীজ কোষ ও বৃন্ত ফেলিয়া দিয়া পদ্ম মুকুল কুশের উপর বিস্তীর্ণ করিল) ওই যা—এখনও যে ঘর নিকান শেষ হয় নাই—যাই—ঘর নিকাই। (গৃহ লেপন করণ, উৎকর্ণ হইয়া) ওই কার পায়ের শব্দ হচ্ছে নয়—হয়ত রামই আসছেন। (সত্বর কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া চতুর্দ্দিক দেখিয়া আবার গৃহ লেপন করণ)

আমি কিন্তু, স্পষ্ট পা[illegible]

কি খেতে দোবো,—হাঁ[illegible]

হয়ত তখন তাড়াতাড়িতে[illegible]

আনিয়া আসনের নিকট রক্ষা করণ আবার গৃহ লেপন আরম্ভ)

ঐ যে মৃগগণ ছুটে পালাচ্ছে—নিশ্চয়ই আমার রাম এসেছেন—তাঁকে দেখে এরা পালাচ্ছে—যাই আগে দেখে আসি। (বনপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করত প্রত্যাগমন) না রামকে দেখতে পেলাম না—রাম এলেন না। রাম রাম রাম রাম, তুমি কবে আসবে? আমি যে তোমায় না দেখে থাকতে পারছি না, তুমি আর দেরী ক'রোনা।

দেখ আমি প্রতিদিন তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি (শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি হইল) ঐ রাম এসেছেন, (বলিয়া ছুটিয়া গমন ও প্রত্যাগমন) না রাম নয়। একটা শৃগাল শুক্‌নো পাতার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাই শব্দ হচ্ছে। রাম রাম রাম রাম, তবে কি রাম আস্‌বেন না—আর কবে আস্‌বেন, গুরুদেব কি আমাকে মিথ্যা কথা ব'লে গেলেন ? রাম রাম রাম রাম, না না, গুরুদেব কখনও মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারেন না, নিশ্চয়ই রাম আসবেন। (রামের জন্য রচিত আসনের দিকে দৃষ্টি করিয়া) আচ্ছা—আমি তো পাগল হ'য়ে যাইনি, কোথায় রাম তার ঠিক নাই—প্রতিদিন তার জন্য আসন বিছিয়ে রাখি—লোকে দেখ্‌লে কি ব'ল্‌বে ? রাম রাম রাম রাম, লোকে যা বলে বলুক কিন্তু আমি একি কচ্ছি ! আমি কি "রাম রাম" ক'রে পাগল হ'য়ে গেলাম ! পাগলের শুনেছি জ্ঞান থাকে না, আমারতো বেশ জ্ঞান র'য়েছে। গুরুদেব ব'লেছিলেন—শবরী, তুমি প্রতিপল 'রাম' নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে রামের অপেক্ষা কর। রাম এলে তাঁর আতিথ্য সৎকার ক'রে তবে দেহ ত্যাগ ক'রো, একথা তো আমার বেশ মনে আছে। আমি কি ক'রে পাগল হব। ওহো লক্ষ্মণ ব'স্‌বেন কিসে, তাঁর যে আসন করা হয়নি, যাই আরও পদ্মফুল নিয়ে আসি। (পদ্মফুল আনিতে গমন এবং পদ্ম আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের জন্য আসন [illegible] করিতে করিতে) তাইতো—বেলাতো অনেক হ'য়ে গেল—ওমা—[illegible] এলেন না—রোদ্র [illegible] ত বড় কষ্ট হবে, সেই রাজাকে গিয়ে [illegible] আমি তাকে কি দিয়ে [illegible] বলেন [illegible] এনে রাখি। (গমন [illegible] বকুলের শাখা আনয়ন পূর্ব্বক আসনের কাছে রক্ষা। অবশিষ্ট গৃহ লেপন করত) তাইতো—এখনও এলেন না। আমি নাইতে গেলে এসে যদি ফিরে যান ! কি করি—নাইতে যাই—কি না যাই। না যাই—শীগগীর ক'রে নেয়ে আসি (গমন)।

(নেপথ্যে—কৈ আমার শবরী কোথা ?)

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম—শবরি শবরি। ঐ দেখ লক্ষ্মণ, শবরী আমাদের জন্য আসন বিস্তীর্ণ ক'রে রেখেছে!

লক্ষ্মণ—দেব! কি মনোরম আশ্রম—আমার মনে হচ্ছে যেন এই আশ্রমের প্রতিবৃক্ষ প্রতিলতা প্রতি অণুপরমাণু আমাদের জন্য কতদিন ধ'রে অপেক্ষা—

(নেপথ্যে—কৈরে কৈরে! কোথায় আমার রামরেঁ।)

(শবরীর প্রবেশ)

শবরী—(রামকে দর্শন করিয়া) এই যে—এই যে আমার রাম। আহা—আহা এসেছো ওগো এসেছো। আহা (বাহ্যজ্ঞান শূন্যভাবে নৃত্য) (উত্তরীয় ভূমিতে পড়িল, পরিধেয়ও পতিত হইল। তাহার অপূর্ব্ব ভাবদর্শনে শ্রীরাম নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান আছেন)!

লক্ষ্মণ—আহা আহা, তুমি এত প্রেম কোথা পেলে মা! ওমা শবরি, তোমার রাম এসেছেন, তাঁকে দেখ, খেতে দাও। (শবরীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, বস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শবরী রামের পদমূলে পতিত হইয়া পদ দুইটী ধরিয়া প্রণাম করত নয়ন জলে চরণ সিক্ত করিতে লাগিল)।

রাম—শবরি আশ্বস্তা [illegible] আমি এসেছি।

শবরী—[illegible]গো তুমি
তোমার পথপানে চেয়ে

রাম—শবরি শবরি, সত্যই আমি এসেছি, তোমার ভক্তির আকর্ষণে আমি স্থির থাকতে পারিনি।

শবরী—ভক্তি ভক্তি ভক্তি ভক্তি—আমি আমি আমি—ভক্তির কি জানি? আমি নীচ জাতি, ভক্তি কোথা পাব, ভজন সাধন কিছু জানি না। ওগো তবু তুমি দয়া ক'রে এসেছো। (শবরী করযোড়ে দাঁড়াইল)।

রাম—শবরি! আমার ভজনে জাতি নাম আশ্রম কিছুরই প্রয়োজন নাই—আমার ভজনে ভক্তিই একমাত্র কারণ। আমার ভক্তি-বিমুখগণ যজ্ঞ দান তপস্যা বেদাধ্যয়নের দ্বারা আমার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। সাধুসঙ্গ আমার ভক্তির প্রথম সাধন, আমার কথা আলাপ দ্বিতীয় সাধন, আমার গুণকথন তৃতীয় সাধন, আমার বাক্যের ব্যাখ্যা চতুর্থ সাধন, সর্ব্বদা মদ্‌বুদ্ধিতে আচার্য্যের উপাসনা পঞ্চম সাধন, পুণ্যশীলত্ব যম নিয়মাদি অবলম্বন এবং আমার পূজায় নিষ্ঠা যষ্ঠ সাধন, আমার মন্ত্রের উপাসনা সপ্তম সাধন, আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমি আছি এই মতি, শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান, শ্রদ্ধার সহিত বাহ্যার্থে বিরাগ অষ্টম সাধন এবং তত্ত্ববিচার নবম সাধন, এই নববিধ ভক্তির সাধন স্ত্রী-পুরুষ পশু-পক্ষী যে কেহ করবে সেই প্রেম লক্ষণা ভক্তিলাভে সমর্থ হবে। ভক্তি হ'লেই আমার তত্ত্বের অনুভব হবে। আর আমার অনুভব সিদ্ধের সেই জন্মেই মুক্তি হবে। শবরি, তুমি আমার প্রতি ভক্তিমতী,, তাই তোমার কাছে এসেছি। কৈ আমার জন্য কি রেখেছ দাও, তুমি ভক্তি ক'রে যা দেবে, আমি তাই গ্রহণ ক'রবো।

শবরী—বোসো—তুমি এই আসনে বোসো (রাম শবরীর রচিত [illegible] উপবেশন করিলেন, লক্ষ্মণকে বলিলেন) তুমিও এই আসনে [illegible] বসিলেন) [illegible] উভয়ের পাদ প্রক্ষালণ [illegible] রাজাকে গিয়ে [illegible] আমি তোমাকে কেমন [illegible] বলেন [illegible]

রাম—শবরি, তুমি আমায় যা দেবে আমি তা অমৃতের চেয়ে অধিক মনে ক'রে গ্রহণ ক'রবো, দাও কি দেবে দাও।

(শবরী পুষ্পচন্দনাদির দ্বারা রামের চরণ দুটী পূজা করিয়া মাল্য এবং রামের জন্য স্থাপিত ফল সকল দান করিল।)

শবরি আজ তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে পরম সন্তুষ্ট হ'য়েছি। বল তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ ক'রবো?

শবরী—রাম, তোমায় দেখেই আমি কৃতার্থা হ'য়েছি। আমার আর কোন অভিলাষ নাই। আমার গুরুগণ স্বর্গগমনের সময় আমায় ব'লে যান, শবরী, রামচন্দ্র আমাদের এই আশ্রমে আসবেন, তুমি তাঁর আতিথ্য-সৎকার ক'রে স্বর্গে গমন কোরো। সেই পর্য্যন্ত প্রতিপলে তোমার নাম উচ্চারণ ক'রে তোমার অপেক্ষা করছি। তোমার দেখা পেয়ে আজ আমার সাধনার সিদ্ধি লাভ হোলো, একটু দাঁড়াও— আমি তোমার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন ক'রে বৈকুণ্ঠে গমন করি।

রাম—শবরি! আমার সীতা কোথায় জান কি?

শবরী—হে অন্তর্য্যামিন্, তোমার তো কিছুই অজ্ঞাত নাই, তবু আমায় জিজ্ঞাসা ক'রছ—সীতাকে রাবণ হরণ ক'রে লঙ্কায় নিয়ে গেছে। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বালির ভ্রাতা সুগ্রীব চারিটী মন্ত্রীর সহিত বালির ভয়ে ভীত হ'য়ে অবস্থান ক'রছে, তার সহিত মিত্রতা কোরো, সেই তোমার সহায় হবে।

(নেপথ্যে মুনিগণ)

ভক্তি বিহনে ভক্ত প্র[illegible]নে

ভক্তির বাঁধনে সুনীলবরণে
বেঁধেছে শবরী ঘরে।
আজি বেঁধেছে শবরী ঘরে

মায়া মরীচিকা এ মরু সংসার
করে জীবকুল সদা হাহাকার
ভক্তি বিনা আর দিয়া সুধাধার
নিস্তারে কে, বল নরে॥

যাগ যজ্ঞ ব্রত কঠোর সাধনে
পায়নাকো কেহ হৃদয়রতনে
ভক্তির কারণে অসাধন ধনে
ভক্ত হৃদয়ে ধরে।
অধরে ভক্ত হৃদয়ে ধরে ॥

চাও যদি তাঁরে কররে ভজন
অবিরাম কর নাম সংকীর্ত্তন
নাম রজ্জু ডোরে করিয়ে বন্ধন
রাখরে আপন পুরে।
তাঁরে রাখরে আপন পুরে

নাম করা কভু হবে না বিফল
নামরূপ ফুলে হবে প্রেম ফল
পাবি তুই তাতে চতুর্ব্বর্গ ফল
মোক্ষ ইচ্ছা যাবে দূরে ॥

রাম রাম রাম রটরে সঘনে
আন্ কথা আর ব'লো না বদনে
রাখোরে নয়ন রামের চরণে
ডেকে করে ॥

মুনিগণ—ধন্য ধন্য আজ আমরা তোমায় দেখে ধন্য হলাম। সার্থক আমাদের তপস্যা, আজ আমাদের পিতৃগণ পবিত্র হলেন, কুল পবিত্র হ'ল।

রাম—হে মুনিগণ! আপনাদের দর্শনে আমরা ধন্য হলাম। আপনারা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। (রাম লক্ষ্মণ মুনিগণের চরণে প্রণাম করিলেন, মুনি প্রধান রামকে বক্ষে ধারণ করিলেন।)

মুনিগণ—প্রভো হে! প্রভো হে! মর্য্যাদাপালক প্রভো হে! একবার বক্ষে এস, তাপিত প্রাণ শীতল হোক। আজ আমরা সাধনার সিদ্ধিলাভ করলাম। জয় রাম—জয় রাম।

(অলক্ষ্যে বনদেবিগণ)

গাওরে সঘনে যে আছ যেখানে
এই রাম গুণ গান।
এ লীলা কীর্ত্তনে জিনিবে শমনে
পুলকে পূরিবে প্রাণ॥
গোলোক আলোকে আসিয়া ভূলোকে
দিতেছেন প্রেম সবারে পুলকে
প্রেমে পূর্ণ হবে আঁখির পলকে
কর যদি মন দান॥

রাম—লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ। এ কোথায় আনলে ভাই?

লক্ষ্মণ—আনন্দময়! এ তোমার আনন্দরাজ্য। তোমার রাজ্যে তুমি এসেছো প্রভো!

শবরী—শবরি! শবরি
চল যাই নিত্যলোকে।
করিলেন। মুনিগণ চিতা

মুনিগণ— জয় জয় রাম হরে।
জয় জয় রাম হরে॥

(জলন্ত চিতা হইতে দিব্যরূপ ধারণ করতঃ শবরীর উত্থান। শূন্যপথে বৈকুণ্ঠবিমানের আবির্ভাব। পুষ্পবর্ষণ, বিমান হইতে পার্ষদগণ গাহিতে লাগিল—)

ভক্তিরূপিণী ভক্তিদায়িনী

এস গো আপন পুরে।

তব ভক্তির কাহিনী হইবে কীর্ত্তিত

চিরদিন ধরা মাঝারে।

এস গো এস গো আপন ঘরে ॥

(সকলে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলেন। শবরী বৈকুণ্ঠবিমানে আরোহণ করিল। পার্ষদগণ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সজ্জিত করিলেন।)

চিত্তাকাশ—জীবাত্মা ও মন

জীবাত্মা— সখে! সখে—

মন— (নীরব)

জীবাত্মা— সখে—সখে—

হয়োনা নীরব। এখনও দেখাব

আমি নিত্য নব নব লীলা,

এখনও শুনাব আমি হরি গুণ গান।

ডুবায়ে রাখিব তোম...

হরি প্রেম মহা পা...

সখে—সখে—...

[illegible]

...শান্ত—শান্ত

শান্ত—পারা—পারা—পারা—বার-